Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ...
...ayee Ashram
BANARAS

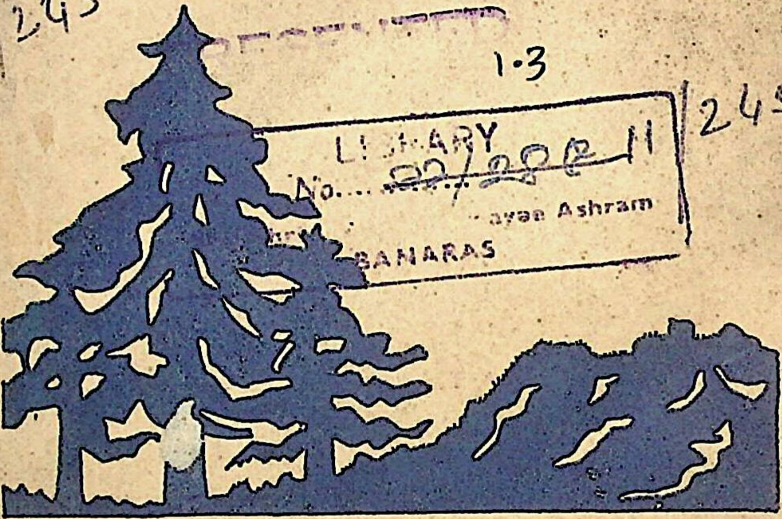

তিব্বতের পথে হিমালয়ে

স্বামী অখণ্ডানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিব্বতের পথে হিমালয়ে

LIBRARY
No ২২/২৪৫
Shri Shri ... A...amayee Ashram
BANARAS.

স্বামী অখণ্ডানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন,
কলিকাতা-৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘোষ
অথেণ্টিক প্রেস
৩০, শ্রীঅরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৫

মূল্য—২'২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ১৪/২৪৫
...mayee Ashram
BENARAS

নিবেদন

বহুজনমানবপূর্ণ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ দীর্ঘকাল যাবৎ হিমালয় ও তিব্বত অঞ্চলে বাস করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম তিব্বত গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক সতর বৎসর মাত্র।

স্বামীজীর মুখে তিব্বতের ভ্রমণ-কাহিনী যিনিই শুনিতেন তিনিই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। বর্তমান ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ১৯০৪ সালে 'তিব্বতে তিন বৎসর' শীর্ষক নিবন্ধে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময় ইহা পাঠকবর্গের বিশেষ আগ্রহ এবং কৌতূহল উদ্দীপন করে।

তিব্বতের কথা লিপিবদ্ধ করিবেন বলিয়াই স্বামীজী এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তজ্জন্য পূর্বনাম পরিবর্তন করিয় 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' এই আখ্যা দেওয়া হইল। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমরা পাঠক-সমাজকর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।

আশা করি, সাধারণে ইহা পাঠ করিয়া ইহার ভাব-মাধুর্যে ও রচনা-পারিপাট্যে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন।

উদ্বোধন কার্যালয় — নিবেদনমিতি—

৺মহাষ্টমী, ১৩৪৫ — প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

N
rri

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বহুদিন যাবৎ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের নিকট হইতে প্রায়ই তাগিদ আসিতেছে। নানা কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

বর্তমান সংস্করণে বিষয়গুলির শিরোনামা দেওয়া হইল, এবং এই অসম্পূর্ণ রচনাটিতে কথঞ্চিৎ সম্পূর্ণ করিবার জন্য একটি 'পরিশিষ্ট' সংযোজিত হইল। ইহা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পত্র প্রবন্ধ ও কথোপকথন হইতেই সঙ্কলিত। ইহাতে তিব্বত, হিমালয় ও কাশ্মীরের অনেক কথা আছে। অতএব পূর্ব-পরিকল্পিত 'তিব্বতে তিন বৎসরের' একটি রূপরেখা এখানে পাওয়া যাইবে।

ফাল্গুন ১৩৭১ প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LI..ARY
.... 22/284
a mayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIB
No......

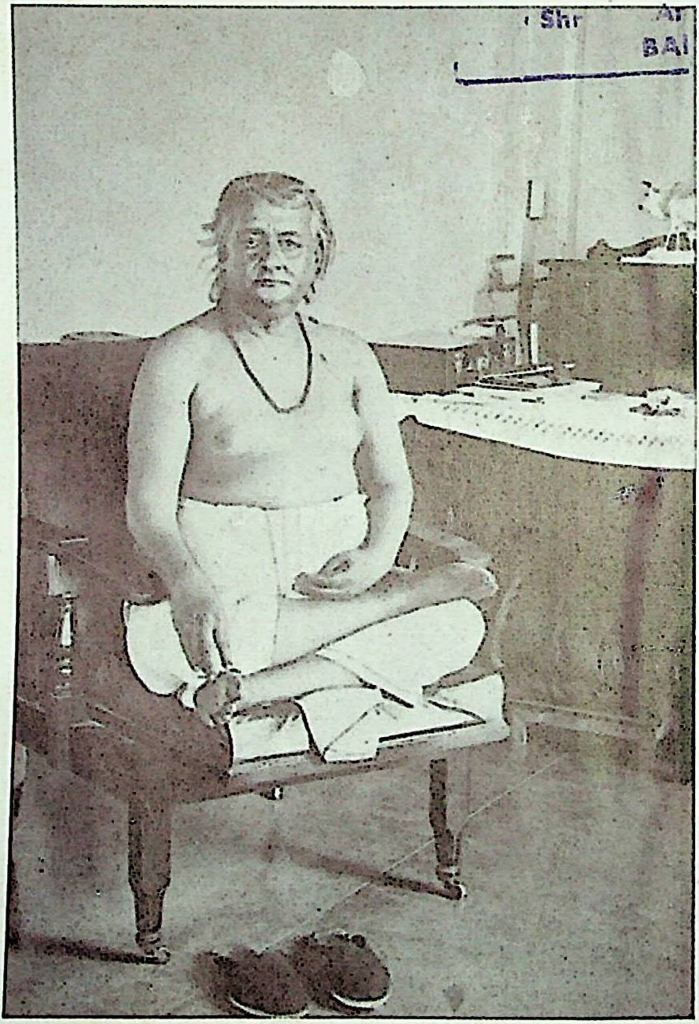

স্বামী অখণ্ডানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ARY
JARAS

তিব্বতের পথে হিমালয়ে

সূচনা

যে তিব্বত লইয়া আজকাল চতুর্দিকে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা এই সময়ে সাধারণে প্রকাশ করিলে বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ক্রমান্বয়ে তিন চারি বৎসর তিব্বতের নানা স্থানে ভ্রমণ করায় তিব্বতীয়দের সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুকাল তিব্বতীয় ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে বাস করায় আমি তিব্বতীয় ভাষায় আমার মনের ভাব তাহাদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইতে পারিতাম এবং তাহাদেরও সকল কথা বুঝিতে পারিতাম। এইরূপে আমি তিব্বতীয়দের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি ও শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে যতদূর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আমার এই প্রবন্ধ লোকের কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিতে পারি না, কারণ সে আজ ষোল সতের বৎসরের কথা।

অতীতের একমাত্র অতি ক্ষীণ স্মৃতি ভিন্ন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবার উপযোগী অন্য কোন সম্বল আমার নাই। একমাত্র সেই বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতির সাহায্যেই আমাকে সকল কথা লিখিতে হইবে। ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে মনে করিয়াও আমি কোথাও ভ্রমণ করি নাই বা ভ্রমণের কোন কথাই কখনও লিখিয়া রাখি নাই এমন কি, তখন বরং যাহা দেখিতাম তাহাই ভুলিতে চেষ্টা করিতাম। সুতরাং এ অবস্থায় আমার তিব্বতীয় কথা সাধারণের সুখপাঠ্য হইবে বলিয়া মনে করা দুরাশা মাত্র। বিশেষরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরুদ্ধ হইয়াই আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি তিব্বত সম্বন্ধে কাহারও কিছুমাত্র কৌতুহল নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

যাত্রারম্ভ

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধান হইবার প্রায় সাত আট মাস পরে গোলডেন জুবিলির (মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ জয়ন্তীর) বৎসর, বোধ করি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে, আমাদের তদানীন্তন বরাহনগর মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ৺গয়া, কাশী, অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য দর্শন করিয়া (পথে এই কয়েকটি তীর্থস্থান ভিন্ন কেবল লক্ষ্ণৌ ও সীতাপুরে নামিয়াছিলাম) ৺হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম।

কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া ৺হরিদ্বারে পৌছিতে আমার দুই তিন মাসের অধিক বিলম্ব হয় নাই। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্বেই বোধ হয় আমি হরিদ্বারে পৌছিলাম। তাহার তিন চার দিন পরেই আমি হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশে গিয়া পৌছিয়াছিলাম। বহুকালের অভীপ্সিত স্থানে পৌছিয়া আমি পরমানন্দ অনুভব করিলাম। হিমালয়ের পাদমূলে হৃষীকেশের তুল্য রমণীয় ও পবিত্র তপোবন আর নাই। ৺বদরিকাশ্রম যাত্রার এইটি প্রধান দ্বার। কার্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা পর্যন্ত এই হৃষীকেশ নানাসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসমাগমে পূর্ণ হয়। বহুতর ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রতি বৎসর মাঘ মাসে হৃষীকেশে আসিয়া নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পরম পরিতোষ সহকারে সাধুভোজন করাইয়া কৃতার্থ হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

PRESENTED
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY

হৃষীকেশের সন্নিকটেই তপোবন নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের কয়েক বিঘা জমিতে উৎপন্ন "বাসুমতী" চাউল এক অপূর্ব পদার্থ। চাউলগুলি দেখিতে ছোট, কিন্তু রন্ধনের পর দৈর্ঘে দ্বিগুণ হয়। ভাতগুলি অতি শুভ্র ও এমন সুবাসিত যে আহারের পর সমস্ত দিন তাহার সুগন্ধ পাওয়া যায়। জনপ্রবাদ এই যে কোন ঋষির বরে তপোবনের কেবল ঐ কয়েক বিঘা জমিতেই উক্ত দেবভোগ্য বাসুমতী জন্মে। হিমালয়ের সর্বত্রই সুগন্ধযুক্ত বাসুমতী চাউলের বড়ই আদর। ৺কেদার ও বদরীনারায়ণের পথে বাসুমতী টাকায় চারি সের হিসাবে বিক্রয় হয়। এই ষোল সতের বৎসরের মধ্যে যদি কোন বিশেষ পরিবর্তন হইয়া থাকে বলিতে পারি না। যাহা হউক, উত্তরাখণ্ডের আর কোন চাউলই তপোবনের বাসুমতীর তুল্য গুণসম্পন্ন নহে। হৃষীকেশে ভরতজীর মন্দির সর্বপ্রধান। তপোবন টিহরীরাজ কর্তৃক ভরতজীর সেবায় সমর্পিত। ভরতজীর মোহান্তের নিকট শুনিলাম যে তাঁহাকে প্রায় প্রতিবৎসর পাঞ্জাবের কয়েকজন রাজা মহারাজার জন্য কিছু কিছু বাসুমতী চাউল পাঠাইতে হয়।

ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথী হিমালয়ের অত্যুচ্চ, নিভৃত, মনুষ্যের অগম্য, চির-নীহারময় গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া প্রবলবেগে দুর্ভেদ্য পাষাণ ভেদ করিয়া ঘোর নিনাদে বিষম অরণ্যানী অবিরাম প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই পথেই মর্তে অবতরণ করিতেছেন। আমি হৃষীকেশে পৌছিয়াই উত্তরাখণ্ডের মাহাত্ম্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলাম। বিমল স্বর্গীয় সুখে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল উত্তরাখণ্ডের প্রারম্ভেই এই, না জানি অন্তে কি আছে! মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃষীকেশ স্বর্গ। হৃষীকেশ-মাহাত্ম্যে সিদ্ধগণও মুগ্ধ। এই হৃষীকেশে বিরক্তদের "ঝাড়ীতে"* আমি কিছুদিন ছিলাম। এইখানে কতিপয় পাঞ্জাবী ত্যাগী মহাপুরুষের সহিত আমার বিশেষ হৃদ্যতা হয়। তাঁহাদের উদার ও সরল ব্যবহারে হৃষীকেশ আমার পক্ষে মধুরতর বোধ হইল। কেবল আত্মধ্যান, আত্মচর্চা ও উপনিষদাদি পাঠ ভিন্ন এই দেবদুর্লভ স্থানে অন্য কোন চর্চাই হইতে পারিত না। কি আনন্দে ও পবিত্রভাবে আমার জীবনের প্রধান কয়েকটি দিন এইখানে অতিবাহিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। হৃষীকেশ হইতে আমি দেরাদুন ও মসুরী হইয়া ৺যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, ও কেদার-বদরীনারায়ণ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলাম। জনৈক উদারচিত্ত পাঞ্জাবী সাধু আমাকে তাঁহার সহিত ৺বদরীনারায়ণ যাত্রা করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন, এবং অর্থাভাবে উত্তরাখণ্ডের পথে আমার বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট যথেষ্ট অর্থ ছিল এবং এক-জন দশনামী নাগা অনুচরও তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেই বৎসর বহু অর্থব্যয় করিয়া হৃষীকেশে মাঘ মাস যাবৎ নানা উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া প্রত্যহ সহস্রাধিক সাধু মহাপুরুষকে খাওয়াইয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি তাঁহার কোন কথাতেই না ভুলিয়া একাকী হৃষীকেশ হইতে দেরাদুন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তিব্বতযাত্রার পথে হিমালয়ের যে সকল স্থানের সন্দর্শনে আমার মন নিতান্ত মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইয়াছিল, সেই সকল শান্তি ও পুণ্যময় স্থানের বিষয় স্মরণ করিলেও চিত্ত স্থির হয় ও হৃদয় অতিশয়

* ঝরণার ধারে সাধুদের তপস্যার জন্য নির্মিত পর্ণকুটির।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্রভাব ধারণ করে। সুতরাং তিব্বতে পৌঁছিবার পূর্বে আমাকে বাধ্য হইয়া অতি সংক্ষেপে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিতে হইবে।

কিছুদিন হইতে বঙ্গবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ প্রতিবৎসর ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া আসিতেছেন। পূর্বে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা খুব কম ও পাঞ্জাবী যাত্রীর সংখ্যাই খুব বেশী হইত। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী পরিব্রাজক ও যুবকগণ-লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তও আজকাল মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এক্ষণে হিমালয়ের প্রধান প্রধান তীর্থগুলি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সাধু মহাপুরুষ যাত্রীদের নিকট একই উত্তরাখণ্ড সম্বন্ধে পৃথক পৃথক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কালের প্রভাবে একস্থানেই কত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে! আবার অবস্থাভেদে ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিমাণ ভেদে এক সময়ে দৃষ্ট একই স্থান বিভিন্ন পর্যটক দ্বারা বিভিন্ন আলোকে দৃষ্ট ও তদনুযায়ী বর্ণিত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমরা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট একই উত্তরাখণ্ড সম্বন্ধে নূতন কিছু শুনিবার আশা করিয়া থাকি। বহুপূর্বে যাঁহারা **"মনভঙ্গ ও চিৎভঙ্গের"** রাস্তায় ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিতেন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত আজকালকার কেদার-বদরী-যাত্রীদের বৃত্তান্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহাদিগকে যেরূপ বিষম পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ৺কেদার-বদরীতে পৌঁছিতে হইত, তাহা আজকালকার যাত্রীদের কল্পনাতীত। সে পথ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ও দুর্গম ছিল, তাহা ঐ নামেই প্রকাশ পাইতেছে। এমন কি, অল্পদিনের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺হরিদ্বারে রেল যাইবার পূর্বেও যাঁহারা তথায় গিয়াছেন তাঁহারা এখন আর হরিদ্বারের সে শোভা ও সৌন্দর্য দেখিতে পান না। এখন আর ৺বদরী-কেদার ও গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রীদের ত্রাসজনক নিত্যদোলায়মান পাহাড়ী ঝোলা নাই, সর্বত্রই পাকা সাঁকো ও রাস্তা হওয়ায় এক্ষণে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা পূর্বাপেক্ষা বিবিধ প্রকারে সুগম হইয়াছে। প্রতি বৎসর সেই জন্য বিভিন্নদেশীয় বিভিন্ন প্রকৃতির বহুলোক-সমাগম হওয়ায় স্থানমাহাত্ম্য ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্বে উত্তরাখণ্ডবাসী পাহাড়ীদের মধ্যে কেহ চোর ছিল না। এক্ষণে যাত্রিসমাগমশূন্য হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থ গ্রাম্যলোকের মধ্যেই কেবল সেইভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ী জনসাধারণ দিন দিন যতই নিম্নদেশীয় লোকের সংস্রবে আসিতেছে, তত ইহাদের স্বভাব-চরিত্রেরও পরিবর্তন হইতেছে। আমিও পূর্বে হৃষীকেশ ও উত্তরাখণ্ডের যে ভাব দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে শুনিতে পাই। কেবল তীর্থদর্শনোদ্দেশ্যে পাকা রাস্তায় গিয়া ৺বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়াই যাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁহারা আবার হিমালয়ের অনেক তথ্যই অবগত নহেন। তাঁহারা হিমালয়ের অন্তঃস্থিত অন্যান্য নিভৃত, বিজন, পরমপবিত্র ও রমণীয় তপোভূমি সকলের বিষয় কিছুই জানেন না। যাঁহারা ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করেন, তাঁহারাই কেবল ঐরূপ পবিত্র স্থান সমূহের মধ্যে কোন কোন স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন।

বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় তিব্বত। সুতরাং তিব্বত যাইতে পথে ক্রমাগত কয়েক বৎসর যাবৎ হিমালয়ের গড়োয়াল ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিব্বতের পথে হিমালয়ে

কুমায়ুন সম্বন্ধে আমি যতদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র এই প্রবন্ধের ভূমিকাস্বরূপে লিখিত হইবে।

হৃষীকেশ হইতে দেরাতুন যাত্রাকালে জনৈক সাধু আমাকে উত্তরাখণ্ড প্রবেশের পূর্বে পথে একজোড়া জুতা লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি তুই দিনেই হৃষীকেশ হইতে দেরাতুনে পৌছিলাম। সাধুর কথামত পথে একটি গ্রাম হইতে এক জোড়া জুতা কিনিয়া লইলাম। দেরাতুনে তুইদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরবর্তী রাজপুর গ্রামে পৌছিলাম। মসুরী পর্বতের নীচেই রাজপুর গ্রাম। রাজপুর পর্যন্ত আমার নিকট কয়েক আনা মাত্র পয়সা ছিল। আমি ঐখানেই তাহা ব্যয় করিয়া এককালীন রিক্তহস্ত হইলাম ও একাকী নিঃসম্বল হইয়া উত্তরা-খণ্ড ভ্রমণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। কোন সাধু বা গৃহস্থ যাত্রীর সহিত ভ্রমণ করিব না এবং ক্ষুধার সময় ভিন্ন ভবিষ্যতের জন্য কখনও কিছু সঞ্চয় করিব না, সঙ্কল্প করিলাম। একমাত্র ভগবান আমার সহায়, এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সমগ্র উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিবার মানসে রাজপুর হইতে মসুরী পর্বতে আরোহণ করিলাম। মসুরীতে পৌছিয়া দেখিলাম যে স্থানটি সাহেবদের বাঙ্গালায় পরিপূর্ণ। কেবল লণ্ডৌরের (মসুরীর বাজার-পাড়াকে লণ্ডৌর বলে) একটি শিবমন্দিরে অভ্যাগত সাধুসন্ন্যাসিগণ কষ্টে সৃষ্টে তুই এক রাত্রি বাস করিতে পারিতেন। দাক্ষিণাত্যের জনৈক লিঙ্গায়েৎ জঙ্গম সাধু এই মন্দিরের অধিকারী। এইখানে এক রাত্রি বাস করিতেও আমার বিশেষ কষ্ট বোধ হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এই মন্দির ছাড়িয়া আর কোথায় যাই? বাজারপাড়া ছাড়া যে দিকেই তাকাই কেবল লালমুখ। যাহা হউক, লণ্ডৌরের মন্দিরে পৌঁছিবামাত্র সেই জঙ্গম সাধুটি আমাকে বড়ই আদরের সহিত তাঁহার মন্দিরে আশ্রয় দিলেন। বস্ত্রের মধ্যে সেই সময়ে আমার গায়ে একটি কম্বলের আলখাল্লা ও একখানি লুইমাত্র ছিল। উত্তরাখণ্ড-ভ্রমণোপযোগী বস্ত্রের অপ্রাচুর্য দেখিয়া এবং আমার আর্থিক সম্বল কিছুই নাই শুনিয়া সেই সাধুটি আমাকে মসুরীর জনৈক ধনাঢ্য বণিকের নিকট লইয়া গিয়া একখানি কম্বল এবং একটি টাকা দেওয়াইতে চাহিলেন। মসুরী হইয়া যে সকল সাধু-মহাপুরুষ উত্তরাখণ্ড যাত্রা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ঐ বণিক মহাশয় একটি টাকা ও একখানি কম্বল দিতেন। আমাকেও তাহা দিবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "মসুরী হইতে টিহরী পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পথে তিন চার খানি মাত্র দোকান আছে, কোন গ্রাম নাই, এবং সেই দোকানীরা কাহাকেও ভিক্ষা দেয় না। এইজন্য আহারাভাবে পথে তোমার অতিশয় কষ্ট হইবে।" আমি উত্তরাখণ্ড ভ্রমণকালে এককালীন অর্থ স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শুনিয়া, তিনি অতিশয় ভাবিত হইয়া পথে যাহাতে আমার কোন বিপদ না হয় তজ্জন্য তাঁহার আন্তরিক শুভকামনা জানাইলেন। আমাকে নিতান্ত অল্পবয়স্ক দেখিয়া উক্ত জঙ্গম মহাপুরুষ আমার প্রতি অতিশয় স্নেহপরবশ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট কেবল পর্বত-ভ্রমণোপযোগী একগাছি দীর্ঘ যষ্টি লইয়াছিলাম।

যাহা হউক, আমি কিছুতেই বিচলিত না হইয়া, বরং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY BANARAS

অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই ভাবিয়া পরম উৎসাহের সহিত মস্থরী হইতে টিহরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মস্থরী হইতে দুই তিন ক্রোশ গিয়াছি, একটি দোকানী উপযাচক হইয়া আমাকে কিছু জলযোগ করাইয়া সৎকার করিল। আরও কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হইলে উত্তরদিকে হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত মূর্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। প্রকৃতির সেই অসামান্য রূপরাশি দেখিবামাত্র আমি বসিয়া পড়িলাম। অনিমেষনেত্রে সেই অপার-তুষাররাশিপূর্ণ ভূধরশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে আমার দেহ রোমাঞ্চিত ও মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে যাহা দেখিবার জন্য উপদেশ দিতেন, এই কি সেই পুণ্যদর্শন হিমালয়? "হিমালয়শৃঙ্গে মহাদেব অঙ্গে প্রকৃতি পার্বতী সতীর মিলন" কি এই? গিরিরাজকন্যা জগন্মাতা উমার কি এই পিত্রালয়? এই কি আমার চিরাভীপ্সিত স্থান হিমালয়!! বহুযোজন বিস্তৃত বিশাল হিমালয়পর্বতের দর্শনমাত্রে আমার হৃদয়ে যে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে তাহা আমি পূর্বে জানিতে পারি নাই। আমার প্রকৃতই মনে হইতে লাগিল যে আমি যেন মর্ত্যলোক ছাড়িয়া কোন এক স্বর্গরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেই অপার তুষাররাশির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ, গম্ভীর ও নিবিড় অরণ্যানীসমন্বিত পর্বত-মালার অপূর্ব শোভা সন্দর্শনে আমি ভগবানের অপার মহিমা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে বিহ্বল হইলাম, এবং বিচিত্র বিভবশালী যাবতীয় সৌন্দর্যের আকর গিরিরাজের পাদমূলে বার বার নমস্কার করিতে লাগিলাম। এইরূপে হিমালয়দর্শন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া প্রায় আট দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম। পথশ্রম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মসুরী হইতে পথে এ পর্যন্ত আমার সহিত দুই একটি মাত্র পার্বতীয় পথিকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদিগকে পথিপার্শ্বস্থিত অসংখ্য বৃক্ষে প্রস্ফুটিত সুন্দর রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ হইতে মধু আহরণ করিয়া খাইতে দেখিলাম। তাহারা কেবল মধু খাইয়া তৃপ্ত নহে, মধুভাণ্ড পুষ্পগুলি পর্যন্ত আহার করিতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে পাহাড়ীরা ইহাকে "বোরাস" বলে। হিমালয়ের উচ্চ শিখরপ্রদেশে এই জাতীয় পুষ্প বিস্তর জন্মে। এই পুষ্পবৃক্ষগুলি বেশ বড় এবং ইহার কাণ্ড ও শাখা প্রশাখাসকল প্রায়ই এক প্রকার শৈবালে (moss) ঢাকা থাকে। এক এক গুচ্ছে অনেকগুলি পুষ্প, বর্ণ ঠিক রক্ত জবার মত। মধ্যে বক ফুলের ন্যায় মধু থাকে। পাহাড়ী পথিকেরা একটু লঙ্কা ও লবণ মিশ্রিত করিয়া এই পুষ্পের অতি উপাদেয় চাট্‌নী প্রস্তুত করিয়া রুটির সহিত পরম তৃপ্তিসহকারে আহার করে। আমিও প্রথমে এইখানেই এই বোরাস ফুলের সহিত রুটি খাইয়াছিলাম। হিমালয়ভ্রমণের প্রথম দিনেই পরম উপাদেয় জ্ঞানে কাঁচা ফুল খাইয়া মনে করিলাম, এই রাজ্যের সকলই অদ্ভুত!

মসুরী হইতে প্রায় দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রকাণ্ড এক পর্বতের উপরে একখানি দোকান দেখিতে পাইলাম। সেইখানে পৌঁছিয়াই দেখিলাম যে একটি প্রৌঢ়া পার্বতীয় স্ত্রীলোক সেই দোকানের অনতিদূরে বসিয়া আছে। আমিও তাহার নিকটবর্তী একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া পড়িলাম। পর্বতভ্রমণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও হিমালয়ের সুশীতল বায়ুসেবনে তখন আমার জঠরানল প্রদীপ্ত। আমাকে দেখিয়াই স্ত্রীলোকটি আমার নিকটে আসিল এবং আমি কোথা হইতে আসিতেছি ও কোথায় যাইব, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহার পর আমার তখনও আহার হয় নাই শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ আমাকে তথায় বসিতে বলিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই কয়েকখানি রুটি তৈয়ারি করিয়া এবং একটু লবণ ও লঙ্কার সহিত বোরাস-ফুলের চাট্‌নী করিয়া আমাকে তাহা খাইতে দিল। আমি তাহার অতিথিসৎকার স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, এপথে কেহ কাহারও সৎকার করে না, তবে একি? আমি রুটি খাইতে লাগিলাম আর সেই স্ত্রীলোকটি আমার মা, বাপ আছেন কিনা, আমি এত অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছি কেন, ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল। আমিও যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করিয়া তাহার সন্তোষ বিধান করিতেছি, ইত্যবসরে সে দূর হইতে তাহার স্বামীকে মাথায় একবোঝা কাষ্ঠ লইয়া সেইদিকে আসিতে দেখিল। তাহাকে দেখিয়াই সে অতিশয় শঙ্কিতচিত্তে আমাকে বলিতে লাগিল, "দেখ, আমার স্বামী অতিশয় নিষ্ঠুর ও কৃপণস্বভাবের লোক। কোন সাধু সন্ন্যাসী বা ক্ষুধাতুর পথিককে সে কখনও একমুষ্ঠি ভিক্ষা দেয় না। সেইজন্য আমার স্বামী দোকানে থাকিতে আমি কাহাকেও কিছু দিতে পারি না। আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, যদি আমার স্বামী আসিয়া তোমাকে রুটি কে দিলে জিজ্ঞাসা করে, প্রকৃত কথা প্রকাশ না করিয়া বলিবে যে ময়দা তুমি কিনিয়াছ, আমি কেবল রুটি কয়েকখানি তৈয়ার করিয়া দিয়াছি মাত্র। আমার স্বামী যদি আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে খাওয়াইতেছি জানিতে পারে, তাহা হইলে সে আমার বড় অপমান করিবে।" এই কথা বলিয়াই সে তাহার স্বামী আসিয়া পৌছিতে না পৌছিতে চলিয়া গেল। আমি তাহার সেই কথা শুনিয়া খুব তাড়াতাড়ি রুটি কয়খানি গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, কি জানি, যদি তাহার স্বামী আসিয়া আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি একটু গোলে পড়িব। কারণ একদিকে সত্যকথা বলিলে আমার জীবনদায়িনী মাতৃস্থানীয়া দয়াময়ী স্ত্রীলোকটির অপমান, এবং অন্যদিকে মিথ্যাকথন। সুতরাং সেই দোকানী আসিয়া যাহাতে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না পারে, আমি সেই সুযোগ দেখিতে লাগিলাম। দোকানী ভারাবনত-মস্তকে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার গৃহিণীকে দেখিতে পাইল। সুতরাং তাহার বাহিরে আসিবার আর কোনও প্রয়োজন হইল না। আমার প্রতি সে লক্ষ্যই করে নাই। ইত্যবসরে আমিও আপন কার্য শেষ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটির অকপট স্নেহ ও উদারতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

এইরূপে টিহরী পর্যন্ত আমি কোথাও আহারাভাবে কষ্ট পাই নাই। মসুরী হইতে তিন দিনে টিহরীতে পৌছিলাম। টিহরী দেশীয় গড়োয়ালের (Native Garhwal) রাজধানী। দেশীয় রাজার রাজ্য বলিয়া গড়োয়াল জেলার পশ্চিমাংশকে "দেশীয় গড়োয়াল" এবং ইংরাজ গভর্নমেণ্টের শাসনাধীন বলিয়া পূর্বাংশকে "ব্রিটিশ গড়োয়াল" বলে। টিহরীর রাজা ক্ষত্রিয়। রাজা কীর্তি-সহায় তখন নাবালক ছিলেন। আমি টিহরীতে পৌছিয়া এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY No. .... 22/248 Shri Shri Anandamayee Ashram BANARAS

অভাবনীয় কারণে কিছুদিনের জন্য আটক হইয়া পড়িলাম। দেরাদুনের পথে আমি যে জুতা জোড়াটি আনিয়াছিলাম তাহা পায়ে দিয়া দুই তিন দিন ভ্রমণ করিয়াই আমার দুই পায়ে ফোস্কা পড়িয়া উহা ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। টিহরীতে, রাজার দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ লাগাইয়া আরোগ্য লাভ করিতে আমার প্রায় আট দশ দিন লাগিল। পূর্বে টিহরীর রাজারাই সমুদয় গড়োয়াল রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। ইদানীন্তন ব্রিটিশ গড়োয়ালের শ্রীনগরই ইঁহাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। শ্রীনগরের ভগ্নাবশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রস্তরময় রাজপ্রাসাদ সেদিন পর্যন্ত ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। ব্রিটিশ আক্রমণের পর হইতে ভাগীরথী তীরে এই টিহরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় গড়োয়ালে টিহরীর তুল্য সমৃদ্ধিশালী নগর আর নাই। এখানে টিহরীর রাজাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি দেব-মন্দির আছে, এবং এইখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বাস। দেশীয় গড়োয়ালের জনসাধারণ তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি টিহরীর বাজারে ক্রয় করে।

টিহরী হইতে যাত্রা করিবার সময় জনৈক রাজবংশীয় ভদ্রলোক যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথে বড় জোঁকের ভয় বলিয়া অতিশয় পীড়াপীড়ি করিয়া পুনরায় আমাকে এক জোড়া জুতা গছাইয়া দিলেন। একবার জুতা পায়ে দিয়া আমি যে শাস্তি পাইয়াছিলাম তাহা দেখিয়া তিনি এবার জুতা জোড়াটা তেলে ও হলুদে ভিজাইয়া কিছু নরম করিয়া দিলেন। পূর্বের ন্যায় এ যাত্রায়ও আমি তাহা ব্যবহার করিতে পারিলাম না। উত্তরাখণ্ড-যাত্রা শেষ করিয়া তিব্বত পর্যন্ত (প্রথম বৎসর) আমি আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জুতা স্পর্শ করি নাই। হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে শীতকালে যেমন পাদত্রাণ ভিন্ন পা বাঁচান দায়, তেমনি নিবিড় শুষ্ক পত্রাচ্ছাদিত সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথে জুতা পায়ে দিয়া চলাও বিষম দায়। শীতকালে খালি পায়ে চলিলে বড় জোর পা দুখানিই পুড়িয়া যাইবে; কিন্তু নিবিড়-অরণ্যময় গিরিসঙ্কটে জুতাপায় শুষ্ক পত্রে পা পিছলাইয়া গেলে আর তাহাকে দেখিতে হইবে না। আমি দুইবার এইরূপে ভয়ানক গিরিসঙ্কট হইতে পড়িয়া যাইতে যাইতে রক্ষা পাইয়াছি। সে সকল স্থানে খালিপায়ে আঙ্গুল টিপিয়া টিপিয়া যাওয়াই নিরাপদ।

টিহরী হইতে ৺গঙ্গোত্রীর পাকা রাস্তায় প্রায় আঠার ক্রোশ গিয়া আমি ধরাসু নামক একখানি ক্ষুদ্র 'ঘরবাড়ী কন্‌ফোড়' যোগীর গ্রামে পৌছিলাম। এই গ্রাম হইতে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া যমুনোত্রীর একটি পগ্‌ডণ্ডী পথ আছে। অপরিচিতের পক্ষে সেই পথে একা ভ্রমণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। একেই ভীষণ হিংস্র জন্তু সমাকুল বিজন অরণ্য, তাহাতে দুই দিনের পথে জনমানবের সহিত দেখা নাই। কেবল বন, কোথাও পথভ্রম হইলে তাহা দেখাইয়া দিবারও কেহ নাই। এরূপ পথে একাকী আমি কিরূপে যাইব ভাবিতে ভাবিতে ধরাসুতে পৌছিবামাত্র দেখিলাম যে প্রায় দশবার জন যমুনোত্রী অঞ্চলের পাহাড়ী মাথায় বিঁড়ের মত টুপি দেওয়া—সেইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। ঠিক মধ্যাহ্নের সময়ে আমি সেইখানে পৌছিয়াছিলাম। তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাহারা যমুনোত্রী অঞ্চলের জামদগ্ন্যজী মকাম গ্রামের অধিবাসী, দেরাদুন হইতে হাট বাজার করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

এই পরিচয় পাইয়া আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কোথায় আমি ভাবিতেছিলাম যে একটি সহযাত্রী পথ প্রদর্শকের অভাবে বুঝি বা আমার যমুনোত্রী দর্শন ঘটিল না। কিন্তু ধন্য ভগবান! তিনি সহায় থাকিলে কিছুরই অভাব থাকে না। তাঁহার ইচ্ছায় আমি এই ভীষণ অরণ্যে একেবারে বহুজন পরিবেষ্টিত হইলাম। আমি যমুনোত্রী যাইব শুনিয়া সেই পাহাড়ীরাও বিশেষ আনন্দিত হইল।

যমুনোত্রী অঞ্চলের পাহাড়ীদের পরিচ্ছদাদি অনেকটা রামপুর বেসহরীদের মত। মাথায় সেই বিঁড়ের মত কম্বলের টুপি, জালের মত জুতা ও পট্টুর লম্বা চাপকান।* গড়োয়ালের পূর্বাঞ্চল-বাসীদের পরিচ্ছদাদির বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ধরাসু হইতে জামদগ্ন্যজীর মকাম প্রায় দুই দিনের পথ। ইহার মধ্যে কোথাও গ্রাম বা জনমানবের চিহ্ন নাই। কেবল পথিকেরা যে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রাত্রিবাস করে, তাহারই নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। পথে আমরা যেখানে এক রাত্রি বাস করিলাম, সেইখানে বিস্তর প্রকাণ্ড চিড় গাছের গুঁড়ি পড়িয়া ছিল। হিমালয়ের নিম্ন এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশ এই চিড়-জাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ইহা (Pinus Longefolia) দেখিতে অনেকটা ঝাউ গাছের মত। পাহাড়ীরা প্রকাণ্ড চারিটা চিড় গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি রাখিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া ভীষণ

* সিমলা পাহাড়ের উত্তরাংশকে রামপুর বেসহর বলে। বেসহর দিয়াও একটি তিব্বতীয় পাশ আছে। বেসহরীরা সেই পথে তিব্বতের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করে। উহারা বৌদ্ধ এবং তিব্বতীয় ভাষায় কথাবার্তা কহে। এখানে রাজা পাহাড়ী। রামপুর বেসহর ও যমুনোত্রীর এই অংশ গড়োয়ালের পশ্চিমসীমা বলিয়া উভয় স্থানের পোষাকই প্রায় একরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিল, এবং তাহার দুই পার্শ্বে সকলে সারি সারি বসিয়া রুটি সেঁকিতে লাগিল। মড়ুয়া বা কোদোর (কোদ্রব) দুই দুই খানি রুটি খাইয়া পাহাড়ীরা গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া সেই প্রদীপ্ত আলোকে জুঁয়া মারিতে লাগিল। জুঁয়া (Louse) এক প্রকার উকুন জাতীয় কীট, শীত প্রধান দেশে গাত্র-বস্ত্রে থাকিয়া দেহের রক্ত শোষণ করে।

মশা, ছারপোকা অপেক্ষাও জুঁয়া অধিকতর কষ্টদায়ক। তাহারা পরিধেয় বস্ত্রাদির সহিত থাকিয়া সদা সর্বদা দেহের সহিত লাগিয়া থাকে ও রক্ত পান করে। একটু অবকাশ পাইলেই পাহাড়ীরা জুঁয়া মারিতে আরম্ভ করে। আমাদের সেই জ্বলন্ত প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের নিকট কোন হিংস্রক জন্তুরই অগ্রসর হইবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তমনে রাত্রি যাপন করিলাম। আমরা তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় যমুনার তীরবর্তী জমদগ্ন্যজীর মকামে পৌঁছিলাম। এই গ্রামটিতে একটি প্রাচীন মন্দিরে কতকগুলি প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি আছে। আমি এই গ্রামে দুই রাত্রিবাস করিয়া তৃতীয় দিবসে যমুনোত্রী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

যমুনার তীরে তীরে পথ। সেই গ্রাম হইতে যাত্রা করিবার পরদিন পথে আমার সহিত একজন দশনামী নাগা-সন্ন্যাসী ও একজন বৈষ্ণব সাধুর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা জম্বু হইতে বরাবর পার্বত্য পথে ৺বদরীনারায়ণ যাত্রার মানসে তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারাও যমুনোত্রী যাইতেছিলেন ; সুতরাং আমরা তিন জন সহযাত্রী হইলাম। আমরা তিন জন একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পর বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। স্বতঃপ্রাপ্ত সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাকী যমুনোত্রী যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া যমুনোত্রী পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত থাকিতে হইল।

যমুনোত্রী গড়োয়ালের রমৌলি পরগণায়। এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে অতিথি সৎকার স্পৃহা আদৌ নাই বলিলেই হয়। আমরা প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিতাম। আহারাদির পর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামে গিয়া রাত্রিবাস করিতাম। যমুনার তীরে তীরে পথ ; এই পথে চলিতে চলিতে আমরা কখনও প্রকাণ্ড উচ্চ পর্বতোপরি আরোহণ করিতেছি এবং পুনরায় পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া যমুনার তীরবর্ত্তী হইতেছি। এইরূপে পথে যে কত চড়াই উৎরাই করিতে হয়, তাহার সংখ্যা নাই। এই পথে পাহাড়ীরা সদাসর্বদা যাতায়াত করে। যমুনোত্রীর যাত্রীদের গমনাগমনের জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই। যমুনাতীরে পথের ধারে ধারে লঙ্গুবা (এক জাতীয় ফার্ণ) ও ফাপ্‌রা নামক বিস্তর শাক জন্মে। আমরা পথে চলিতে চলিতে প্রচুর পরিমাণে সেই শাক তুলিলাম। মধ্যাহ্নকালে কোন গ্রামে পৌছিয়া আমাদের সহযাত্রী বৈষ্ণব সাধুটি যৎসামান্য ভিক্ষালব্ধ ঝঙ্গোরা ও শ্যামাকের (এক প্রকার তৃণ-ধান্য বা মুনিধান্য) সহিত তাঁহার লোটায় (ঘটীতে) এই শাক সিদ্ধ করিতেন। পথ শ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর অবস্থায় আমরা পরম উপাদেয় জ্ঞানে এক এক তাল সেই শাকসিদ্ধ খাইয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতাম। এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এক একখানি ধর্মশালা আছে। সেই ধর্মশালাতে গিয়া আমরা রাত্রি যাপন করিতাম।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে পারি না, যমুনোত্রীর পথে আমাদের মত ভাগ্য সকলের ঘটিয়াছে কিনা। পাহাড়ীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আমরা একদিনও কোন গ্রাম হইতে তিন জনের উপযুক্ত ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ অঞ্চলের লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া জোর করিয়া ভিক্ষা না করিলে পথশ্রান্ত সাধু সন্ন্যাসী বা পথিকগণ যদি অষ্টপ্রহর অনাহারে ধর্মশালায় বসিয়া থাকেন, অযাচিতভাবে কেহই ভিক্ষা দিয়া তাঁহাদের সৎকার করিবে না। দ্বারে দ্বারে গিয়া 'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে হইবে, নচেৎ অনাহারে বসিয়া থাক, কেহই তোমার খোঁজ লইবে না। গড়োয়ালবাসী মাত্রেরই এই স্বভাব। তবে গাড়োয়ালের পূর্বাংশে দশৌলী পরগণায় ৺বদরীনারায়ণ অঞ্চলের পাহাড়ীরা অপেক্ষাকৃত অতিথিসৎকারপরায়ণ। গড়োয়ালবাসীরা যে সহজে অতিথি সৎকার করিতে জানে না তাহা একটি কথায় চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই কথাটি এই—"গড়োয়ালসরীখা দাতা নহী, লট্টা বগর দেতা নহী।" অর্থাৎ জোরজার করিয়া লইতে পারিলে গড়োয়ালবাসীদের তুল্য দাতা নাই।

ইহার বহুকাল পরে একবার ভ্রমণকালে এই গড়োয়ালে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে উক্ত প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। স্বতঃই সেইদিনকার ঘটনা আমার স্মৃতি-পথে উদিত হইতেছে। আমরা একবার টিহরী হইতে শ্রীনগরের পথে একখানি গ্রামে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়া মিষ্টকথায় সামান্য দুইখানি কাষ্ঠ ও একটু অগ্নি চাহিয়া পাই নাই। সে যাত্রায় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ও সারদানন্দ প্রমুখ আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

চারিজন সন্ন্যাসী ছিলাম। প্রথমতঃ আমরা একটু অগ্নির জন্য প্রত্যেক গ্রামবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কেহই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহার পর ভাগ্যক্রমে উক্ত প্রবাদবাক্যটি আমাদের মনে পড়িয়া গেল। আমরা সেই গ্রামের মধ্যস্থিত চত্বরে বসিয়া যেমন কয়েকবার "আগ লাও, লকড়ী লাও" বলিয়া চীৎকার করিয়াছি অমনি দেখি যে সুড় সুড় করিয়া কেহ অগ্নি, কেহ কাষ্ঠ, কেহ শাক রুটি ও দুগ্ধ প্রভৃতি লইয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে! তাহার পর আর আমাদিগের কোন অভাব সম্বন্ধেই আর তাহাদিগকে কিছু বলিতে হইল না। সম্মুখে ধুনী (অগ্নিকুণ্ড) জ্বালিয়া সকলে অবাক হইয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। যেন তাহারা আর সে লোক নয়। দুই চারিবার চীৎকার করাতেই তাহাদের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল তাহাতে বোধ হইল যে একটু ভয় দেখাইলে তাহারা আপন আপন ঘর ছাড়িয়া পলাইতে উদ্যত হয়।

কারণ কি বলিতে পারি না, যমুনোত্রী অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে যেমন প্রায় সকলেরই গলায় গলগণ্ড হইতে দেখিলাম, এমন আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই। এই অঞ্চলের এক প্রকার ভয়ঙ্কর মাছির কথাও উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিচ এই জাতীয় মক্ষিকা হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই আছে, কিন্তু আমি যমুনোত্রী-পথেই ইহার দংশনসুখ ও বিষের প্রভাব বিশেষ-ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।

মাছিগুলি দেখিতে অতিশয় ক্ষুদ্র, নীলবর্ণের মশকের মত, কিন্তু মশকের ন্যায় লম্বা শুঁড় ও পদ-বিশিষ্ট নহে। ইহারা শরীরের যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানে দংশন করে সেইখানে এক বিন্দু রক্ত বাহির হয়, এবং দংশন করিবামাত্র শরীরে সূক্ষ্ম একটি কাঁটা ফুটাইয়া দিবার মত বেদনা অনুভব হয়। তাহার পর সেই স্থান চুলকাইতে থাকে। চুলকাইতে চুলকাইতে সেই সূক্ষ্ম রক্তবিন্দু এক অহোরাত্রেই একটি বিস্ফোটকে পরিণত হয়। টীকা দিবার সময় যেমন তাহার বিষের প্রভাব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, ইহাও ঠিক সেইরূপ। আমাকে পূর্বে এ সম্বন্ধে কেহই সাবধান করে নাই। সুতরাং আমি প্রথম দিন আমার পায়ের যে যে স্থানে এই মাছি দংশন করিয়াছিল, মনের সাধে চুলকাইয়াছি। তাহার পর দিনই দেখিলাম যে মক্ষিকাদষ্ট স্থান বিষম বেদনাযুক্ত এক একখানি ঘায়ে পরিণত হইয়াছে। এত শীঘ্র আমার পায়ে এরূপ ঘা হইবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায় আমার সহযাত্রিগণ আমাকে বলিলেন যে পাহাড়ী বিষাক্ত (জহরীলা) মক্ষিকার দংশনে আমার পায়ে এরূপ ঘা হইয়াছে। তাঁহারা আমাকে দষ্টস্থান চুলকাইতে নিষেধ করিলেন, অথবা একখণ্ড শুষ্ক গোময়ের দ্বারা চুলকাইতে বলিলেন। এই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য কীটের কি ভীষণ বিষ! একবার ইসারায় ছুঁইয়া মনুষ্য শরীরে কি ভয়ঙ্কর বিষই ঢালিয়া দেয়! ইহার দংশনে আমাদের জনৈক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাকে একবার কিছুদিন হাঁসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক এক্ষণে গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যাউক। এইরূপে দুই তিন দিন পরে বুঝিতে পারিলাম যে যমুনোত্রীর পথে যদি আমার কোন সঙ্গী না জুটিত, তাহা হইলে বোধ করি আমার ভাগ্যে সেই শাক সিদ্ধও জুটিত কিনা সন্দেহ। পাত্রের মধ্যে আমার কেবল একটি দরিয়াই নারিকেলের কমণ্ডলু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. .... Shri Shri ... Ashram BANARAS

ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গী দুই জনের প্রত্যেকের দুই দুইটি ঝুলি ছিল। তাঁহাদের সেই বিচিত্র ঝুলি চারিটিতে ছিল না এমন পদার্থই নাই। মুদী ও কাঁসারীর দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া মণিহারী পর্যন্ত সকলই সেই ঝুলি কয়েকটিতে বিদ্যমান। আটা, ডাল, লবণ, লঙ্কা, ঘটী, বাটী, তাওয়া, হাতা, খুন্তী প্রভৃতি এবং এমন খুঁটিনাটি কত দ্রব্যই যে তাহাতে ছিল তাহা বলা যায় না। তাহাদের নিকটে যে কিছু পয়সা-কড়ি ছিল, তাহাও পরে জানিতে পারিলাম।

আমি ইহা একবারও ভাবি নাই যে যমুনোত্রীর পথে আমার কোথাও অর্থের আবশ্যক হইবে। ৺কেদার, বদরীনারায়ণ ও গঙ্গোত্রী যেমন প্রতি বৎসর নানাদেশীয় যাত্রী সমাগমে পূর্ণ হয়, যমুনোত্রী সেরূপ হয় না। যমুনোত্রীতে নিত্যপূজারও কোন ব্যবস্থা নাই, এবং পথও অতিশয় দুর্গম। আমরা তিন জন ভিন্ন সে সময়ে আর কোন যাত্রী ছিল না। যমুনোত্রীর শেষ প্রান্তস্থ গ্রামে পৌঁছিয়া শুনিলাম যে সেই গ্রামে যমুনোত্রীর পাণ্ডারা বাস করে। ঐ পাণ্ডারা যাত্রীদের সঙ্গে না গেলে বিদেশীয়ের পক্ষে পথ চিনিয়া যমুনোত্রী পৌঁছান অসম্ভব। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলকে কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়া সেই গ্রাম হইতে (বোধ হয় সেই গ্রামের নাম খরশালী) দুই একজন পাণ্ডাকে পথপ্রদর্শক স্বরূপে লইতে হয়। পাণ্ডারা নিতান্ত দরিদ্র। তাহারা কিছু দক্ষিণা না পাইলে কিছুতেই কোন যাত্রীর সঙ্গে যাইতে সম্মত হয় না। মসূরীর নীচে রাজপুর গ্রাম হইতেই তো আমি রিক্তহস্ত হইয়াছিলাম। অতএব যদি আমি একাকী এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ দয়া করিয়া আমাকে যমুনোত্রী লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইত কি না সন্দেহ। আমার সহযাত্রীদ্বয় কয়েক আনা পয়সা বাহির করিয়া দিবা মাত্র তুই জন পাণ্ডা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া যমুনোত্রী লইয়া চলিল।

অস্তাচল-চূড়াবলম্বি-রবিকিরণে চিরনীহারাবৃত হিমালয় যে হেমোজ্জল রূপ ধারণ করে, তাহা আমি এই পথেই প্রথম দর্শন করিলাম। চিরশুভ্রতুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের সেই তপ্তকাঞ্চননিভ গৌরাঙ্গ মূর্তি দর্শন করিয়া আমি সবিস্ময়ে একান্ত বিমোহিতচিত্তে কেবল ভাবিতে লাগিলাম, এই "চাম্পেয় গৌরার্ধ" মূর্তি কাহার? সূর্যাস্ত কালে হিমগিরি প্রকৃতই হেমগিরিরূপে প্রতীয়মান হইল। সেই অপরূপ দৃশ্যের তুলনা নাই! সেই অপার সৌন্দর্যরাশির বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। গিরিরাজ হিমালয়ের একাঙ্গ রজতময়, কর্পূরের ন্যায় অতি শুভ্র এবং অপরাঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় অতি উজ্জল! একাধারে তুই বিভিন্ন মূর্তি দর্শন করিয়া ভাবিলাম, একি হরগৌরীর মিলন! "চাম্পেয়গৌরার্ধ-শরীরকায়ৈ কর্পূর-গৌরার্ধ-শরীরকায়"—একাধারে হরগৌরীর এই অপূর্ব সম্মিলন এক হিমালয়েই প্রত্যক্ষ করিলাম। সেই বিরাট দিব্যমূর্তি দর্শন করিয়া ভাবিলাম যে উমাগত প্রাণ হিমালয় বুঝি বা অর্ধনারীশ্বর হরগৌরীর দিব্যমূর্তি অহঃরহঃ ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় ও তদাকারপ্রাপ্ত হইয়া জামাতৃসহ স্বীয় অলোকসামান্যা তুহিতার বিরহ-তুঃখ চিরদিনের মত বিস্মৃত হইয়াছেন!

জগন্মাতা গৌরীর নয়নাভিরাম,রূপরাশি ও মনোমোহন দর্শন এবং পার্বতী-হৃদয়বল্লভ, ভূতভাবন ভোলানাথের প্রলয়কালীন,ভীষণ রুদ্র-মূর্তি একত্র এক হিমালয়েই প্রত্যক্ষ করিলাম! নরনারায়ণ সেবিত, মহর্ষিগণ-বন্দিত, পুণ্যসলিলা অলকানন্দা-বিধৌত বিশ্ববিমোহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদরিকাশ্রম; জীবন্মুক্ত ঋষি, মুনি ও সিদ্ধচারণগণ-নিষেবিত সুরম্য গিরি-গহ্বর; দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নরগণের প্রিয় নিকেতন; বিচিত্রবর্ণ ও গন্ধ-বিশিষ্ট বিবিধ-ফল-পুষ্প-ভারাবনত বৃক্ষৌষধি ও জীবনদায়িনী বিবিধ সোমবল্লী প্রভৃতিতে পূর্ণ বনস্পতি; নানা জাতীয় সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট অসংখ্য বিহগ কুল-কণ্ঠ-বিনিসৃত মধুর কলরবে নিনাদিত, কস্তরী প্রভৃতি পরম রমণীয় মৃগকুলে সুশোভিত, বিস্তীর্ণ তপোবন; অসংখ্য নদ, নদী হ্রদ, সরোবর, প্রস্রবণ; স্বভাবচ্যুত বনকুসুমামোদিতা বিমলা নির্ঝরিণী; নন্দনকানন-সদৃশ বিবিধ লতাবিতানে সমাচ্ছাদিত উপত্যকা; এই সকল দর্শন করিয়া বোধহয় যেন যাবতীয় সুখ, ঐশ্বর্যও সৌন্দর্যের আকর হিমালয় অতুল রূপ ও ঐশ্বর্য-শালিনী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় অনন্ত জীবনিবহের আশ্রয়দাত্রী সর্বমঙ্গলা গৌরীরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে চিরশান্তি বিতরণ করিতেছেন! আবার অতিভীষণ, প্রাণিমাত্রেরই অগম্য, মহাশ্মশান সদৃশ, অত্যুচ্চ চিরতুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ; অসংখ্য হিংস্রজন্তুসমাকুল সদ্যোজীবনান্তকর বিষবল্লীপূর্ণ নিবিড় অরণ্যানী; পাষাণভেদী, প্রচণ্ডবেগশালী, ভীষণগর্জনকারী, মহাত্রাসজনক অসংখ্য জল-প্রপাত; ঘোর-আবর্তময় বিপুল জলরাশি; অগণ্য দুর্গম গিরি-সঙ্কট; এবং বিভীষিকাময় নরকঙ্কালপূর্ণ বিজন গিরিকন্দর সমূহ দেখিলে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ রুদ্র প্রলয়কালীন তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া অসংখ্য স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপে জীব জগতের ত্রাসোৎপাদন করিতেছেন!

হিমালয় দর্শন করিয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রকেই বলিতে হইবে যে, মূর্তিমান হরগৌরী এই বিরাট দেহ ধারণ করিয়া দর্শকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়, ভয় ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ করিতেছেন! এরূপ বিচিত্র ভাবের একত্র সমাবেশ হিমালয় ভিন্ন আর কোথাও দেখি নাই। হিমালয় যেমন মনোরম, তেমনি ভীষণ! এমন পরস্পর-বিরোধী ভাবসমষ্টির একত্র সমাবেশ হরগৌরীর হিমালয়-রূপ বিরাট দেহেই দৃষ্ট হয়!

"সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ, সদা শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥"

শুভাশুভভাবসমন্বিত হর-পার্বতীর এই অভেদাত্মক অপূর্ব মূর্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম।

আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আশা করি, পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা কখনও হিমালয় দেখেন নাই, তাঁহারা জীবনে অন্ততঃ একবারও উহা দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। এক্ষণে আসুন কল্পনাসহায়ে আমার সহিত সেই যমুনোত্রীর পূর্ববর্তী গ্রামে।

উক্ত গ্রাম হইতে যমুনোত্রীর পথ অধিকতর দুর্গম। পথিমধ্যে ভৈরবঘাটী নামক একটী স্থান আছে। তথা হইতে কিয়দ্দূর গিয়াই আমরা ভূর্জপত্রবৃক্ষের শাখাবলম্বনে অতিকষ্টে যমুনোত্রীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানটি অপ্রশস্ত, অত্যুচ্চ, বিশাল, তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে পরিবেষ্টিত। যমুনা সেই গিরিশৃঙ্গ হইতে মহান ঝর্ ঝর্ রবে নিপতিত হইয়া প্রবাহরূপে উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে যেন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা পূর্ণ করিবার মানসে অতি ব্যগ্রতার সহিত সোৎসাহে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিতা হইয়াছেন। যমুনোত্রীতে একটি বৃহদায়তনের মন্দিরে শ্রীযমুনার রৌপ্য ও পাষাণময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। যমুনোত্রীর উষ্ণপ্রস্রবণ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উষ্ণ গহ্বর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমালয়ের অনেক স্থানেই আমি অবগাহনোপযোগী গন্ধকমিশ্রিত তপ্তকুণ্ড দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ উষ্ণ প্রস্রবণ আর দেখি নাই। শুনিয়াছি যে কাঙ্গড়ার উপরে মণিকরণে এইরূপ একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

যমুনোত্রীর তপ্ত কুণ্ডে আমরা ডাল, ভাত, রুটি সিদ্ধ করিয়া খাইলাম। পাহাড়ী পাণ্ডারা সেই দিনই আমাদিগকে তথায় রাখিয়া চলিয়া গেল। আমরা তিনজনে একরাত্রি তথায় সেই উষ্ণগহ্বরটিতে বাস করিলাম। গহ্বরটি বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল। তাহার পরদিন আমরা যমুনোত্রী হইতে সেই পাণ্ডাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ কালে এইরূপে আমি প্রায় ছয় সাত দিবস যাবৎ উক্ত দুইজন সাধুর সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তাহার পর যমুনোত্রী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহারা উপরিকোটের পথে ৺গঙ্গোত্রী যাত্রা করিলেন, আর আমি পুনরায় জামদগ্ন্যজীর মকাম হইয়া ৺গঙ্গোত্রীর পথে ভাগীরথীতীরবর্তী উত্তরকাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জামদগ্ন্যজীর মকাম হইতে উত্তরকাশী দুইদিনে পৌঁছিয়াছিলাম। পথে ভয়ঙ্কর ভল্লুকের উপদ্রব ; এমন কি, পাহাড়ীরাও একাকী সেইপথে ভ্রমণ করিতে সাহসী হয় না। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গ্রাম দেখিতে পাইলাম। সেই গ্রামের লোক চোর ডাকাতের ভয় কাহাকে বলে আদৌ জানে না। সুতরাং তালা চাবির ব্যবহারও সেখানে নাই। দুই দিবস যাবৎ আমাকে নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে আমি পথে কোন হিংস্রজন্তুর সম্মুখে পতিত হই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিব্বতের পথে হিমালয়ে

বালককালে "কথামালায়" দুই পথিক ও ভল্লুকের গল্পে যাহা পড়িয়াছিলাম তাহা যে একান্ত অমূলক নহে, তাহা আমি পাহাড়ীদের কথায় বুঝিতে পারিলাম। নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ভল্লুকের সম্মুখে পড়িলে, পাহাড়ীরা বলে, চোখে কাপড় বাঁধিয়া নিস্পন্দ হইয়া মড়ার মত কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে আর কোন ভয় নাই। ভল্লুকের স্বভাব প্রথম আক্রমণেই থাবা মারিয়া মুখ চোখ ছিঁড়িয়া ফেলে। সেইজন্য সাবধান হইয়া মুখখানি বাঁচাইতে পারিলে আর তাহার দ্বারা বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যাহা হউক, ভল্লুকের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার উপায় আমি এইরূপে জানিয়া রাখিলাম। জামদগ্ন্যজীর মকাম হইতে একজন পাহাড়ী পথপ্রদর্শক আমার সহিত একদিনের পথ পর্যন্ত আসিয়াছিল।

উত্তরকাশীকে পাহাড়ীরা "বরহাট" বলে। এইখানে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন এবং কাশীধামের ৺বিশ্বনাথ ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত আছে। অতুল সমৃদ্ধিশালী বারাণসী ক্ষেত্রই যেন এই বিজন পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া তপস্যায় মগ্ন হইয়া আছেন। উত্তরকাশী হইতে কিছুদূর গিয়া আমার সহিত একটি খাম্বা জাতীয় তিব্বতীয় ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া চা পান করিতে দেখিলাম। তাহাকে তিব্বতে যাইবার সুগম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে আমাকে যোষী মঠ হইতে নীতি-ঘাট বা পাস (pass) দিয়া তিব্বতে গেলে কৈলাস ও মানস-সরোবর খুব নিকট হইবে বলিল। গঙ্গোত্রী হইতেও তিব্বতে যাইবার একটি পথ আছে। তাহাকে নিলিং ঘাট বা পাস বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে আমাকে এই পথে তিব্বত যাইতে নিষেধ করিয়া ৺বদরী-নারায়ণ দর্শন করিয়া নীতির পথে যাইতে পরামর্শ দিল। উত্তর-কাশী হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম দিনেই আমি প্রায় আঠার উনিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ভটোয়ারী নামক একটি গ্রামে পৌছিলাম। পথিমধ্যে কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় যাত্রীদের নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলাম। কেবল মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়াছিলাম, তাহার পর সমস্ত দিনই চলিয়াছি।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ভটোয়ারী গ্রামের প্রায় এক মাইল নীচে পৌছিয়া দেখিলাম যে জনৈক সন্ন্যাসী গৈরিক বসনে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পথিমধ্যে পড়িয়া আছেন। সেই সময়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও হইতেছিল। নিকটে গ্রাম থাকিতে সেই বিজন পথে পড়িয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সেই সন্ন্যাসীর মুখে শুনিলাম যে তিনি পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া তাঁহার বোঁচকা বুঁচকী লইয়া চলিতে অক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া তথায় সেই অবস্থায় পড়িয়া আছেন। আমি তাঁহাকে সেই ভীষণ লোকালয়শূন্য স্থানে দেখিয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে তথা হইতে ভটোয়ারী গ্রামে লইয়া যাই? তাঁহার বোঁচকাটি প্রায় একটি মানুষের বোঝা। আর কেহ যদি বোঁচকাটি লয় তবে আমি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারি। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ঈশ্বরেচ্ছায় সেই স্থানে একজন ব্রহ্মচারী যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভটোয়ারী অভিমুখে অতি দ্রুতপদে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সন্ন্যাসীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুরবস্থার কথা বলিলে তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার বোঁচকাটি লইয়া অগ্রেই ভটোয়ারী অভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাহার পর আমি ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীকে তুলিয়া খাড়া করিলাম।

যখন তিনি খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখি যে সেই দীর্ঘকায় পুরুষ উচ্চে যেন আমার দ্বিগুণ! আমার লম্বা লাঠীগাছটি তাঁহাকে দিয়া আমি তাঁহার কোমর ধরিয়া অল্প দূর যাইতে না যাইতেই তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। আর একটু হইলে আমরা দুই জনেই সেই উচ্চ পার্বত্য পথ হইতে গভীর পর্বত-গর্ভে নিপতিত হইয়া সদ্যই ৺গঙ্গালাভ করিতাম। সেই স্থানটি গঙ্গাগর্ভ হইতে খাড়া উচ্চে আন্দাজ ৪৫০০ হাত হইবে। সন্ন্যাসী মহাশয় তো কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে আর এক পাও চলিতে অক্ষম। তাঁহাকে পিঠে করিয়া লইয়া না গেলে তাঁহার আর গ্রামে যাওয়া হয় না। সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ ভটোয়ারীতে গিয়া সেই গ্রামের অধিবাসীমাত্রকেই সেই বিপন্ন সাধুকে গ্রামে আনিবার জন্য অতিশয় কাতরভাবে মিনতি করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই রাত্রিতে তথায় কেহই সেখানে যাইতে সম্মত হইল না। অনেক-ক্ষণ সাধাসাধির পর বীজু নামক একটি পাহাড়ী তাঁহাকে আনিবার জন্য সম্মত হইয়া আমার সহিত আসিল। সে সন্ন্যাসীকে বহিয়া আনিবার জন্য আমার নিকট চারি আনা পয়সা মাত্র চাহিল। আমিও যেরূপে পারি সন্তুষ্ট করিব বলিয়া তাহাকে লইয়া চলিলাম।

বীজুকে খালিপিঠে যাইতে দেখিয়া আমি তাহাকে একটি কণ্ডী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(করাণ্ডী এক প্রকার পাহাড়ী ঝুড়ী ; ইহাতেই পাহাড়ীরা মানুষ ও বোঝা বহে) লইতে বলিলাম। কিন্তু সে খালি পিঠেই তাঁহাকে আনিতে পারিবে বলিয়া আমার কথাটা বড় গ্রাহ্য করিল না। তাহার পর আমরা সেখানে পৌছিয়া দেখি যে, সেই দীর্ঘকায় পুরুষ লম্বা হইয়া পথিমধ্যে শুইয়া আছেন। বীজু তাঁহার দুইটি হাত ধরিয়া যেমন পিঠের উপর তুলিয়াছে অমনি তাহার পা দুইটি মাটীতে লুটাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে ঐরূপে তাঁহাকে কিয়দ্দুর লইয়া গেলেই আর বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না। নিতান্ত অল্প পথ হইলেও না হয় চেষ্টা করা যাইত। তখন বীজুও দেখিল যে একটি কণ্ডীর নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং আমরা সাধুকে আবার পথিমধ্যে রাখিয়া ভটোয়ারীতে কণ্ডীর চেষ্টায় আসিলাম। সেখানে গিয়া দেখি যে কয়জন যাত্রী টিনের কানেস্তারা ভরিয়া গঙ্গোত্রীর জল কণ্ডীতে করিয়া আনিয়াছে। আমরা কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের নিকট একটি কণ্ডী চাহিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাহা দিতে পারিল না। তীর্থস্থানে প্রায়ই রাত্রিতে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চাহে না। সুতরাং অবশেষে আমার গায়ের লুইখানি বন্ধক রাখায় তাহারা আমাদিগকে একটি কণ্ডী দিল। এইরূপে অনেক খানি রাত্রি হইয়া গেল। এইবার আমরা সাধুকে সেই পথ হইতে গ্রামে লইয়া আসিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল বলিয়া পার্বত্য পথে কয়েকবার যাতায়াত করিতে আমাদের তেমন অসুবিধা হয় নাই।

ভটোয়ারীতে পৌছিয়া আমি আর এক দুর্ভাবনায় পড়িলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক পথের উপরেই ঐ গ্রামের কয়েকখানি ঘরট্ট,* একখানি ধর্মশালা, টিহরীর রাজার একখানি বাঙ্গালা এবং যাত্রীদের জন্য কয়েকখানি ঘর আছে। প্রকৃত গ্রামখানি ঠিক তাহার কিছু উপরেই অবস্থিত। ভটোয়ারী চটীতে পৌছিয়া পীড়িত ব্যক্তিকে বাহিরে রাখা বিধেয় নহে ভাবিয়া আমি তাঁহার জন্য একটু আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলাম। যাত্রীদের ঘরগুলি লোকে পূর্ণ দেখিয়া বীজু আমাকে ধর্মশালায় লইয়া গেল এবং সেইখানেই সে সাধুকে রাখিতে বলিল। ধর্মশালার দ্বারে পৌছিতে না পৌছিতেই একেবারে বহুজন কণ্ঠোত্থিত "দূর দূর" শব্দ আমাদের কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিল। ধর্মশালার ভিতরে অন্ধকার। সুতরাং প্রথমে আমরা উহা কাহার সম্ভাষণ তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ পরেই জানিতে পারিলাম যে একদল বৈষ্ণব নাগা সাধুতে ধর্মশালা ঘরটি পরিপূর্ণ। ধর্মশালার দ্বারে বসিয়া আমরা অতিশয় কাতর-ভাবে যতই তাঁহাদিগকে সেই ধর্মশালার মধ্যে একজন মাত্র পীড়িত সাধুর উপযুক্ত একটু স্থান করিয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম, ততই তাহারা আমাদিগকে বহুবিধ কটু কথায় গালি দিতে লাগিলেন। এদিকে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া বীজু বোঝা ফেলিয়া যাইতে ব্যগ্র। আমি তো মহা বিপদে পড়িলাম। কি করি, সাধুকে ভিতরেই রাখিব মনে করিয়া একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাঁহাদের অজস্র অভিসম্পাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া আমি তাঁহাদিগকে প্রকৃত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

---

* পাহাড়ীরা ইহাকে ঘরাট বলে ; ইহা একপ্রকার ওয়াটার মিল্, জলের তোড়েই ঘোরে। ইহাতেই সমুদয় পাহাড় অঞ্চলে গম পেষা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" আমাদের কথার এক বর্ণও না বুঝিয়া অবশেষে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে আমরা কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহি, তখন আমাদিগকে যেন ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়া অজস্র গালাগালি দিতে দিতে ধর্মশালা হইতে প্রায় ষোল সতের জন হৃষ্টপুষ্ট নাগা সাধু "তোরাই থাক, তোরাই থাক" বলিয়া ধর্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাদের এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহারা মনে করিলেই বিনা বাক্যব্যয়ে অনায়াসেই সেই ঘরের মধ্যে একটু স্থান দিতে পারিতেন। আমি আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া সাধুকে কণ্ডী হইতে নামাইয়া ধর্মশালার একপার্শ্বে শোয়াইলাম। যাহা হউক অনেক কষ্টে আমি সাধুকে ধর্মশালার মধ্যে শোয়াইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। এইরূপে রাত্রি প্রায় নয়টা দশটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি যাত্রীদের কণ্ডী দিয়া আমার লুই ফেরত আনিলাম এবং বীজুকে পরদিন প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিতে বলিলাম।

নাগারা ধর্মশালার চারিধারে বৃক্ষের উপর শয়ন করিলেন এবং আমি তাহারই নিম্নে অনতিদূরে একটি বৃক্ষের তলদেশে শুইলাম। সেই রাত্রি তো আমার এইরূপেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই দেখি যে নাগারা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছেন এবং এক একবার ধর্মশালার মধ্যে গিয়া সেই পীড়িত সাধুকে দেখিয়া আসিতেছেন। যেন তাঁহাদের কি ধাঁধাই লাগিয়াছে! প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া নাগাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "আরে, য়হ তো পরমহংস হ্যায়, নহীঁ তো ইতনী গালীগালৌজ ক্যোঁকর সহ সকতে?" এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ কেহ আসিয়া গত রাত্রিতে তাঁহারা যে আমাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, আমি আর সে সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ না করিয়াই সর্বাগ্রে সাধুকে দেখিতে গেলাম। ধর্মশালার মধ্যে গিয়া দেখিলাম যে সাধু বসিয়া আছেন। তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বেশ ভালই বোধ হইল। আমি কয়েক খানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে একটি ধুনী জ্বালিয়া দিলাম। তাহার পর তিনি ঝুলি হইতে আটা বাহির করিয়া কয়েক খানি রুটি করিয়া দিতে বলিলেন। আমি তাঁহার জন্য কয়েক খানি রুটি করিতে লাগিলাম। তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে তিনি এই পর্যন্ত বলিলেন যে মাড়োয়ার হইতে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া পথে তিনি অর্শ-রোগাক্রান্ত হন এবং তাঁহার কিছু অর্থও নাকি মারা যায়।

আমি সাধুর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছি, এমন সময়ে বীজু আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সাধুর নিকটে সে মজুরী স্বরূপ চারি আনা মাত্র পয়সা চাহিল। এই কথা শুনিয়াই সাধু অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাঁহার নিকট কিছু নাই ও তাহাকে কিছু দিতে পারিবেন না বলিলেন। তাঁহার নিকট বস্ত্রাদি ও বাসন পত্র এত জিনিষ ছিল যাহার একটা কিছু দিলেই বীজু সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। অর্থের পরিবর্তে সাধুর নিকট একটা কিছু লইবার জন্য বীজু কত চেষ্টা করিল। কিন্তু সাধুর মন কিছুতেই টলিল না। বরং তিনি তাহার ঐরূপ দাবী অসহ্য বোধ করিয়া, আমি তাঁহাকে কেন সেই লোকটার পিঠে আনিলাম বলিয়া আমাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপ উত্তেজনায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পীড়িত ব্যক্তির অনিষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া আমি বীজুকে যেরূপে পারি সন্তুষ্ট করিব বলিয়া বিদায় করিলাম।

রুটি প্রস্তুত হইলে আমি সাধুকে তাহা খাইতে দিলাম। তিনি আপন হাতেই রুটি খাইতে লাগিলেন। আমিও স্নান করিয়া গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলাম। গ্রামের লোক সেই দিন আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিল, এবং আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া বীজুকে একজন দুই আনা পয়সা দিল ও আর একজন বিকালে দুই আনা দিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

গ্রাম হইতে ধর্মশালায় আসিয়া দেখিলাম সাধুর মৃত্যুকাল উপস্থিত। কণ্ঠে ঘড় ঘড় ধ্বনি হইতেছে এবং রাশি রাশি মক্ষিকায় মুখখানি আবৃত। অকস্মাৎ সাধুকে আমি এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিব তাহার কোন লক্ষণই কিছু পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি তাঁহাকে কত ডাকিলাম, আর কে কাহাকে উত্তর দেয়? কিছুক্ষণ পূর্বে যিনি অতি তুচ্ছ একটা পদার্থেরও মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, উপকারী ব্যক্তিকেও তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত করিতে যিনি কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, একটি মাত্র মক্ষিকার তাড়নায়ও যিনি বিকল হইতেন, তাঁহার সেই মমতার আধার দেহ অসংখ্য মক্ষিকায় আচ্ছন্ন, তাঁহার সেই অতি আদরের সামগ্রী সরকারী লোকের জিম্মায়। আমার অনুপস্থিতি কালে টিহরী রাজার একজন পাটোয়ারী আসিয়া সাধুর সমুদয় দ্রব্যাদির একটি তালিকা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অন্তিমকালে আমি সাধুর মুখে একটু গঙ্গাজল দিয়া ভগবানের নাম শুনাইলাম। অল্পক্ষণ পরেই সাধু ৺গঙ্গালাভ করিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র রাজ পাটোয়ারী আসিয়া সাধুর সমুদয় দ্রব্যাদি লইয়া গেলেন। তাঁহার বোঁচকার মধ্যে, কি আশ্চর্য, একটি দোয়ানি বাহির হইল! আমি কেবল মাত্র সেই দোয়ানিটি বীজুকে দিয়া তাহার বাকী পাওনা চুকাইয়া ঋণমুক্ত হইলাম। পার্বত্যরীত্যনুসারে দুইটি নীচ জাতীয় পাহাড়ীর দ্বারা সাধুর মৃতদেহ মা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। আমি স্বয়ং সাধুকে গঙ্গায় দিতে পারিলাম না বলিয়া আক্ষেপ রহিয়া গেল। সাধুর মৃতদেহ নড়াইবার সাধ্য আমার ছিল না, এবং গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ বা রাজপুতই সাধুকে গঙ্গায় লইয়া যাইতে সম্মত হইল না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাকে অপর লোক দ্বারা কার্য নির্বাহ করিতে হইল। এই একটি অভাবনীয় ঘটনায় আমাকে ভটোয়ারী গ্রামে দুই দিন থাকিতে হইয়াছিল।

তথা হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় চতুর্থ দিবসে আমি গঙ্গোত্রীতে পৌঁছিয়াছিলাম। গঙ্গোত্রীর পথে ধরারী শেষপ্রান্তস্থ গ্রাম। উক্ত গ্রাম হইতে গঙ্গোত্রী প্রায় বার ক্রোশ হইবে। পথের মধ্যস্থলে ভৈরব ঝোলা নামক একটি স্থান আছে। ভৈরবজীর স্থান বলিয়া গঙ্গোত্রীর যাত্রিগণ সেই স্থানে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া যাতায়াত করে। স্থানটিতে একটি ছোট মন্দিরের মত আছে। পথে আর কোন গ্রাম বা দোকান নাই। ভৈরব ঘাটীতে গিয়া আমি প্রকৃত পথ ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। এইখানে ভোটগঙ্গা নামে আর একটি নদী আসিয়া মূলধারা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পথহারা হইয়া কিছুক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতেই আমি প্রকৃত পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা হউক, যতই আমি গঙ্গোত্রীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিমালয়ের সুবিশাল অপরূপ দৃশ্য ততই আমার নয়ন গোচর হইতে লাগিল। সম্মুখে সেই তুষারাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড পর্বত। পর্বতটি দেখিয়া অনেকটা কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই পর্বত হইতেই ত্রিভুবনপাবনী ভাগীরথী প্রবাহরূপে মর্ত্যে আগমন করিতেছেন। সর্পের ন্যায় কুটিল গতিতে পতিতপাবনী ভাগীরথী কর্ণ বধির করিয়া অবিরাম হর হর ধ্বনি করিতে করিতে নিম্নে অবতরণ করিতেছেন। গঙ্গোত্রীতে মা'র প্রবাহ ক্ষীণ হইলেও তাঁহার প্রচণ্ড বেগে শত ঐরাবতেরও সাধ্য নাই যে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকে। মা গঙ্গার অতি শুভ্র ও পবিত্র জলরাশি উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে অসংখ্য জীবের উদ্ধার কামনায় অতি দ্রুতগতিতে মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন, ক্ষণকালও যেন কোথাও তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণীর উপরিভাগ অগাধ তুষার রাশিতে পরিপূর্ণ এবং নিম্নভাগ গাঢ় হরিদ্বর্ণ দেবদারুবৃক্ষে সমাচ্ছাদিত। মধ্যে মধ্যে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী স্থান এমনি সুন্দর, সুচিক্কণ ও শুভ্র পাষাণময় স্বাভাবিক বেদিকার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে যে তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি সেই অপূর্ব সৌন্দর্যরাশির মধ্যে একেবারে আত্মহারা হইলাম। সেখানে পৌছিয়া প্রকৃতই আমার মনে হইল যে আমি যেন আর মর্ত্যলোকে নাই। আমি তো স্থানে স্থানে বসিয়া পড়িতে লাগিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাই যেন আর দেখিতে পাইব না বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহা ফেলিয়া যাইব তাহাই যেন আর ফিরিয়া পাইব না, এই মনে করিয়া কত স্থানেই যে বসিতে বসিতে গেলাম তাহা বলিতে পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে সন্ধ্যা হইল, তথাপি আমার হুঁস নাই। আমি যেন এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। একজন সাধু আমার ঐ অবস্থা দেখিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গোত্রীতে লইয়া চলিলেন। এই সাধুটির সহিত আমার ভৈরবঝোলার নিকট সাক্ষাৎ হইয়াছিল; ইনি আমাকে পথে রুটি করিয়া খাওয়াইয়া ছিলেন। সন্ধ্যার পর আমরা গঙ্গোত্রীতে পৌঁছিলাম। গঙ্গোত্রীর মন্দিরে মা'র ধাতুময়ী সুন্দর প্রতিমা দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। গঙ্গোত্রীতে মা গঙ্গার একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রীদের ও পাণ্ডাদের জন্য কয়েকখানি ঘর এবং তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য দুই একখানি দোকানমাত্র ছিল। গঙ্গোত্রীর ঘাটের উপর একটি গুহাতে জনৈক সাধু থাকিতেন। তিনি ধরারী ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা দ্বারা গঙ্গোত্রীতে তিনি প্রতি বৎসর বহু সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন গঙ্গোত্রীতে কোন সদাব্রত ছিল না। যদি সেই সাধু ভিক্ষালব্ধ অন্নে সকলের সেবা না করিতেন, তাহা হইলে অর্থহীন অবস্থায় সেইখানে দুই একরাত্রি অবস্থান করাও কষ্টকর হইয়া উঠিত।

এই স্থান হইতে মূল গঙ্গোত্রী বা গোমুখী প্রায় বার ক্রোশ হইবে। ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থিত চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতমালা এতই দুর্গম যে বহুচেষ্টা করিয়াও আজ পর্যন্ত কেহ তথায় পৌঁছিতে পারে নাই। শুনিয়াছি যে একবৎসর একটি ইউরোপীয়ান পরিব্রাজক এইস্থান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও কয়েকজন ইংরাজ ভ্রমণকারী বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারেন নাই। অতিকষ্টে একমাইল আরও উপরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি বর্ষার পূর্বে অধিকতর দুর্লঙ্ঘ্য হইবার কারণ এই যে, নিদাঘের প্রচণ্ড মার্তণ্ড কিরণে তুষাররাশি বিগলিত হইয়া পর্বতগাত্র এতই পিচ্ছিল হয় যে কাহারও সাধ্য নাই তাহার উপর পদবিক্ষেপ করে। সেইস্থানে পৌঁছান একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই এইস্থানে ৺গঙ্গোত্রী স্নান করিয়া অনেকে কৃতার্থ হইতেছেন, এবং ভগবান শঙ্করাচার্যও সেইজন্য এইখানে গঙ্গোত্রীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। যাত্রীরা যে ঘাটে স্নান করে তাহা "ভগীরথশিলা" নামে খ্যাত। ৺গঙ্গোত্রীর মন্দিরের বাহিরে একটি অতিসুন্দর শুভ্র স্ফটিকলিঙ্গ দেখিলাম। পাণ্ডারা সেই লিঙ্গমূর্তিটি একটি তাম্রাবরণে ঢাকিয়া রাখে। ৺কেদার ও বদরীনারায়ণের সহিত তুলনায় ৺গঙ্গোত্রীর লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং মহারাষ্ট্রীয় যাত্রীর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। যাত্রিগণ প্রায়ই এইখানে এক রাত্রি মাত্র বাস করিয়া চলিয়া যায়। বৎসরে ছয় মাস এইখানে মা গঙ্গার পূজা ও যাত্রি-সমাগম হয়। ভোগরাগের তেমন ব্যবস্থা নাই। প্রসাদপ্রার্থী সাধু-সন্ন্যাসিগণ অপরাহ্নে পিণ্ডাকার একটি ভাতের গোলা প্রসাদ পান। তাহাও পাহাড়ী পূজকেরা দুই একদিনের অধিক কাহাকেও দিতে সম্মত হয় না।

আমি মন্দির হইতে গঙ্গার তীরে তীরে অতি অল্পদূর গোমুখীর দিকে গিয়া একটি অতি সুন্দর গহ্বর দেখিতে পাইলাম। গহ্বরটি বেশ প্রশস্ত, এবং উহাকে বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত সুন্দর তক্তা দিয়া উহার দুই পার্শ্ব আবৃত; একজোড়া কপাটও লাগান ছিল। গুহাটির পশ্চাতে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট গুহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। সেই সময় মোরাদাবাদ অঞ্চলের একজন বাণপ্রস্থাশ্রমী বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ সেই গুহাতে বাস করিতেছিলেন। তথায় তিনি কিছুদিন হইতে গায়ত্রী পুরশ্চরণ করিতেছিলেন। আমি ছোট গুহাটিতে আশ্রয় লইলাম। দুই একদিনের মধ্যেই সেই ব্রাহ্মণটির সহিত বিশেষ সদ্ভাব হইল। শুনিলাম যে তিনি দুই দিবস যাবৎ গুহা ছাড়িয়া কোথাও যান নাই, এবং পূজারী ও পাণ্ডারাও তাঁহার কোন খোঁজ করে নাই। আমি তাঁহার দুইদিন উপবাসের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলাম, এবং তাঁহাকে কোন উপায়ে কিছু খাওয়াইবার চেষ্টায় বাহির হইয়া গঙ্গোত্রীর মন্দিরে গেলাম। ভগবানের এমনি কৃপা—মার মন্দিরে পৌঁছিয়াই দেখিলাম যে দিল্লী হইতে একজন ধনাঢ্য যাত্রী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবং তিনি সাধু ও ব্রাহ্মণভোজনের জন্য আয়োজন করিতেছেন। গঙ্গোত্রীর যাবতীয় সাধু-ব্রাহ্মণকেই তিনি সেদিন সিরা (গুড়ের হালুয়া) ও পুরী দিয়া ভোজন করাইলেন। গঙ্গোত্রীর সাধু-সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেরই ভোজন হইয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, গঙ্গোত্রীবাসী পাহাড়ীদের মধ্যে কেহই সেই বিবিক্ত-সেবী গিরিগুহাবাসী জাপক ব্রাহ্মণের কথা একবার মনেও করিলেন না। আমি দিল্লীর সেই শেঠ মহাশয়ের নিকট গিয়া ব্রাহ্মণের কথা বলিবা মাত্র তিনি আমার সহিত সেই গুহায় আসিয়া তাঁহার দর্শন করিলেন, এবং আমাদের দুইজনের আট দশ দিনের আহার্য্যোপযোগী আটা, গুড়, চাউল ও ঘৃত প্রভৃতি দিয়া গেলেন।

এইবার ব্রাহ্মণের অনশনক্লেশ ঘুচিল। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে অতিশয় যত্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহকারে মিঠাভাত ও রুটি প্রভৃতি করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ কাল আমাদের পরমানন্দেই অতিবাহিত হইল। দেবদারু কাষ্ঠের ধুনী নিরবচ্ছিন্ন আমাদের গুহায় প্রজলিত থাকিত। ঐ কাষ্ঠে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় অতি অল্প কাষ্ঠেই অহোরাত্র আমাদের ধুনী প্রদীপ্ত থাকিত। ইহা হইতে রজন ও তার্পিন হয়। দেবদারু কাষ্ঠ অপর্যাপ্ত থাকাতে এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রদীপের আবশ্যক হয় না। ইহার একটু মোটা রকমের একটা কাঠিতেই এক একটা মশালের কাজ হয়। এই সকল স্থানে অগ্নি ভিন্ন যেমন থাকা যায় না, ভগবানের ইচ্ছায় এখানে অগ্নিও তেমনি সুলভ।

৺কেদারবদরী ও গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থগুলি হিমালয়ের অত্যুচ্চ উত্তর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া বৎসরের মধ্যে ছয় মাস মাত্র লোক সমাগম থাকে। ৺অক্ষয়তৃতীয়ার পর বৈশাখ মাসের তিন চারি দিন থাকিতেই পট খোলে, অর্থাৎ পূজা ও যাত্রা আরম্ভ হয়; এবং অগ্রহায়ণ মাসের দুই তিন দিন হইতেই পট বন্ধ হয়, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত অত্যন্ত তুষারপাত নিবন্ধন জনমানবের অগম্য হওয়ায় এই ছয় মাস কাল যাত্রা এককালীন বন্ধ থাকে। পাহাড়ীরা বলে যে সেই সময় দেবগণের যাত্রা আরম্ভ হয়, এবং তাঁহারাই প্রত্যহ আসিয়া পূজা করেন। আমি যে বৎসর গিয়াছিলাম ঠিক তাহার পূর্ব বৎসরেই গঙ্গোত্রীর পট বন্ধের পর জনৈক ব্রহ্মচারী তথায় থাকিয়া ছয়মাস নির্জনে তপস্যা করিতে উদ্যত হন। তাঁহার জন্য ধরারী গ্রামের একজন ধার্মিক গৃহস্থ এই গুহাটি বিশেষরূপে বাসোপযোগী করিয়া দেন এবং গুহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিন্ধুকে ছয়মাসের উপযোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নের সংস্থান করিয়া দেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় নাকি কিছুদিন থাকিয়াই শীতের চোটে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করেন! তাঁহার জন্যই গুহাটি অমন সুন্দর বাসোপযোগী করা হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এক সপ্তাহ পরেই আমি গঙ্গোত্রী হইতে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। টিহরী হইতে আসিবার কালে ৺গঙ্গোত্রীর জল লইবার জন্য একটি শিশি আনিয়াছিলাম। কেবল এক শিশি জল মাত্র সঙ্গে লইলাম, উক্ত ব্রাহ্মণও আমার প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার সঙ্কল্পিত পুরশ্চরণ শেষ হইতে না হইতেই তিনি সনির্বন্ধে আমার সহিত ভ্রমণ করিবেন বলিয়া আমার সহযাত্রী হইলেন। তাঁহাকে আমার একাকী ভ্রমণ করিবার প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনাইয়া আমার সহিত ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই তিনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। গঙ্গোত্রী হইতে যাত্রা করিয়া ধরারী গ্রামে পৌঁছিয়া আমরা এক রাত্রি মাত্র একত্রে ছিলাম। আর একাকী ভ্রমণ করিবার বাসনা এতই প্রবল হইয়াছিল যে আমি অম্লানবদনে ব্রাহ্মণের সেই অকপট স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন কাটাইয়া সেই গ্রামেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ৺কেদারনাথ দর্শনাভিলাষী হইয়া উত্তরকাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ধরারী গ্রামে আমি সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী প্রস্থান করিলাম বটে, কিন্তু সহজে তাঁহার স্নেহ ও অকপট ভালবাসা ভুলিতে পারি নাই। পথে যাইতে যাইতে কেবল ব্রাহ্মণের কথা মনে হইতে লাগিল। আমি যখন ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইলাম, তখন তাঁহার মুখ দিয়া কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. .... Ashram

কথা বাহির হইল না; কেবল ছল ছল নেত্রে তিনি আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই সকরুণ দৃষ্টি ও কাতরভাব মনে করিয়া আমারও প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল এবং এক একবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু কাহারও স্নেহ ও যত্নে মুগ্ধ হইলে পাছে আমি একাকী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে না পারি, এই ভাবিয়া আমার মনকে স্থির করিয়া পুনরায় একাকী আমি যে পথে ৺গঙ্গোত্রী গিয়াছিলাম সেই পথেই নামিতে আরম্ভ করিলাম।

গঙ্গোত্রী হইতে ৺কেদার যাইবার দুইটি পথ। একটি ভটোয়ারী হইতে বুঢ়া-কেদার ও ত্রিযুগী-নারায়ণ হইয়া, আর একটি পথ উত্তর কাশী হইতে গিয়াছে। গঙ্গোত্রীর যাত্রীরা এই দুই পথেই ৺কেদার ও বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে যায়। আমাকেও ঐ পথেই যাইতে হইত, কিন্তু বিশেষ কোন কারণ-বশতঃ পুনরায় আমাকে টিহরীতে নামিয়া আসিতে হইল। গঙ্গোত্রী যাইবার কালে আমি টিহরীতে শুনিয়াছিলাম যে টিহরী ও দেবপ্রয়াগের মধ্যবর্তী ঘোর বনাকীর্ণ অতি নির্জন প্রদেশে একটা উচ্চ পর্বতের শিরোভাগে দাক্ষায়ণী সতীর বাহান্ন পীঠের অন্যতম এক পীঠস্থানে ৺চন্দ্রবদনী দেবী আছেন। চন্দ্রবদনী দেবীর কথা শুনিয়া অবধি মহামায়ার সেই পবিত্র স্থান দর্শন করিবার জন্য আমার মন নিতান্ত উৎসুক হয়। ৺কেদারবদরী দর্শন করিয়া পুনরায় যদি আমি সেই অঞ্চলে আর না আসিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার ভাগ্যে চন্দ্রবদনীদেবীর দর্শনের সম্ভাবনা নাই; এই জন্যই আমাকে পুনরায় টিহরী হইতে বিস্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘুরিয়া ৺কেদার বদরীনারায়ণের পথে যাইতে হইল। চন্দ্রবদনী দেবীর দর্শন করিয়া কেদার বদরীনারায়ণে পৌঁছিতে আমার যে সময় লাগিল, ভটোয়ারী হইতে তাহার অর্ধেক সময়ে আমি বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া ফিরিতে পারিতাম।

যাহা হউক, আমি উত্তরকাশী হইতে যে পথে গঙ্গোত্রী গিয়াছিলাম, সেই পথেই আবার উত্তরকাশীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইবার উত্তরকাশীতে পৌঁছিয়াই আমি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলাম। বোধ হয় যাহাকে হিল্ ডায়েরিয়া (পার্বত্য উদরাময়) বলে, আমারও তাহাই হইয়াছিল। হঠাৎ আমার ভয়ঙ্কর ভেদ হইতে লাগিল। কোথায় যাই, কি করি, ভাবিতে লাগিলাম। উত্তরকাশী একটি পরমতীর্থ। ৺কাশীধামের ন্যায় উত্তরকাশীতেও সেই মণিকর্ণিকা, সেই বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির প্রভৃতি থাকায় যাত্রার সময় স্থানটি জনতায় পূর্ণ হয়। হিমালয়ের বিজন প্রদেশে উত্তরকাশী বরহাটকে একখানি গণ্ডগ্রাম বলা যাইতে পারে। বারে বারে গ্রামের বাহিরে যাওয়া অপেক্ষা আমি একেবারে উত্তরকাশী গ্রাম হইতে কিছুদূর অতি নির্জনে ভাগীরথীতীরবর্তী একখানি প্রশস্ত শিলায় আশ্রয় লইলাম, এবং সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হওয়া পর্যন্ত গ্রামের বাহিরে সেই লোকসমাগম শূন্য স্থানে থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম। দুই দিবস যাবৎ আমার যেরূপ ভয়ঙ্কর ভেদ হইতে লাগিল, তাহাতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমি আর গ্রামে আসিতে পারিলাম না। দুইদিন অবিরাম ভেদ হওয়ায় আমার শরীর অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িল। প্রকৃত গ্রাম হইতে আমি গঙ্গাতীরে এমন একটি নির্জন স্থানে অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিলাম যে দুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনের মধ্যে আমার সহিত জনমানবের সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু দুই দিন নির্জনবাসের পর রোগমুক্ত হইয়া যেদিন আমি উত্তরকাশী গ্রামে যাইব মনে করিয়াছি, সেইদিন প্রাতঃকালেই একটি মলিনবেশধারী পাহাড়ী সুপুরুষ আমার নয়নগোচর হইল। লোকটি আমার নিকট আসিয়াই আমার সম্বন্ধে সকল কথা এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, যেন সে আমার উপস্থিত বিপদের কথা জানিতে পারিয়াই আমাকে গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়াই দুই দিন আমি সেই উন্মুক্ত লোকালয় শূন্য স্থানে একাকী কষ্ট পাইতেছি শুনিয়া তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং সে কত দুঃখই করিতে লাগিল। তাহার সরল আন্তরিকতাময়, প্রীতিপূর্ণ আচরণে আমি মুগ্ধ হইলাম। ভাবিলাম কে এ! আমার এই দুঃসময়ে আসিয়া আমার দুঃখে অকপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে সুস্থ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছে! সে অসহায় অবস্থায় প্রকৃতই কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে আমার বিশেষ কষ্ট হইত, এবং সত্বর সুস্থ হইয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে আমার বিশেষ বিলম্ব ঘটিত।

আমিও ভাবিতেছিলাম যে এই দুর্বল শরীরে আমি কাহার নিকট যাই, কে আমাকে লেবুর রস দিয়া দুটি ভাত দেয়। কি আশ্চর্য! আমাকে আর অধিকক্ষণ এ ভাবনা ভাবিতে হইল না। তাহাকে দেখিয়াই আমার সকল ভাবনা দূর হইয়া গেল। তাহার পর সে অত্যন্ত যত্নের সহিত আমাকে তাহার কুটীরে লইয়া গেল। গ্রামের এক প্রান্তে একখানি সামান্য কুটীরে তাহার বাস। কুঁড়েখানিতে কয়েকটি মাটির হাঁড়িকুঁড়ি ও দুই একখানি প্রস্তর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খণ্ড ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমাকে পথ্য দিবার জন্য সে কিছুক্ষণ পরেই কোথা হইতে লেবু আনিয়া আমাকে অতি শীঘ্র চারটি ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইল। আমাকে সুস্থ করিবার জন্য তাহার যত্নের সীমা ছিল না। আমাকে পথ্য দিয়া সে যে কতদূর আনন্দিত হইল তাহা স্মরণ করিলেও আমার হৃদয় এক স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হয়। সেই সামান্য আড়ম্বরশূন্য কুটীরখানিতে না জানি আমার মত কত অসহায় বিপন্ন রোগী পথ্য করিয়া গিয়াছে। সেই সামান্য কুটীরের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম। উহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং সেই অদ্ভুত পুরুষের স্বাভাবিক উদারতা ও সপ্রেম ব্যবহার আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আহারের জন্য অন্য কোন বাসন ছিল না। দুইখানি স্বভাবজাত প্রস্তরখণ্ড ভোজনাধার, তাহাতেই আমরা দুই জনে পরমানন্দে ভোজন করিলাম।

যাহার জন্য উত্তরকাশীর সেই সামান্য কুটীর অতি পবিত্র স্থান বলিয়া আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, সেই হৃদয়বান পার্বতীয় পুরুষটি সম্বন্ধে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি যতদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহাতেই বুঝিলাম যে উত্তরকাশীর জনসাধারণ সেই অদ্ভুত পুরুষের সহৃদয়তার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত নহে। সেখানকার সকলেই তাহাকে পাগল মনে করিত। উত্তরকাশীর নিকটবর্তী কোন গ্রামে তাহার আদি নিবাস। জাতিতে ব্রাহ্মণ, দেখিতে সুপুরুষ, কেবল দেহের প্রতি যথোচিত যত্নের আত্যন্তিক অভাব। তাহার দিব্য দেহের বাহ্য মলিনদশা সত্ত্বেও উহার স্বাভাবিক শ্রী ও দীপ্তি যেন কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। সদা হাস্য বদন, হঠাৎ দেখিলেই তাহাকে পাগল বলিয়া মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। সে যেন সহজে কাহাকেও ধরা দিতে চাহে না বলিয়াই ঐরূপ পাগলের ভান করিয়া থাকিত। স্বেচ্ছায় সাধারণ লোকের কাছে ঘৃণিত হইবার ইচ্ছাই যেন তাহার প্রবল। স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও সে সকল জাতির সহিত আত্মীয়তা করিত ও বিপদের সময় সকলেরই সেবা করিত। তাহার নিকট কোন জাতিবিচার ছিল না বলিয়া তাহার স্বজাতীয়েরা তাহার চরিত্রের মহত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া ঘৃণা করিত। আমি তাহার উন্মত্ততার কোন চিহ্নই দেখিতে পাই নাই। আমার চক্ষে সে যেন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত প্রতীয়মান হইল। সাধারণের নিকট সে অসংলগ্ন প্রলাপবাক্য বলিয়া সময় সময় পাগলের ভান করিলেও আমার নিকট সে একটিও অসংলগ্ন কথা বলে নাই। বরং তাহার প্রত্যেক কথাই অতি সরল ও শিক্ষাপ্রদ বলিয়া আমার মনে হইল।

যাহা হউক, আমি সেই অদ্ভুত পাগলের সেবা-শুশ্রূষায় দুই তিন দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ বোধ করিলাম, এবং আমার সেই আরোগ্যশালারূপ কুটীরখানি সাধারণের চক্ষে অতি সামান্য ও তুচ্ছ হইলেও আমার চক্ষে তাহা অতি পবিত্র ও মহৎ বলিয়া মনে হইল। আমার সেই অসহায় রুগ্নাবস্থার কথা কে তাহাকে শুনাইল ? সেই জনমানবশূন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার জীবন রক্ষার জন্য কে তাহাকে এত কষ্ট স্বীকার করিতে বলিল ? কতদূর ব্যথার ব্যথী হইলে যে সেইরূপে হঠাৎ একজন দুঃস্থ অপরিচিত ব্যক্তির সেবা করিয়া আনন্দিত হওয়া যায়, তাহা যাঁহার হৃদয় আছে তিনি বুঝিতে পারিবেন, তদ্ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। আমার বলিয়া নহে, অভ্যাগত পথিকমাত্রেরই সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবা করিতে ভালবাসিত। তাহার ভিক্ষার অধিকাংশ ভাগই সে এইরূপে অন্যের সেবায় ব্যয় করিয়া স্বয়ং অতি অল্প মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। তাহাকে ভালবাসিয়া যে যাহা দিত সে তাহাই খাইত। তাহার উদার প্রশান্ত চিত্তে অন্য কোন ভাব স্থান পাইত না।

যাহা হউক, পরিশেষে আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সেই পাগলটি বড় সাধারণ পাগল নহে। এত বুদ্ধি, উদারতা ও প্রেম কি পাগলে সম্ভবে? নির্বিকারচিত্তে যে জীবের সেবা করিয়া মহানন্দ অনুভব করে তাহাকে পাগল বলিয়া যাঁহারা উপহাস করেন তাঁহারা যে কি, তাহা আমি আজও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। সামান্য দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে আতিথেয়তা, উদারতা, যে সহানুভূতি ও প্রেম প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার তুলনা অতুল ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদেও নাই। এখনও এই হতভাগ্য দেশের অতি সামান্য নিভৃত কুটীরে নীরবে প্রত্যহ যে মহান কর্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার তুলনা কোথায়? ভ্রমণের সময় আমি বহুতর স্থানে ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়াছি। ঐশ্বর্যের আগার, ইন্দ্রভবনতুল্য, ধনীর ভোগবিলাসপূর্ণ উত্তুঙ্গ সৌধমালা দরিদ্রের শূন্য পর্ণকুটীরের বিমল পুণ্যময় জ্যোতিতে চিরনিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ঐশ্বর্যের কিছু নাই সত্য, কিন্তু সেখানে হৃদয় আছে, দুঃখীর দুঃখ বুঝিবার ও তাহা দুর করিবার জন্য সরল প্রাণে চেষ্টা করিবার লোক আছে। হৃদয়বান দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার জীর্ণ পর্ণকুটীরে ক্ষণেকের মধ্যে যে মহৎ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহা যে ধনীর ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকাতেও নাই, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয় আর্য পর্ণকুটীরের অতুল মাহাত্ম্যে আমরা এখনও জীবিত আছি।

প্রয়াগের পর্ণকুটীরে ফলমূলাশী কৌপীনধারী ভরদ্বাজ মুনি স্বীয় তপঃপ্রভাবে রামমাতা কৌশল্যা, রামানুজ ভরত, শত্রুঘ্ন ও অযোধ্যাবাসিগণের সৎকারের জন্য এই মর্ত্যেই যে বিপুল স্বর্গীয়সুখ ও ঐশ্বর্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্র নিবাসী উঞ্ছবৃত্তি পরায়ণ, অনশনক্লিষ্ট, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে সামান্য শক্তুপ্রস্থদানে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যে পবিত্র যজ্ঞভূমিতে লুণ্ঠিতকায় নকুলের অর্ধাংঙ্গ দিব্য কাঞ্চনময়রূপ ধারণ করিয়াছিল, যে যজ্ঞের অতুল মহিমা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকেও নিষ্প্রভ করিয়াছিল, বজ্রসদৃশকণ্ঠে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিরাট সভায় নকুল যে যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করিয়া সভাস্থ সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, ভারতভাগ্যে এখনও সেই পুণ্য ও তপঃ-প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীর-মাহাত্ম্য এখনও ভারতকে সজীব রাখিয়াছে।

আমি সেই দরিদ্রের আন্তরিক চেষ্টায় সুস্থ হইলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রমণক্ষম না হইতেই আমি উত্তরকাশী হইতে টিহরী অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছি দেখিয়া, আমার জীবন-দাতা স্বরূপ সেই উদার পুরুষের হৃদয় গলিল। সে আমাকে সেইখানে আরও দুই চারি দিন থাকিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবলকায় হইয়া যাত্রা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল। আমার ভ্রমণের এখনও অনেক বাকী। সুতরাং ধীরে ধীরে আমার চলিয়া যাওয়াই উচিত। পথে বসিয়া থাকিলে আমার যাত্রা পূর্ণ হইবে না বলিয়া, আমি তাহাকে কোনরূপে আশ্বাস দিয়া উত্তরকাশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে যাত্রা করিলাম। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দেবচরিত্র লোকটি অনেক দূর আসিল। অকারণ আমার প্রতি তাহার নিঃস্বার্থ অকপট প্রীতির বিষয় ভাবিয়া আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ হইল, এবং কি বলিয়া যে আমি তাহার ধন্যবাদ করিব —আমার জীবনের সেই পরমোপকারী ব্যক্তিকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন সে আমাকে বালকের ন্যায় বলিয়া ফেলিল। "এই শীতে আমার জীবনে কখনও লুই গায়ে দিই নাই।" তাহার এই কথাটি শুনিবা মাত্র আমি তাহাকে আমার লুইখানা দিয়া ভাবিলাম যে সামান্য একখানি লুই দিয়া আমি যে এমন একজন উদারচেতা, পরমোপকারী পুরুষের মনের একটি সাধও মিটাইতে পারিলাম, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমার নিকট বিদায় লইবার পর সে অনেকক্ষণ আমার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে যতই আমি সেই পাগলের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার তাহাকে একজন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অতি বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে অনেক মহাপুরুষ উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিয়া সাধারণের নিকট অতি গুপ্তভাবে থাকিতে ভালবাসেন। উত্তরকাশীর এই লোকটিও কি ঠিক সেইরূপ নহে ?

এই এক অভাবনীয় কারণ বশতঃ উত্তরকাশীতে আমার তিন চার দিন বিলম্ব হইল। তাহার পর উত্তরকাশী হইতে টিহরী পৌছিতে আমার বোধ করি তিন চার দিন লাগিয়াছিল। উত্তরকাশী হইতে ধরাসু পর্যন্ত ৺গঙ্গোত্রীর পথটি আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি নাই। কারণ আমাকে উপরে যাইবার সময় ধরাসু হইতে গঙ্গোত্রীর কাটা সড়ক ছাড়িয়া অন্যপথে যমুনোত্রী যাইতে হয়, এবং যমুনোত্রী হইতে উত্তরকাশীতে আসিয়া আমি গঙ্গোত্রীর সড়ক ধরিয়াছিলাম। এই পথে বিশেষ কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা আমার মনে পড়ে না। টিহরীতে পৌঁছিয়াও আমার পুনরায় একবার উদরাময় হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়া পার্বত্যপথে ভ্রমণ করিয়াই বোধ হয় পুনরায় আমি রোগাক্রান্ত হইলাম। টিহরীতেও একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবা নির্বিকার-চিত্তে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আমার সেই বিপদের সময় মহদুপকার করিয়াছিল। এখানেও আমাকে দুই তিন দিনের অধিক থাকিতে হয় নাই। ৺গঙ্গোত্রী হইতে আমি যে একশিশি জল আনিয়াছিলাম তাহা এই টিহরীতে আসিয়াই একজন বাঙ্গালী রাজকর্মচারীর সাহায্যে পোষ্ট করিয়া ঠাকুরপূজার জন্য আমাদের বরাহনগর মঠে পাঠাই।

টিহরী হইতে আমি চন্দ্রবদনী দেবীর দর্শনমানসে যাত্রা করিলাম। টিহরী হইতে বরাবর আমাকে নিবিড় অরণ্য পথেই যাইতে হইল। মধ্যে মধ্যে কোথাও দুইটি একটি পাহাড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই চন্দ্রবদনী দেবীর পথের কথা জিজ্ঞাসা করি। এইরূপে প্রায় সমস্ত দিন চলিয়া আমি বেলা তৃতীয় প্রহরে মন্দিরের ন্যায় অত্যুচ্চ একটি ঘনবনাচ্ছাদিত মনোরম গিরিচূড়ার তলদেশে উপস্থিত হইলাম। এই গিরিচূড়ার শিরোভাগে চন্দ্র-বদনী দেবীর মন্দির।

মায়ের মন্দিরের জন্যই বোধ করি হিমালয়ের এই গিরিশৃঙ্গটি বিলক্ষণরূপে সুসজ্জিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী পর্বত-

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালা হইতে এই গিরিশৃঙ্গটি যেন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত। দেখিলেই মনে হয় যে মহাভাগ গিরিরাজ হিমালয় সগর্বে জগদম্বাকে এক শিরে ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এবং অতিশয় ভক্তিবিনম্রচিত্তে অন্যান্য শিরগুলি অবনত করিয়া মাকে ঘিরিয়া নানাবিধ ফলপুষ্প দিয়া নিত্য মায়ের পূজা করিয়া ধন্য হইতেছেন! মায়ের পর্বতটি নিম্নদেশ হইতে ঊর্ধ্বে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম চূড়ার মত হইয়া যাওয়ায় এবং পার্শ্ববর্তী পর্বত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হওয়ায় জগদম্বার সুবিশাল প্রাকৃতিক মন্দিরের অতুল শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই পর্বতের নিম্নে প্রথমেই আমি একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেই গ্রামের অধিবাসিমাত্রেই মুসলমান। হিমালয়ের সমগ্র গড়োয়াল জেলায় এই একটিমাত্র মুসলমানের গ্রাম। পার্বত্য স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারোপযোগী গালার চুড়ি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। কেবল মুসলমান ভিন্ন সেই গ্রামে এক ঘরও হিন্দু নাই। সেইখান হইতেই পর্বতারোহণ করিয়া মায়ের মন্দিরে পৌঁছিতে পারিব, কিন্তু কাহার সাধ্য যে সেই দুরারোহ পর্বতে আরোহণ করে? প্রকৃত পথ ছাড়িয়া এই উচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপরে যাওয়া অসম্ভব। আমি পথভ্রান্ত হইয়া কোন দিক দিয়াই উপরে উঠিতে না পারিয়া সেই পর্বতটি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে উপরে মায়ের মন্দিরে যাইবার একটি পথ দেখিতে পাইলাম। সেই পথ ধরিয়া বরাবর উপরে উঠিতে উঠিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মায়ের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

উপরে উঠিয়াই মনে হইল যে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরি-চূড়ার সূক্ষ্মাগ্রভাগটি সুন্দর সমতল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জগন্মাতা চন্দ্রবদনী দেবীর অধিষ্ঠানের জন্যই যেন সর্বতোভাবে মায়ের মন্দিরের উপযোগী করিয়াই এই গিরিশৃঙ্গটি নির্মিত হইয়াছিল। উপরে পৌছিয়াই মনে হইল যে আমি সদা মুখরিত, নিত্য কোলাহল-পূর্ণ, বহুবিপ্লবগ্রস্ত নরলোক হইতে বহু উর্ধে উঠিয়াছি। এখানে পৃথিবীর কোনও গোল নাই। সকলই মহানিস্তব্ধ। এখানে পৌছিলে মনে হয় যেন চরাচর ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত মৌনব্রত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এখানে যে পৌছিবে তাহারও হৃদয় এই গভীর নিস্তব্ধ ভাবে মিশিয়া যাইবে। উপরে উঠিয়াই হিমালয়ের দিগন্ত-বিস্তৃত সুবিশাল অপার দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমার শ্রান্তি দূর হইতে ক্ষণেকও বিলম্ব হইল না। যে দিকে তাকাই কেবল অনন্তগগনবিহারী অসংখ্যগিরিশৃঙ্গসমন্বিত হিমালয়ের বিরাটমূর্তি যেন আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। উত্তরে অপার ও অগম্য শুভ্র-চিরহিমানী মহাস্মিতবদনে অনন্তের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। শুভ্রজ্যোতিঃপুঞ্জকায় সুবিশাল হিমানী হইতে যেন অনন্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। না জানি কি মহান অসীম সৌন্দর্যরাশির ঘনীভূত মূর্তি এই অনন্তভাবসম্পন্ন চির-হিমানী! এখানে সকলই মহানিস্তব্ধ, কাহারও সাড়াশব্দ নাই। মনে হয় যেন সমগ্র জগৎ এক অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ! অনন্তের ধ্যানে মগ্ন হইয়া যেন সকলেরই বাকরোধ হইয়াছে। আমি হিমালয়ের বিরাট দেহে অনন্তরূপিণী মহামায়ার আবির্ভাব দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে একবার চারিদিকে হিমালয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব শোভাসমন্বিত বিরাট মূর্তি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। তাহার পর মায়ের মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া মহামায়ার অনন্তমহিমা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলাম। এখানে মায়ের একখানি যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহাতেই মায়ের পূজা হয়, কোন প্রতিমা নাই। মায়ের মন্দিরটি নিতান্ত অনুচ্চ, ক্ষুদ্রায়তন, প্রস্তরনির্মিত একখানি ঘর, এবং তাহার পার্শ্বেই যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য আর একখানি ছোটঘর আছে। এইরূপ উচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপরে বায়ুর বেগ এমনি প্রবল হয় ও উহা এমনি ভীষণশব্দের সহিত বহিতে থাকে, যে মনে হয় যেন প্রকৃতির মহানিস্তব্ধভাব পবনদেবের অসহ্য, যেন হিমালয়ের অনন্ত সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য তিনি সদা ব্যগ্র। চন্দ্রবদনী দেবীর পর্বতের উপরে সময় সময় এমনি প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে যে সেই উন্মুক্ত গিরিশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিতেও ভয় হইত; মনে হইত যে সেই প্রবল বায়ুর একঠেলাতেই না জানি আমি কোথায় গিয়া পড়িব। সুতরাং এইরূপ উচ্চ পার্বত্য প্রদেশে সুবৃহৎ হর্ম্যাদি নির্মিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই উচ্চ পর্বতচূড়াই এখানে ব্রহ্মাণ্ড—ভাণ্ডোদরী অনন্তশক্তিরূপিণী জগজ্জননী মহামায়ার প্রকৃত মন্দির।

প্রকৃতির সুবিশাল, বিচিত্র-কারুকার্য-খচিত, শোভার নিদান বৃহৎ গিরিমন্দিরে মনুষ্যের কারুকার্য ও শিল্পরচনা স্থান পায় না। সেই জন্যই এই তীর্থবহুল পার্বত্যপ্রদেশের মন্দিরগুলিতে মানবীয় সূক্ষ্ম-শিল্প-নৈপুণ্য বা কারুকার্যের বিশেষত্ব নাই। যে মহাশক্তির এক লেশ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য মহাশক্তিশালী ও সকল গুণের আধার হইয়া জন্মিয়াছে, যে মহাশক্তির এক কটাক্ষে এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে, সেই মহাশক্তি প্রকৃতি যেখানে আপনার উপযুক্ত মন্দির আপনি সৃজন করিয়া তাহা বিরলে বসিয়া মনের সাধে সাজাইয়াছেন, সেইখানে মানবীয় কলা-কৌশল, শিল্পচাতুর্য ও বিদ্যাবুদ্ধি সকলই লয় পায়। সেই জন্যই বোধ হয় দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্তবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধগণ স্ব স্ব উপাস্য দেব-দেবীর মন্দিরাদি নির্মাণে যে শক্তি ব্যয় করিয়া মানবীয় শিল্পনৈপুণ্য ও কলাবিদ্যার চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, পার্বত্যপ্রদেশের মন্দিরাদি নির্মাণে তাঁহারা সে প্রয়াস করেন নাই।

সে যাহা হউক, আমি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজারী ঠাকুর যেখানে মায়ের ভোগের আয়োজন করিতেছিলেন সেইখানে গিয়া বসিলাম। মন্দিরের ভিতর দুইভাগে বিভক্ত। একভাগে কেবল মায়ের মন্দির ও অপরটিতে মায়ের পাকশালা ও পূজারী ব্রাহ্মণের থাকিবার স্থান। একমাত্র মায়ের সেই পূজক ব্রাহ্মণ ভিন্ন তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। আমার সেখানে পৌছিবার কিছুক্ষণ পরেই একটি পাহাড়ী এক ঘড়া জল লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি দেবীর একজন টহলিয়া সেবক। এ ব্যক্তি পূজারী ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। পর্বতের নিম্নদেশ হইতে সে প্রত্যহ ভোগ রাঁধিবার জন্য জল লইয়া আসে এবং পূজার অন্যান্য কাজ করিয়া দেয়। যাহা হউক, এতক্ষণে আমরা সেই দুর্গম, নিভৃত, উচ্চ গিরিশৃঙ্গে তিনটি প্রাণী একত্র হইয়া কিছুক্ষণের জন্য পরস্পর কথাবার্তা কহিয়া মর্তলোকের অতি ক্ষীণ সত্তা উপলব্ধি করিলাম; তিনজনে মিলিত হইয়া একবার লোকালয়ের অস্তিত্ব অনুভব করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবলমাত্র আমাদের তিন জনের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ব্রাহ্মণ মায়ের ভোগ রাঁধিতে লাগিলেন, আর আমি তাঁহাকে চন্দ্রবদনী দেবীর সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

সেই পূজক ব্রাহ্মণ ও পরে অন্যান্য পার্বত্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখেও শুনিয়াছি যে সতীর বক্ষঃস্থল এখানে পতিত হয়। দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে মন্দিরের উপরিভাগ সম্পূর্ণ-রূপে একখানি মোটা চাঁদোয়া দ্বারা আচ্ছাদিত। শুনিলাম যে দেবীর মূল যন্ত্রখানি আর কেহ দেখিতে পায় না, তাহা সেই চাঁদোয়া দ্বারা সদা আবৃত রহিয়াছে। চাঁদোয়া পরিবর্তনের সময় অগ্রে নূতন চাঁদোয়াখানি টাঙ্গাইয়া পুরাতন চাঁদোয়াখানি বাহির করিয়া লওয়া হয়। জনপ্রবাদ এই যে, ভগবান শঙ্করাচার্য এই মহা পবিত্র স্থানে আসিয়া দেবীর প্রাচীন মূল যন্ত্রখানি লোকচক্ষুর অগোচর করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই নূতন যন্ত্রখানি স্থাপন করিয়া মূল যন্ত্র দর্শন করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি নাকি মূল যন্ত্রখানি আর কেহ দেখিতে পায় না। ইহাও শুনিলাম যে যদি হঠাৎ কেহ সেই যন্ত্রখানি দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে। এই সংস্কার যে কেবল এইখানেই তাহা নহে, দেবীর অধিকাংশ পীঠস্থানে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে যে মূল পীঠের কোথাও দর্শন হয় না এবং তাহার দর্শন ঘটিলেই মৃত্যুর সম্ভাবনা। চন্দ্রবদনী দেবীর পর্বত দেশীয় গড়োয়ালের টিহরীরাজ্যে। টিহরীর রাজা বহুকাল হইতেই দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পর্বতের অনতিদূরবর্তী পূজার নামক একখানি গ্রামের অধিবাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণমাত্রেই দেবীর পূজক। টিহরীরাজ কর্তৃক প্রদত্ত সেই গ্রামের উপসত্ব দেবীর পূজক ব্রাহ্মণগণই পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। পর্যায়ক্রমে সেই গ্রামের ব্রাহ্মণগণ মায়ের পূজা করিতেছেন। দেবীর টহলিয়া সেবকগণেরও বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে।

মা'র ভোগ প্রস্তুত হইতে হইতেই আমি অনেক কথা জানিয়া লইলাম। তাহার পর রাত্রি প্রায় নয়টার মধ্যেই দেবীর পূজা, আরতি ও ভোগ হইল। এখানে প্রত্যহ শিলে চাউল গুঁড়াইয়া তাহা তেলে ভাজিয়া মার ভোগ দেওয়া হয়। কেন যে এই পদার্থ মার এত প্রিয় হইল সে সম্বন্ধে আমাকে সেই ব্রাহ্মণও কিছুই বলিতে পারিলেন না। চাউলের গুঁড়া, রুটি ও একটু দুধ দিয়া মায়ের ভোগ হইল। আমিও সেই রাত্রিতে মায়ের সেই প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। সেই চাউলের গুঁড়া প্রসাদ যে এত মিষ্ট লাগিবে তাহা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, মহামায়ার প্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দিত মনে বসিয়া আছি, এমন সময় পূজারী ঠাকুর অতিশয় ভদ্রতার সহিত আমাকে রাত্রিবাসের জন্য বাহিরের সেই ধর্মশালা ঘরটিতে যাইতে বলিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিলাম যে কিছুদিন পূর্বে টিহরীরাজ কর্তৃক প্রদত্ত দেবীর পূজার কতকগুলি রূপার বাসন জনৈক সাধুবেশধারী যাত্রী গভীর নিশীথে দেবীর মন্দির হইতে চুরি করিয়া পলায়ন করে। তাহার পূর্বে সাধু-সন্ন্যাসী যাত্রিগণকে মন্দিরাভ্যন্তরে থাকিতে দেওয়া হইত। এই ঘটনার পর হইতে মায়ের পূজক ব্রাহ্মণ ও সেবক ভিন্ন মন্দিরের মধ্যে রাত্রিকালে আর কেহ থাকিতে পায় না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া সেই ধর্মশালাতে গিয়া রাত্রিযাপন করিতে হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নিগ্ধ বিমল জ্যোৎস্নার রাত্রিতে হিমালয়ের যে অদ্ভুত বিচিত্র দৃশ্য নয়নগোচর হয় এবং সেই অপার ও চমৎকার দৃশ্যের অবলোকনে যুগপৎ হৃদয় যে মহাবিস্ময় ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সম্মুখে সেই মহান পবিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া সমস্ত রাত্রি মা'র কৃপায় আমি বিশেষ আনন্দেই কাটাইলাম। তাহার পরদিনও সেই ভাবে মায়ের পূজা দেখিলাম ও প্রসাদ পাইলাম। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যেই সেই পূজারী ও টহলিয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও মার মন্দিরে আসিতে দেখি নাই। আমি একবার অপরাহ্নে মার মন্দিরে যে ধারা হইতে জল আসে সেই ধারা পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম। মায়ের মন্দির হইতে জলের জন্য অনেকটা নীচে নামিতে হয়। দুই রাত্রি তথায় বাস করিয়া তথা হইতে শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিবার মানস করিলাম। চন্দ্রবদনী দেবীতে দুই রাত্রি মাত্র থাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। সকল বিষয়ের সুবিধা হইলে আমি সেইখানে আরও কিছুদিন থাকিতাম। কিন্তু দুই এক দিনের অধিক সেই দুর্গম গিরিশিখরে কাহাকেও রাখিতে দেবীপূজকগণ অসমর্থ। কেবল দুই একজনমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীকে দুই এক দিনের জন্য তাঁহারা মায়ের চারটি প্রসাদ দিয়া কোনরূপে সৎকার করিতে পারেন। এই সকল দুর্গম স্থানে দুই এক দিন থাকাও বিষম কষ্টকর। অতি কষ্টেই যৎসামান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণ মায়ের পূজা নির্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপ নানা অসুবিধা হওয়ায় আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি সেইখানে অধিক কাল থাকিতে পারিলাম না। ভগবতীর চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যেন তাঁহার দর্শন করিতে তথায় আসিতে পারি এই প্রার্থনা করিলাম। দিনান্তে সামান্য দুই গ্রাস মাত্র অন্নের সংস্থান থাকিলেও আমি আরও দুই চারি দিন চন্দ্রবদনী দেবীতে থাকিতে পারিতাম।

কিন্তু কি করি, উপায় নাই বলিয়াই আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে মায়ের নিকট আবার আসিব বলিয়া বিদায় লইতে হইল। মায়ের পূজারী ব্রাহ্মণও আমাকে তথা হইতে শ্রীনগরে যাইতে পরামর্শ দিলেন, কারণ শ্রীনগরে পৌছিলেই আমি ৺কেদার-বদরী-নারায়ণের পথ পাইব। চন্দ্রবদনী হইতে এক দিনেই শ্রীনগরে পৌছিতে পারা যায়। নিবিড় অরণ্যপথে প্রায় অর্দ্ধেক দিন চলিয়া শ্রীনগর হইতে যে কাটা সড়ক টিহরীতে গিয়াছে সেই সড়ক ধরিয়া শ্রীনগরে যাইতে হয়। পূজারী ঠাকুর মন্দির হইতে কিছু দূর আসিয়া আমাকে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিবার একটি পথ এবং দূর হইতে তাহাদের গ্রামখানি দেখাইয়া বলিলেন যে, আমি ঐ গ্রামে পৌছিতে পারিলেই তথা হইতে নিরাপদে শ্রীনগরে পৌছিতে পারিব। জন-মানবশূন্য ঘোর অরণ্য ও সেই অতি সঙ্কীর্ণ মনুষ্যপদচিহ্নিত পথ দেখিয়া আমি পূর্ব্বেই মনে করিয়াছিলাম যে আমি পথ হারাইব। ফলে কিছুদূর যাইতে যাইতে তাহাই হইল। চন্দ্রবদনী দেবী হইতে যে পূজার গ্রাম লক্ষ্য করিয়া আমি অগ্রসর হইতে ছিলাম, কিছুদূর গিয়াই আর আমি তাহা দেখিতে পাইলাম না। ক্রমশঃ এক মহাঘোর নিবিড় অরণ্য মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার চতুষ্পার্শে কেবল ঘন বন; সূর্য্যালোকের পর্য্যন্ত প্রবেশ নাই। সেখানে গিয়া পথেরও আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরিচিত বিষম দুরারোহ পর্বতারণ্যে পথভ্রান্ত হইয়া হঠাৎ একদিকে যাইতেও সাহস হইল না। তখনও আমি দেবীর মন্দির হইতে অধিক দূর নামিতে পারি নাই। কোন দিকে গেলে আমি ঠিক পথে পৌছিব তাহা কিছুতেই স্থির করিতে না পারিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িলাম।

এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে অমন বিপৎসঙ্কুল কঠিন স্থানে পথহারা হইয়াও হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে নাই। কারণ সেই স্থান যে স্বর্গতুল্য, তাহার যেখানেই থাকি স্বর্গসুখ। হিমালয়ে বিচিত্রলীলাময়ী প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার স্তূপাকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, প্রায় এক ঘণ্টা কাল সেইখানে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিলাম। আমি জানিতাম যে, পথ করিয়া লইব, সেই স্থানেই আমাকে পড়িয়া থাকিতে হইবে না। এই নিশ্চয় ধারণা ছিল বলিয়া আমি এইরূপ বিপদের জন্য বড় ভাবিয়া ব্যাকুল হইতাম না। প্রায় এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়াও যখন এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ হইল না যাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া 'জয় মা জগদম্বা' বলিয়া আপন মনে একদিকে চলিলাম। যত যাই, ঘোরতর নিবিড় অরণ্য মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলাম, এবং ক্রমশঃই উৎরাই, প্রকাণ্ড একটি পর্বতের উপর হইতে নিম্নে যাইতেছি। পর্বতের উপরে উঠা অপেক্ষা নামিবার সময় অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। পর্বতভ্রমণে অভ্যস্ত ব্যক্তি-মাত্রেই ইহা জানেন যে পর্বতে উঠিবার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু নীচে নামিবার সময় যেন সামাল সামাল ; নিজের পায়ের উপর তখন কোন জোর থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, একটুতেই গড়াইয়া যাইতে হয়। হিমালয়ের উচ্চ হিমবান পার্বত্য প্রদেশের উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আরোহণ অবরোহণ যেরূপে করিতে হয় তাহা আমি ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের এই ত মোটে আরম্ভ—কেদার বদরী যাইতে আমাকে এখনও কত চড়াই উৎরাই করিতে হইবে, বলা যায় না, তাহার পর তিব্বত।

যাহা হউক, এক্ষণে আমি সেই ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ বিকট পথে কোথায় যাইতেছি, দেখা যাউক। আমি সেই প্রকাণ্ড পর্বত হইতে যে দিক দিয়া নামিতে লাগিলাম সেই দিকে কখনও মানুষের পদসঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। এইরূপে অনন্ত জীবনিবহের একমাত্র নিয়ন্তা ভগবান আমাকে যে দিক দিয়া লইতে লাগিলেন, আমিও সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই আমি বিষম উৎরাইয়ে আসিয়া পৌছিলাম, নামিয়া যাওয়া একান্তই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সেখানে আর সমান পা ফেলিয়া যাইবার জো নাই। তবে সেখানে রক্ষা পাইবার প্রধান কারণ হইল এই যে সেই পর্বতগাত্র শুদ্ধ পাষণময় না হইয়া ঘনতৃণবনাচ্ছাদিত হওয়ায় আমি পিঠে ভর দিয়া নরম মৃত্তিকায় পা বসাইতে বসাইতে, বৃক্ষশাখা ও তৃণগুচ্ছাদি ধরিতে ধরিতে প্রায় দুই তিন মাইল নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কি কঠিন স্থান যে অতিক্রম করিয়া আসিলাম তাহা বলিতে পারি না। পার্বত্য প্রদেশের কঠিন স্থানবিশেষে পাঁচ সাত মাইল পথ চলিতেই সমস্ত দিন লাগিয়া যায়। যাহা হউক, এইরূপে আমি বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটি নিরাপদ সমতল স্থানে পৌছিয়া দেখিলাম যে একটি পাহাড়ী কৃষক একখণ্ড অল্পপরিসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শস্যক্ষেত্রে বসিয়া পক্ক গোধূমশীর্ষ আহরণ করিতেছে, এবং একটি শুষ্ক তৃণপত্ররাশির অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতে 'উম্বী' প্রস্তুত করিতেছে। সদ্য আহৃত অর্দ্ধপক্ক তৃণানলসংভৃষ্ট যবগোধূমমঞ্জরীকে ঐ অঞ্চলের পাহাড়ীরা উম্বী বলে। যব ও গম পাকিলে পাহাড়ে উম্বী খাইবার ভারি ধুম লাগিয়া যায়। পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ, ছেলেপিলে, সকলে মিলিয়া উম্বী খাইবার জন্য দল বাঁধিয়া আপন আপন ক্ষেতে গিয়া শুষ্ক তৃণপত্রাদির অগ্নিতে যব ও গমের শীষগুলি ভাজিয়া তৃণদণ্ড হইতে একটি একটি করিয়া শস্য ছাড়াইয়া কোঁচড় ভরিয়া খায়। তাহাতে তাহাদের বড়ই আনন্দ। আমার পাহাড় হইতে নামিতে কেবল পা দুইখানি কাঁটাগাছে একটু একটু ছড়িয়া যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া একেবারে জলযোগের যোগাড় দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বিকট পথশ্রমে ক্ষুধা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এক্ষণে একটু বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে না করিতেই (এদিকে বেলাও দ্বিপ্রহর হইয়াছিল) আমার জঠরানল স্বভাবতঃই উদ্দীপ্ত হইল। পাহাড়ী ভায়া তো একমনে উম্বী তৈয়ার করিতে করিতে হঠাৎ আমাকে সেইস্থানে পৌছিতে দেখিয়াই চমকাইয়া গেল ও কিছুক্ষণের জন্য আমার দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল। তাহার পর সে পাহাড়ী কথায় আমি কিরূপে কোথা হইতে সেইখানে আসিলাম, জিজ্ঞাসা করিল। আমি চন্দ্রবদনী দেবী হইতে সেইস্থানে আসিয়াছি শুনিয়া তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তাহার বিশেষ বিস্মিত হইবার কারণ এই যে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গম অরণ্য মধ্যে বনচারী মৃগয়াজীব শিকারিগণও ইতিপূর্বে কেহ কখনও প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই, বা চন্দ্রবদনী দেবী হইতে আমার মত কেহ সেই পথে নামিয়া আসিয়াছে, তাহাও সে জানিত না। এই কারণ সে "ধন্য মাই চন্দ্রবদনী দেবী" বলিয়া দেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক আমাকে বলিল যে মা স্বয়ং আমার হাত ধরিয়া না নামাইলে আমি সেই দুর্গম পার্বত্য অরণ্য কিছুতেই পার হইতে পারিতাম না। তাহার প্রত্যেক কথাই আমার সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কারণ আমি এইরূপ আরও কত বিপদে পড়িয়া দেখিয়াছি যে অসহায়ের সহায়, আপনার হইতে আপনার একজন অন্তরালে থাকিয়া আমাকে সদাসর্বদা রক্ষা না করিলে আমি কিছুতেই বারে বারে এইরূপ বহুবিধ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সাধারণকে আজ আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনাইতে সক্ষম হইতাম না। আমি এই রূপে কতবার যে কত ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল স্থানে পতিত হইয়া ভগবানের অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। আমি সে সমুদয় যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক নিরক্ষর পাহাড়ী কৃষকের মুখেও ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল এবং মনে করিলাম যে ইহা অপেক্ষা ঘোরতর বিপদে পড়িলেও ভগবান রক্ষা করিবেন। তাহার পর সেই পাহাড়ী আমাকে চারটি উম্বী খাইতে দিল। আমি তাহাতেই জলযোগ করিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম এবং তাহার নিকট শ্রীনগর যাইবার পথ জানিয়া লইলাম।

তথা হইতে পুনরায় বনে বনেই চলিতে লাগিলাম। এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চলিয়া টিহরি হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত যে সরকারী পথ আছে সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সমান এক প্রশস্ত পথ পাইয়া এইবার আমি চক্ষু বুজিয়া চলিতে লাগিলাম। শ্রীনগরে পৌছিতে আমার প্রায় সন্ধ্যা হইল। শ্রীনগরে পৌছিয়া পুনরায় আমি লোকালয়ের মুখ দেখিলাম। দেশীয় গড়োয়ালের যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া টিহরি ভিন্ন আর একটিও বাণিজ্য-ব্যবসায়োপযোগী বহুলোকের বাসস্থান, গ্রাম বা নগর আমি দেখি নাই। এইবার বৃটিশ গড়োয়ালের প্রধান নগরে আসিয়া পৌছিলাম। অলকানন্দা পার হইলেই বৃটিশ সীমানা। অলকানন্দার পশ্চিম পারে দেশীয় গড়োয়াল এবং পূর্ব পারে বৃটিশ গড়োয়াল। শ্রীনগর অলকানন্দার তীরবর্তী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। বৃটিশ অধিকারের পূর্বে শ্রীনগর গড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী ও অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এখনও লোকসংখ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমগ্র গড়োয়ালের মধ্যে শ্রীনগরই প্রধান। গড়োয়ালের সিভিল ষ্টেশন * পৌড়ীও শ্রীনগরেরই নিকটে। সুতরাং স্থানটি সর্বতো-ভাবেই বাসোপযোগী হইয়াছে, এবং সেই জন্য বহু নিম্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ীরাও এই শ্রীনগরে বাণিজ্যসূত্রে অবস্থিতি করায় শ্রীনগরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ৺বদরিকাশ্রম যাত্রার সময় বিভিন্ন দেশীয় বহুতর লোকের একত্র সমাগমে স্থানটি জনতায় পূর্ণ হয়, এবং ৺বদরিকাশ্রমের পথে এক শ্রীনগরেই লোকালয়ের অস্তিত্ব বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। শ্রীনগর অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত এবং বাজারের মধ্যে পাথরবাঁধা প্রশস্ত এক পথ

*সরকারী সদর মোকাম। গড়োয়ালের হেড কোয়ার্টার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

... Ashram
BANARAS

আছে। তাহার দুই পার্শ্বে প্রস্তর নির্মিত গৃহশ্রেণী ও নানাবিধ সামগ্রীর বিপণি। অত্যল্পকালের মধ্যেই বাজারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাওয়া যায়। শ্রীনগরের দক্ষিণভাগে অলকানন্দার তীরে গড়োয়াল রাজ্যের ভগ্নাবশিষ্ট প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত এক প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। এই সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক প্রকাণ্ড প্রস্তরখানি প্রাচীন ভারতীয় স্থপতির অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। এক একখানি প্রস্তরখণ্ড পরিমাণে অসাধারণ, এবং তাহা এমনি অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য ও কৌশলের সহিত গ্রথিত যে দেখিলেই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইহা স্বাধীন গড়োয়াল রাজ্যের অস্তমিত গৌরবের একটি প্রকৃত নিদর্শন। এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে নির্মিত সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা আমি সমগ্র গড়োয়াল ও কুমায়ুনের মধ্যে আর কোথাও দেখি নাই। এখানে একটি সরকারী মাইনর স্কুল ও হাঁসপাতাল আছে। আমি শ্রীনগরে পৌছিয়াই প্রথমে অলকানন্দায় অবগাহন করিলাম, তাহার পর ৺কমলেশ্বর মঠে গেলাম।

শ্রীনগরে কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। সেই মঠের মোহান্ত দয়ালপুরীর পুত্রের সহিত আমার হৃষীকেশ হইতে দেরাদুনে যাইবার পথে আলাপ হইয়াছিল। তিনি শ্রীনগরে পৌছিলে আমাকে তাঁহাদের মঠে গিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সেই কথা স্মরণ করিয়া কমলেশ্বর মঠে গিয়া ৺কমলেশ্বর দেবের দর্শন করিয়া আমার পূর্বপরিচিত মোহান্তজীর পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার যত্নের ত্রুটি করিলেন না। ৺কমলেশ্বরদেবের যে ভূসম্পত্তি ও আয়, মোহান্তজী মনে করিলে তাহা দ্বারা স্ব-সম্প্রদায়ের বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনসাধারণের যথেষ্ট হিতসাধন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা আদৌ নাই বলিলেই হয়। স্থাবর দেবোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন প্রতি বৎসর ৺বদরীকাশ্রম যাত্রীদের দর্শনী প্রভৃতিতে ৺কমলেশ্বর দেবের যে আয় হয় তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু এই অর্থ মোহান্তজীর সুব্যবস্থায় কেবল সঞ্চিতই হইতেছে। মোহান্তজী দেখিতে সভ্য ভব্য। দুই হাতে দুই সোনার বালা এবং সর্বদাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় সুসজ্জিত থাকেন। মোহান্তজী "ঘরবারী" গোসাঁই।

এই বাঙ্গালাদেশে যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ হইতেই কালে একদল গৃহস্থ বৈরাগীর উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ প্রবর্তিত দশনামী* সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসিগণ হইতেই কালক্রমে এই "ঘরবারী" গোসাঁইদের উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তরাখণ্ডে এই জাতীয় বিস্তর "ঘরবারী" গোসাঁইদের বাস, এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই দেবসেবায় নিযুক্ত দেখিলাম। উত্তরাখণ্ডের শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্তদিগের উপাস্য দেবদেবীর প্রায় সকল মন্দিরগুলি এই গিরি-পুরী-নামা "ঘরবারী" গোসাঁইদের অধিকারভুক্ত। এই "ঘরবারী" গোসাঁইগণ সন্ন্যাসের চিহ্নস্বরূপ মস্তকে কেবলমাত্র একটি গৈরিক পাগড়ী ধারণ করিতেন। পূর্বে যে সকল ত্যাগী মহাপুরুষ এই মঠের মোহান্ত-পদে বিরাজমান ছিলেন, তাঁহাদের পবিত্র আসন পূর্বাপর সযত্নে রক্ষিত

---

* ভগবান শঙ্করাচার্যের চারিজন প্রধান শিষ্য কর্তৃক সন্ন্যাসিগণের এই দশ নাম পরিকল্পিত হইয়াছে। দশটি নাম যথা—গিরি, পর্বত, সাগর, বন, অরণ্য, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, তীর্থ ও আশ্রম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। মঠে সন্ন্যাসের নিদর্শনস্বরূপ একমাত্র সেই আসনই এক্ষণে বিদ্যমান; তদ্ভিন্ন প্রকৃত সন্ন্যাসের আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর যদি দেখিতাম যে মঠের দেবোত্তর সম্পত্তি কেবল জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় হইতেছে, তাহা হইলেও না হয় কতক সন্তোষ লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে সে দিকেও মোহান্তজীর দৃষ্টি নাই। কেবল যে এই মঠেরই এই দুর্দ্দশা তাহা নহে, ক্রমশঃ উত্তরাখণ্ডের প্রধান যোশীমঠেই বা কি হইতেছে তাহাও দেখাইব। যাহা হউক আমার সহিত মোহান্তজীর যতবার কথাবার্তা হইল, দেবোত্তর সম্পত্তির যথোচিত সদ্ব্যয় না করিয়া তিনি যে প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন তাহা আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইতে একবারও বিস্মৃত হই নাই। উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই আমি সন্ন্যাসীর মঠের যে দুর্দশা দেখিলাম তাহাতে প্রকৃতই আমার মর্মান্তিক কষ্ট হইল। পরম পবিত্র তপোভূমি বদরিকাশ্রমের সন্ন্যাসীর মঠসমূহ যে কতকগুলি ঘরবারী গোঁসাইয়ে পূর্ণ দেখিব, তাহা একবারও ভাবি নাই। যাহা হউক, মোহান্তজীর পুত্রের সহিত আমার পূর্ব্বে একটু পরিচয় হওয়ায় মঠে আমার যত্নের ত্রুটি হয় নাই। অবশেষে আমার ভাগ্য এমনি সুপ্রসন্ন হইল যে, মোহান্তজী আমার শীতবস্ত্রের অভাব দেখিয়া আমাকে একখানি কম্বল দিলেন। চন্দ্রবদনীতে যাইবার সময় টিহরীর রাজগুরুও আমাকে একখানি কম্বল দিয়াছিলেন। কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সেখানিও আমার হস্তচ্যুত হয়। সুতরাং আমার একখানি কম্বলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতান্ত আবশ্যক হয়; সেইজন্য মোহান্তজীর একটু সহায় করাইয়া আমার সেই সময়ে বিশেষ উপকার হইল।

কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির ব্যতীত এখানে আরও কতকগুলি দেবমন্দির আছে, কিন্তু সেগুলি তত প্রসিদ্ধ নহে। আমি নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া সেইগুলিও দর্শন করিয়া আসিলাম। শ্রীনগরে কতকগুলি পার্বত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্নও হইয়াছেন, শুনিয়াছি। আমার সহিত অম্বা দত্ত যোশী নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আলাপ হয়। তাঁহার নিকট একখানি হস্তলিখিত অবধূত গীতা পাঠ করিয়া সেই সময়ে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। ৺বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে তিনি আমার জন্য একখানি অবধূত গীতা লিখিয়া রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। হৃষীকেশ হইতে দেরাহুন ও মসুরী হইয়া আমি উত্তরাখণ্ডে প্রবেশলাভ করিয়াছিলাম। সেইজন্য হৃষীকেশ ও শ্রীনগরের মধ্যবর্তী পতিতপাবনী ভাগীরথী ও অলকানন্দা সঙ্গমে দেব-প্রয়াগ (দিব্য-প্রয়াগ) নামক পবিত্র তীর্থে আমার অবগাহন করা হয় নাই। সেইজন্য আমি বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া পুনরায় এই পথেই আসিব স্থির করিলাম। পাহাড়ীদের হিসাবে হরিদ্বার হইতে কেদার ও ৺বদরীনারায়ণ ১২০ ক্রোশ এবং শ্রীনগর ঠিক তাহার মধ্যস্থলে। তাহা হইলেই শ্রীনগর হইতে কেদার ৬০ ক্রোশ।* যাহা হউক,

* আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার পর এতদিনে শ্রীনগরের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে, শুনিয়াছি। গোলা হ্রদের জলপ্লাবনের পর বর্তমান শ্রীনগর পর্বতের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই তিন দিন শ্রীনগরে থাকিয়াই তথা হইতে প্রাতঃকালে রুদ্রপ্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ উনিশ মাইল; পাহাড়ী বার ক্রোশ; ইংরাজী প্রায় দেড় মাইলে পাহাড়ী এক ক্রোশ হয়। শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম যে বিভিন্নদেশীয় ও নানা সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু ও গৃহস্থ যাত্রিগণের অবস্থিতির জন্য পথে দুই এক ক্রোশ অন্তর এক একখানি চটি থাকাতে, মহানির্জন দুর্গম আরণ্য প্রদেশও লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে। সেই বিপুল জনস্রোত অবিরাম গতিতে ঊর্ধ্বাধোভাগে ধাবিত হইতেছে। যাত্রার প্রারম্ভেই হরিদ্বারে যাঁহারা মেষ সংক্রান্তির স্নান করিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে নামিতেছেন; আর অধিকাংশ যাত্রী উপরে উঠিতেছেন। গঙ্গোত্রী হইয়া যাঁহারা বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন তাঁহারাও এই সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমি আষাঢ় মাসের শেষভাগে ৺বদরীনারায়ণে পৌঁছিয়াছিলাম। শ্রাবণ মাসের শেষ পর্যন্ত নিম্নদেশীয় যাত্রিগণের যাতায়াত প্রায় সমানভাবে থাকে। আর ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিনমাস শীতাধিক্যবশতঃ নিম্ন দেশীয় লোকের যাত্রা প্রায়ই থাকে না। কেবল এতদ্দেশীয় পার্বত্য যাত্রিগণের প্রাদুর্ভাব সেই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া যমুনোত্রীপথের ভীষণ নির্জনতা ও গঙ্গোত্রীপথের মুষ্টিমেয় যাত্রিসমাগমের পরিবর্তে আমি বহুজনাকীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম।

ভক্ত যাত্রিগণের মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত "জয় কেদার, জয় বদরী বিশাল" ধ্বনিতে পার্বত্য প্রদেশের স্বাভাবিক ও গভীর নিস্তব্ধতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুদিনের জন্য যেন নিভৃত গিরিকন্দরে গিয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। যে অরণ্যবহুল কঠিন পার্বত্য প্রদেশে কদাচিৎ কোন নিম্নপ্রদেশীয় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা, তাহা ভগবানের মহিমা প্রভাবে আজ বিচিত্র জনতায় পূর্ণ! শ্রীভগবানের অপার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া, আপন আপন গৃহপরিজন পরিত্যাগ করিয়া, বহু কর্মার্জিত ধনের অজস্র ব্যয় করিতে করিতে কত সহস্র সহস্র অবস্থাপন্ন নরনারী স্ব স্ব শিশু সন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই দুর্গম গিরিমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন! ধন্য ভগবান, আর ধন্য তোমার মহিমা! সম্পূর্ণ কঠোর ব্রত অবলম্বন না করিলে বদরিকাশ্রম যাত্রা অসম্ভব। যাত্রিগণের কোন কষ্টের প্রতি যেন জ্রক্ষেপ নাই, কেবল কতক্ষণে তাঁহারা দেবাদিদেব কেদার ও বদরী বিশালের দর্শন পাইবেন, এই এক চিন্তাই তাঁহাদের প্রবল। যথার্থই উত্তরাখণ্ডে যাত্রিগণের ভগবন্নিষ্ঠা, একাগ্রতা, দেবদর্শনলালসা ও কঠোরচর্যা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়, এবং শ্রীভগবানের অপার মহিমা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিয়া হৃদয় ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়। বস্তুতঃই তাঁহাদের দর্শনেও পুণ্যসঞ্চয় হয়। এই পথের পথিক সকলেই সমান, সকলেরই এক চিন্তা ও এক উদ্দেশ্য। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, বালক ও বালিকাগণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; কারণ সকলেরই এক চটিতে বাস, একত্র অবগাহন, আহার, বিহার, শয়ন, এবং সকলের মুখেই সেই এক কথা "জয় কেদার, জয় বদরী বিশাল।" তীর্থভ্রমণের মাহাত্ম্য আমি এখানে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। কেন যে আর্য্যঋষিগণ বর্ণাশ্রমি-গণের পক্ষে তীর্থভ্রমণ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিধান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিলেন, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাম। তীর্থভ্রমণের সময় মনুষ্যের বহুতর সদ্‌গুণ প্রকাশ পায়। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন সদ্‌বৃত্তিগুলি যেন যুগপৎ মনুষ্যহৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এমনি স্থানমাহাত্ম্য যে ঘোর বৈষয়িক লোকও কিছুদিনের জন্য দেবত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। শ্রীনগর হইতে পথে চলিতে চলিতে নানাদেশীয় যাত্রি-গণের পবিত্র সমাগম দেখিয়া, এবং বদরিকাশ্রমের অলৌকিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, আমি এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, যাঁহার অলৌকিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই সুন্দর বিজন পার্বত্যপ্রদেশ বিপুল জনতায় পূর্ণ হইয়াছে, এবং স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, অন্ধ, খঞ্জ ও অন্যান্য বহুবিধ দুরবস্থাপন্ন ও অক্ষম সহস্র সহস্র ব্যক্তি যাঁহার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া—অবলীলাক্রমে এই দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইয়াছে, ধন্য তাঁহার শক্তি! যাত্রিগণের সুবিধার জন্য দুই, তিন বা চার মাইল অন্তর ছোট বড় এক একখানি চটি আছে। প্রত্যেক চটিতে থাকিবার স্থান আছে, এবং আহার্য সামগ্রীর মধ্যে চাল, ডাল, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা ও আলু প্রভৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু সকল দ্রব্যই মহার্ঘ্য। এ পথে আমাকে ভিক্ষার জন্য আর একটুও চেষ্টা করিতে হইল না। কারণ কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, যাঁহারা কিছু অর্থ সম্বল লইয়া যাত্রায় আসেন, তাঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর সাধু-সন্ন্যাসী ভোজন করাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমন অনেক ধনাঢ্য গৃহস্থ যাত্রী আছেন, যাঁহারা প্রত্যহ বহুতর সাধু সন্ন্যাসিগণকে আহার্য দিয়া আপন আপন সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীনগর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে যাত্রা করিয়া আমি প্রায় সমস্ত দিনই চলিলাম, কেবল মধ্যাহ্নে একটি চটিতে জনৈক গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলাম।

তাহার পর দিবা অবসানপ্রায় সময়ে রুদ্রপ্রয়াগে পৌছিলাম। হৃষীকেশের উপর লছমনঝোলা হইতে যে সরকারী পথ বরাবর বদরীনারায়ণে গিয়াছে, তাহা এইখানে ছাড়িয়া রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অন্য পথে কেদারনাথে যাইতে হয়। রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার উপর একটি পাকাসেতু আছে। বদরীনারায়ণের পথ হইতে সেই সেতু দিয়া অলকানন্দা পার হইয়া রুদ্রপ্রয়াগে যাইতে হয়। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থলকেই রুদ্রপ্রয়াগ বলে। প্রধান দুইটি তীর্থ হইতে প্রবাহিত হইয়া দুইটি পৃথক নদী যেমন এই-খানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তেমনি প্রধান দুইটি তীর্থে যাইবার দুইটি পৃথক পথের সন্ধিস্থলও এইখানে। বদরীনারায়ণের পথের উপর অলকানন্দার তীরেই একখানি চটি আছে, তদ্ভিন্ন এখানে কোন গ্রাম নাই। তবে রুদ্রপ্রয়াগে কেবল দুই একটি দেবালয় আছে। মন্দির কয়টি গড়ানে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। দেবসেবায় নিযুক্ত এই দুই এক ঘর লোক ভিন্ন এখানে আর কোন লোকের বাস নাই। পূজক একজন পাহাড়ী দশনামী গোঁসাই। তাঁহার একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। দুই জনই বয়স্থ ব্যক্তি। মূর্খ গোঁয়ার পাহাড়ী গোঁসাইয়ের একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক শিষ্য দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, আমি রুদ্রপ্রয়াগে পৌছিয়াই পবিত্র মন্দাকিনী ও অলকানন্দা সঙ্গমে স্নান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম, এবং যতক্ষণ না গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দিকে আচ্ছন্ন হইল, ততক্ষণ সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গম স্থলেই বসিয়া রহিলাম। আহা কি সুন্দর দৃশ্য, দেখিলেই চক্ষু জুড়ায়! উত্তালতরঙ্গিণী অলকানন্দা ও প্রবল বেগবতী মন্দাকিনীর অপূর্ব সম্মিলন দেখিতে দেখিতে আমার মনে কত ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। সুনীলবরণী কলনাদিনী মন্দাকিনী দেবাদিদেব শ্রীকেদারনাথের পাদদেশ বিধৌত করিয়া অলকাপুরী হইতে প্রবাহিতা শুভ্রসলিলা অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়া যেন ঠিক হরিহররূপ ধারণ করিয়াছেন। এই পবিত্র নদী-সঙ্গম দেখিলে স্বতঃই দর্শকের স্মৃতি পথে হরিহররূপ উদিত হইবে। চিরশ্যামাঙ্গী মন্দাকিনী অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়া পতিত-পাবনী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইবার জন্য অতি দ্রুতবেগে দেবপ্রয়াগাভিমুখে ধাবিতা হইয়াছেন। রুদ্রপ্রয়াগের অতি রমণীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দে তথায় এক রাত্রি যাপন করিলাম।

তাহার পরদিন প্রাতঃকালে তথা হইতে আমি ৺কেদার অভি-মুখে যাত্রা করিলাম। রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত অলকানন্দার তীরে তীরে আসিয়া এক্ষণে মন্দাকিনীর তীরে তীরে চলিলাম। নগাধিরাজ হিমালয়ের মধ্যে যতই প্রবেশ করিতে লাগিলাম, যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, অনন্তরত্নপ্রভব হিমালয়কে নিত্যই বিচিত্র নব নব বেশে সুশোভিত দেখিয়া আমার হৃদয়ে হিমালয়-দর্শন-লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিত্যই নগাধিপের বিচিত্র নবীন বেশ দর্শন করিয়া আমার মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইতে লাগিল, এবং কতক্ষণে ৺কেদার ও বদরীবিশাল*

* পঞ্চ কেদার ও পঞ্চ বদরীর বিস্তৃত বিবরণ আমি পরে লিখিব। এক্ষণে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই পর্যন্ত বলিয়া রাখি যে পঞ্চ বদরীর প্রধান বদরীনারায়ণকেই "বিশালা বদরী" বলে। মহাভারতের বনপর্বেই আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিব, সেই চিন্তায় চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আমি অগস্ত্যমুনিতে গিয়া পৌঁছিলাম। অগস্তমুনি তখন যাত্রিগণে পরিপূর্ণ। সকলেই আহারাদির আয়োজনে ব্যস্ত। কেহ দোকান হইতে দ্রব্যাদি আনিতেছেন; কেহ কেহ বা রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন এবং রন্ধন করিতেছেন। কত দেশের লোকই একত্র উপস্থিত হইয়াছেন, এবং কত প্রকার ভাষাই যে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব! সে এক অপূর্ব দৃশ্য! অগস্ত্যমুনিতে একখানি গ্রাম, একখানি বেশ বড় চটি ও অনেকগুলি দোকান আছে, এবং কয়েকটি অতি প্রাচীন দেবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত আছে। অগস্ত্য মুনি নাকি কিছুদিন এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই জন্যই স্থানটি অগস্তমুনি নামে প্রসিদ্ধ। তপস্যার অনুকূল স্থানই বটে। পথের ঠিক উপরেই গ্রাম ও চটি, তাহার সম্মুখে সুন্দর হরিদ্বর্ণের তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, তন্নিম্নেই চিরপ্রবাহিনী কলনাদিনী মন্দাকিনী। স্থানটি সম্পূর্ণরূপেই বাসোপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেরূপ শীতাধিক্যও নাই। শ্রীনগরের পর পথিমধ্যে এরূপ নাতিপ্রশস্ত রমণীয় উপত্যকা আর দেখি নাই। আমি মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া দেবদর্শন করিলাম এবং একটি মন্দিরে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম যে মহর্ষিগণ

যথা—"বিশালা বদরী যত্র নরনারায়ণাশ্রমঃ।" "বিশালা বদরীর" পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্ববর্তী দুইটি পর্বত নর ও নারায়ণ নামে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবিত ও সুরম্য স্থানসমূহের দর্শনেই যে আনন্দ ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিতেছি, না জানি সেই সকল তপঃক্লিষ্ট, পুণ্যদর্শন মহর্ষিগণের দর্শন লাভ ঘটিলে আজ কি অপার আনন্দসাগরেই নিমগ্ন হইতাম!

আমি সেই মন্দিরে বসিয়া এই সকল পবিত্র চিন্তায় অভিভূত হইয়া আছি, ইত্যবসরে বিভূতিভূষিতাঙ্গ, কৌপীনধারী, সহাস্য-বদন জনৈক সাধু আমাকে তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মধ্যাহ্নের পর সাধু ডাল ও রুটি প্রস্তুত করিয়া যেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও যত্নের সহিত ভিক্ষা করাইলেন, তাহা আমার চিত্তে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। মন্দির সংলগ্ন গৃহাভ্যন্তরে তাঁহাকে রন্ধন করিতে দেখিয়া আমি সেই মন্দিরেরই একজন পূজারী মনে করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৫০।৫৫ হইবে। যাহা হউক, আমি অগস্ত্যমুনিতে এতাদৃশ উদারচেতা সাধুপুরুষের দর্শন পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম এবং সেজন্য আমাকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমি ভিক্ষার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। অগস্ত্যমুনির রমণীয়তা দর্শনে আমি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে এত শীঘ্র কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমার যাইতে ইচ্ছা হয় নাই। তবে আমার গন্তব্য স্থানের দূরতা বিবেচনা করিয়া স্থানবিশেষে মুগ্ধ হইলেও আমি পথে দুই এক রাত্রির অধিক কোথাও অবস্থিতি করিতে পারি নাই। তাহার পর অগস্ত্যমুনি হইতে আমি যত উপরে উঠিতে লাগিলাম, দিবারাত্রি প্রায় সমান শীত বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানি চটিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখান হইতেই শীতাধিক্য বিশেষরূপে. অনুভূত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে এই চটি হইতে প্রকাণ্ড এক পর্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিয়া গুপ্তকাশীতে পৌছিলাম।

গুপ্তকাশী একটি প্রকাণ্ড ভূধরের সর্বোচ্চ ভাগে প্রতিষ্ঠিত। গুপ্তকাশী হইতে আর অতি অল্পদূর উপরে উঠিলেই সেই সুবিশাল গিরিশৃঙ্গের শিরোভাগে পৌছান যায়। গুপ্তকাশী হইতে বহুনিম্নে স্বর্নদী মন্দাকিনী প্রবাহিতা। মন্দাকিনীর পরপারেই আর একটি প্রায় সমান উচ্চ সুবৃহৎ গিরিগাত্রে ওখিমঠ। গুপ্তকাশী হইতে ঠিক সম্মুখ ভাগে ওখিমঠ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দাকিনীর পশ্চিম পার্শ্বস্থিত গিরিগাত্রে গুপ্তকাশী এবং পূর্ব পার্শ্বস্থিত গিরিগাত্রে ওখিমঠ। উচ্চতায় দুইটি স্থানই সমান বলিয়া বোধ হইল। গুপ্তকাশীতে দুইটি প্রস্তরনির্মিত দেবালয়ে ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত অতি সুন্দর দুইটি দেবমূর্তি দর্শন করিলাম। দেবতার নাম আমার স্মরণ নাই। দেবালয় প্রাঙ্গণে কৌশল পূর্বক দুইটি জলের ধারা দুইটি পিত্তলনির্মিত পশুমুখবিবর দিয়া প্রবাহিত করা হইয়াছে। জলের কল খুলিয়া দিলে যেমন জল পড়ে, এই দুই মুখ দিয়াও নিরবচ্ছিন্নকাল সেই মত হুড় হুড় শব্দে অতি সুশীতল জল পড়িতেছে এবং পরে গিরিগাত্র হইতে প্রবাহিত হইয়া মন্দাকিনীতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। গুপ্তকাশীর এই সুশীতল জলের ধারা দুইটি এইরূপে কৌশলপূর্বক প্রবাহিত করায় যাত্রিগণের স্নান ও রন্ধনাদির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গুপ্তকাশীর অধিবাসিগণও এই ধারার জল ব্যবহার করে। কিন্তু ইতর জাতির ব্যবহারের জন্য আরও কয়েকটি ধারা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
২২/২৫৮

৺কেদারের চিরহিমানী হইতে অবাধে শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এবং অত্যুচ্চ পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গুপ্তকাশীতে শীতের প্রাবল্য বিশেষরূপে অনুভব করিলাম। এখানে শীত ঋতু সদাসর্বদা বিদ্যমান, তবে শীতের কয়মাস তুষারপাত নিবন্ধন অধিকতর উগ্রমূর্তি ধারণ করে। এইখানে আসিয়া পুনরায় আমার সেই অগস্ত্যমুনির সাধুটির সাক্ষাৎ হইল। আমি যে পুনরায় তাঁহাকে এখানে দেখিতে পাইব তাহা ভাবি নাই। তাঁহার দর্শন পাইয়া আমার আশাতীত আনন্দ হইল।

পূর্বে আমি তাঁহাকে অগস্ত্যমুনিরই একজন পূজারী মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনিও আমাদের মত একজন ৺কেদার ও বদরিকাশ্রম দর্শনাভিলাষী যাত্রী। তবে পথে আসিতে অগস্ত্যমুনি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া, তিনি সেইখানে দুই দিন ছিলেন। অগস্ত্যমুনিতেই আমি তাঁহার সরল ও উদার ব্যবহারে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহার পর এইখানে আমি তাঁহার সেই সকল গুণের বিশেষ পরিচয় পাইলাম। আমাকে দেখিয়াও তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেই সর্বাঙ্গ অতি শুভ্র বিভূতিতে ভূষিত, সেই সহাস্য প্রসন্নানন, কৌপীনধারী মহাপুরুষের হৃদয় যে কি স্বর্গীয় বিমল আনন্দে পূর্ণ ছিল, তাহা তাঁহার সেই সরলতাময় মুখখানিতেই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আমাকে দেখিয়াই তিনি তাঁহার নিকট মহাবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য বলিয়া রাখিলেন। তাঁহাকে মহাবীর হনুমানের উপাসক বলিয়া বোধ হইল। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিভাবে ভক্তবীর হনুমানের নামোচ্চারণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিলাম। তাঁহার সম্মুখের কয়েকটি দাঁত না থাকায় তাঁহার সহাস্য মুখখানি ঠিক বালকের মত দেখাইত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধু হইয়াও তাঁহার মালা, তিলক ও কণ্ঠি প্রভৃতি ধারণের আড়ম্বর ছিল না, এবং তাঁহার হৃদয় যে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-ভাবশূন্য ছিল, তাহা তাঁহার ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, বিশেষতঃ শৈব সন্ন্যাসিগণের প্রীতি প্রতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। বৈষ্ণব সাধুগণের মধ্যে প্রায়ই এইরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অমায়িক উদার ও অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবও অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক তিনি আমাকে অন্য কোথাও ভিক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া, রন্ধনের জন্য বনে কাষ্ঠাহরণ করিতে গেলেন। ইত্যবসরে আমি গুপ্তকাশীর দেবদর্শনাদি করিয়া গ্রামের চতুর্দিকে বেড়াইতে লাগিলাম। তাহার পর আমরা যে ঘরখানিতে ছিলাম সেইখানে আসিয়া দেখিলাম যে সাধু কাষ্ঠাহরণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং সেই ঘরখানির এককোণে বসিয়া অতি নিবিষ্ট-চিত্তে ধ্যান করিতেছেন। বস্ত্রের মধ্যে তাঁহার একখানি কম্বল মাত্র ছিল, তাহাও শুনিলাম যে তিনি বনে কাষ্ঠাহরণ করিতে গিয়া কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছেন, গুপ্তকাশী হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি অনেকটা দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কোথায় যে তিনি ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার স্মরণ নাই, সুতরাং আর তাহা খুঁজিয়া আনা অসম্ভব হইল। সেই দারুণ শীতপ্রধান দেশে সাধুকে এককালীন বিবস্ত্র হইতে দেখিয়া আমার কম্বলখানি সেই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই তাঁহার গায়ে দিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র চলিয়া গেলাম। সাধু এমনি একাগ্রচিত্তে বসিয়া ধ্যান করিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং এমনি স্বর্গীয় হাসিতে তাঁহার মুখখানি পূর্ণ হইল যে বস্তুতঃই তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবকে হৃদয়ে সাক্ষাৎকার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে সেইখানে আসিয়া দেখিলাম যে সাধু রন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি রন্ধন করিতেছেন আর অনুচ্চ সুমধুর স্বরে মহাত্মা শ্রীতুলসীদাস কৃত রামায়ণ ও বিনয়পত্রিকা পাঠ করিতেছেন। আহা, ভক্তের মুখে অমিয়-রসাশ্রিত পদগুলি শুনিতে শুনিতে আমি যে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। বিনয়পত্রিকার ভজনগুলি এমনি সুন্দর, যে তাহা পাঠ করিতে করিতে সত্যই যেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। একে স্বর্গোপম তীর্থদর্শনের আনন্দ, তাহার উপর পবিত্র সাধু সঙ্গ লাভে গুপ্তকাশীতে আমি যে পরমানন্দ অনুভব করিলাম তাহার তুলনা এ জগতে আর কোথাও নাই। তাহার পর সাধু রন্ধন করিয়া শ্রীভগবানকে নিবেদন করিলেন। পরম পরিতোষসহকারে আমি সেই প্রসাদ পাইলাম। সাধুর ত এক কৌপীন সম্বল, অথচ কোথা হইতে যে তিনি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া পথে যাইতে যাইতে প্রত্যহ সাধুভোজন করাইতেন, তাহা বলিতে পারি না। আমার সহিত আরও দুই একজন সাধুকে তিনি ভোজন করাইলেন। আমাদিগকে ভোজন করাইয়া অত্যল্পমাত্র প্রসাদ যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাই ভোজন করিয়া তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।

তাঁহার ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া আমাকে বিস্ময়ান্বিত হইতে হইল। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তিনি গুপ্তকাশী হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কেদার অভিমুখে যাত্রা করেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "শ্রীকেদারনাথ আমাকে এইখানেই দয়া করিয়া দর্শন দিয়াছেন। আর আমি তথায় গিয়া কি করিব ?" ধন্য তাঁহার বিশ্বাস ও ধন্য ভগবানের দয়া। ইহাকেই বলে, "ভক্তের ভগবান"। বহুজন্মার্জিত সুকৃতির ফলেই মনুষ্য এই ভিক্ষু সাধুর ন্যায় হৃদয়, প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস লাভ করিতে পারে। এইরূপ নিঃস্ব কৌপীনধারী মহাপুরুষগণই আপন মুখের অন্নদানে প্রত্যহ নীরবে কত শত জীবের জীবন রক্ষা করিয়া ধর্মপ্রাণ ভারতের বিলুপ্তপ্রায় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং ইহাদের আত্মত্যাগ ও চরিত্রবলেই যে কণ্ঠাগতপ্রাণ ভারতের পরমায়ু এখনও শেষ হয় নাই, তাহা বোধ করি শিক্ষিত স্বদেশ হিতৈষি-গণের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন। আত্মত্যাগপরায়ণ, পরমোদার, পবিত্র মহাপুরুষচরিত্রই জাতীয় জীবনের মুখ্য উপাদান। শত শত অন্তঃসারশূন্য সভা-সমিতি ও নিবেদন-আবেদনে যাহা না হয়, এইরূপ একটি মহাপুরুষ-চরিত্রের বলে তাহা অতি সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। আজ যদি ভারতে এইরূপ মহাপুরুষ-চরিত্রের বিরল দৃষ্টান্ত দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে এতদিন ভারতও অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য দেশসমূহের দশা প্রাপ্ত হইত।

জনৈক পাহাড়ীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে গুপ্তকাশী হইতে ৺কেদারের পথে ফাটাচটি নামক চটিতে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন! তাঁহাকে সেই অঞ্চলের পাহাড়ীরা ফাটাচটির স্বামী বলিত। তিনি তিব্বতে গিয়া কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। আমারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈলাস দর্শনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই পাহাড়ী আমাকে তাঁহার নিকট তিব্বতে যাইবার সুগম পথ প্রভৃতি জানিয়া লইতে পরামর্শ দেয়। সেই অবধি আমার ফাটাচটির স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ ইচ্ছা হয়। গুপ্তকাশীতে পৌছিয়া শুনিলাম যে ফাটাচটির স্বামী এক্ষণে ওখিমঠে আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি ভাবিলাম যে কি জানি, যদি তিনি ওখিমঠ হইতে আবার কোথাও চলিয়া যান, তাহা হইলে আর আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং আমি গুপ্তকাশী হইতে ওখিমঠাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

গুপ্তকাশী হইতে ওখিমঠ যাইতে হইলে প্রকাণ্ড দুইটি পর্বতের একটি সুদীর্ঘ চড়াই ও একটি উৎরাই করিতে হয়। প্রথমটি উৎরাই, গুপ্তকাশী হইতে নামিতে নামিতে সেই প্রকাণ্ড পর্বতের পাদমূলে একেবারে মন্দাকিনীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তারপর একটি পাকা সেতুতে পার হইয়া আর একটি প্রকাণ্ড পর্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। একটি পর্বত হইতে নামিতে ও আর একটি পর্বতে উঠিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল। তবে গুপ্তকাশী হইতে ওখিমঠের দূরত্ব সম্বন্ধে আমার ঠিক স্মরণ না থাকায় আমি তাহা ঠিক করিয়া লিখিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, বেলা প্রায় দশটার সময় ওখিমঠে গিয়া পৌছিয়াছিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি ওখিমঠটি অত্যুচ্চ সুবৃহৎ একটি পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। ওখিমঠ হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে ৺কেদারের চিরতুষারমণ্ডিত মহান পর্বতশাখা অতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ওখিমঠ হইতে অপার চিরহিমানীর সুবিশাল দৃশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, গুপ্তকাশী হইতে সেরূপ দেখিতে পাই নাই। সেই প্রকাণ্ড পর্বতের উপর উঠিতে আমার যে শ্রান্তি বোধ হইয়াছিল তা ওখিমঠে পৌছিতে না পৌছিতেই দূর হইল। এমনি স্থানমাহাত্ম্য! পর্বতের চড়াইটি এতই বড় যে সেই দারুণ শীতেও আমি ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া ওখিমঠে পৌছিলাম। তথায় পৌছিয়া গ্রামের বহির্ভাগে আমি একস্থানে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তথা হইতে যখন নগাধিপ হিমাচলের মহান বিচিত্র দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল ও তাহার অপার গাম্ভীর্য আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তখন আমার পথশ্রান্তি ও ক্লেশ দূর ত হইলই, বরং আমার হৃদয় আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইল এবং মনে হইল যেন তথায় পৌছিতে আমাকে আদৌ কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই।

সে যাহা হউক, এইরূপে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ৺কেদার হইতে বদরীনারায়ণের পথে ওখিমঠ একটি প্রধান তীর্থ, গ্রামও সর্বতোভাবে দর্শনীয় স্থান। শুনিলাম, দেবাদিদেব মহাদেবের পরমভক্ত বাণ রাজার পুরী এই ওখিমঠেই ছিল, এবং বাণরাজকন্যা উষাহরণাভিণয় এইখানেই হইয়াছিল। হিন্দীভাষাভাষীদের মধ্যে অনেকেই মুর্দ্ধন্যষকারের উচ্চারণ খকারের ন্যায় করেন বলিয়া, "উষা"কে "উখা" বলেন, এবং উষার নামানুসারেই উষামঠ 'উখামঠ' হয়; তাহার অপভ্রংশ হইয়া সেই "উখামঠ" ক্রমশঃ "ওখিমঠে" পরিণত হইয়াছে। গ্রামে পৌছিয়াই আমি সেই ফাটাচটির স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

এইখানে একটি ছোট সরকারী ডাক্তারখানা ও আরোগ্যশালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। কেদার বদরীনারায়ণের পথে স্থানে স্থানে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ আরোগ্যশালা করিয়া যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। স্বামীজি ডাক্তারখানাতেই ছিলেন। কারণ সেইখানকার ডাক্তার মহাশয় তাঁহার একজন ভক্ত। স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি উক্ত ডাক্তার মহাশয়কে আমার ভিক্ষার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি সেই ডাক্তারখানার একটি ঘরে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতগীতা পাঠ করিতে-ছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তায় বুঝিলাম যে তিনি বহু তীর্থ দর্শন করিয়া প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ সেই সুদূর হিমপ্রধান পার্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছেন। অত্যন্ত শীতে বালকগণের শরীর যেমন ফাটিয়া যায়, তাঁহারও সর্বাঙ্গ সেইরূপ ফাটিয়া গিয়াছে দেখিলাম। বহুকাল অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশে অবস্থিতি করিয়া বা অন্য কোন কারণে তাঁহার শরীরের সেই অবস্থা হইয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয় নাই। সুদীর্ঘকাল যাবৎ দেশত্যাগী হইয়া পার্বত্য প্রদেশে অবস্থিতি করায় তাঁহার আচার ব্যবহারও অনেকটা পাহাড়ীদের মত হইয়াছিল। এই যাত্রার কয়েক মাস ভিন্ন তাঁহার সহিত আর ভিন্ন দেশীয় লোকের সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অন্যান্য দেশীয় যাত্রিগণের মধ্যে আবার বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সুতরাং বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটিত না। কদাচিৎ কোন বাঙ্গালী সাধু-সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আহার্য, ডাল ও আটা প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতেন। স্বদেশীয় জ্ঞানে বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। পাহাড়ীরা তাঁহাকে আবশ্যকীয়

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিত। যাহা হউক, তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ আর কোন কথা স্মরণ নাই।

ফাটাচটি হইতে তাঁহার সেইখানে সেইদিন আসিবার কারণ শুনিলাম যে এলাহাবাদ মিউর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য মহাশয় সেইদিন ৺কেদার দর্শন করিয়া সেইখানে আসিয়া পৌছিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসেই তিনি তথায় আসিয়াছিলেন। তাহার পর আমি তাঁহাকে তিব্বতে যাইবার পথঘাট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে ৺বদরীনারায়ণের নিকটবর্তী যোশীমঠ হইতে নীতি ঘাট বা পাস দিয়া তিনি এক বৎসর তিব্বতে গিয়া কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। আমাকেও তিনি নীতি ঘাট দিয়া তিব্বতে যাইতে পরামর্শ দিলেন, এবং সেই পথই সর্বাপেক্ষা সুগম হইবে বলিলেন। ৺বদরীনারায়ণ হইতে মানা ঘাট বা পাস দিয়াও তিব্বতে যাইবার একটি পথ আছে, কিন্তু সেই পথে গেলে তিব্বত ও মানস সরোবর কিছু দূর হইবে বলিলেন। তিব্বতযাত্রার বহুবিধ কষ্ট ও বিপদের কথা তিনি বলিলেন, এবং অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রম-সহিষ্ণু না হইলে, এমন কি, প্রাণের মমতা পর্যন্ত ত্যাগ করিতে না পারিলে যে কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করা যায় না, তাহাও তিনি একটি প্রবাদ-বাক্যে আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। যথা—"মান্ সরোবর কোন্ পর্‌সে, বিনা বাদর হিম বর্‌সে, উড়ত কঙ্কর জীব তর্‌সে"। অর্থাৎ যে মানস সরোবরে বারি বর্ষণ না হইয়া কেবল তুষার পাত হয় এবং প্রবল বায়ুতে পাথর উড়িয়া জীবকে ত্রাসিত করে, সেই মানস সরোবরের দর্শন স্পর্শনের ভাগ্য কদাচিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও হইয়া থাকে। আমার কৈলাস মানস সরোবরে যাইবার একান্ত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, যদি আমি একেবারেই অতিশয় শীত সহ্য করিতে না পারি ভাবিয়া, ফাটাচটির স্বামী আমাকে প্রথম বৎসর উত্তরাখণ্ডেই অতিবাহিত করিতে বলিলেন। কারণ, দ্বিতীয় বৎসরে কৈলাস যাত্রা করিলে আমার পক্ষে তিব্বতের নিদারুণ শীত আর সেরূপ দুঃসহনীয় হইবে না। যাহা হউক, তিব্বত যাত্রা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা তিনি আমাকে বলিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি আমাকে শ্রীকেদারনাথের অগাধতুষাররাশিপূর্ণ, অত্যুচ্চ, মহান অলঙ্ঘ্য এবং অতিশয় নিভৃত গিরিমধ্যস্থ কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের কথা বলিলেন। যে বিরাট, উত্তুঙ্গ, সুবিশাল গিরিপ্রস্থে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গাকারে শ্রীকেদারনাথ আবির্ভূত, লোকলোচনের অতীত সেই গিরিসানুর অতি নির্জন প্রদেশে "চোরাবাড়ী" ও "বাসুকীতলাও" নামক দুইটি অতি রমণীয় সরোবর আছে। অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতা মন্দাকিনী চিরনীহারময় গিরিগাত্র হইতে, সিকতারাশি ভেদ করিয়া যথায় বহির্গত হইয়াছেন, সেই মন্দাকিনীর মূল উৎপত্তিস্থানও সেইখানে। তাহার পর আর একটি দর্শনীয় স্থান আছে "মহাপন্থ" বা "মহাপ্রস্থান"। সে মহাপথে অপার চিরহিমানী পার হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি স্বর্গারোহণ যাত্রা করিয়াছিলেন। ৺কেদারনাথের মন্দির হইতে দুই তিন মাইলের মধ্যেই এই কয়েকটি স্থানের দর্শন হয়। একজন পাণ্ডা পথ প্রদর্শক হইয়া না গেলে অপরিচিতের পক্ষে তথায় পৌছান অসম্ভব। ফাটাচটির স্বামী আমাকে উক্ত কয়েকটি স্থান দর্শন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের পরস্পর এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে ৺কেদারনাথ দর্শন করিয়া আদিত্যরাম বাবু অশ্বারোহণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আদিত্যরাম বাবুর সহিত আমার এই প্রথম আলাপ। তাঁহার ন্যায় একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আমার এই সুদূর গিরিপ্রান্তে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইবে, তাহা আমি একবারও ভাবি নাই। আদিত্যরাম বাবু সুশিক্ষিত, নিষ্ঠাবান এবং ধার্মিক হিন্দু ; সুতরাং তাঁহার সহিত কথায় বার্তায় আমার ওখিমঠে এই একটা দিন অতিশয় আনন্দে অতিবাহিত হইল। গড়োয়াল জেলার তদানীন্তন ডেপুটি কালেক্টর, আলমোড়া নিবাসী পণ্ডিত ভবানী দত্ত যোষী, আদিত্যরাম বাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তিনিই লোকজন দিয়া আদিত্যরাম বাবুর উত্তরাখণ্ড যাত্রার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন এবং পথে যেখানে যে দর্শনীয় বিষয় আছে তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। ৺কেদারনাথের মাহাত্ম্য আমি ওখিমঠ হইতেই কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম। তাহার পর আদিত্যরাম বাবুর মুখে ৺কেদারনাথ শৃঙ্গের চমৎকার অপার বিচিত্র দৃশ্যের কথা শুনিয়া আমার মন অধিকতর ব্যাকুল হইল। আরও শুনিলাম, কে একজন সাহেব ভ্রমণকারী নাকি ৺কেদারনাথের সুমহান বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন যে এরূপ সুন্দর ও মহান দৃশ্য তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। আদিত্যরাম বাবু অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক। তিনি বলিলেন, মায়ার এমনি অচিন্ত্য প্রভাব যে তিনি ৺কেদারনাথে পৌঁছিয়াও আপন সন্তানসন্ততির কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক, নানা সৎপ্রসঙ্গে সে দিনটা আমার অতিশয় সুখেই অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যার সময়ে আমরা দুইজনে ওখিমঠে দেবদর্শন করিতে গেলাম। গিরিজাপতি কৈলাসনাথ মহাদেব এই মঠের প্রধান দেবতা, দাক্ষিণাত্যের একজন জঙ্গম* সাধু এই মঠের মোহান্ত। ৺কেদারনাথের মোহান্তও ইনি, এবং বাবা কেদারনাথের পরিচারকবর্গের প্রধান আবাস স্থানও এইখানে। ওখিমঠ যেন বাবার হেড্‌কোয়াটার। যাত্রার সময় নানাদেশীয় যাত্রিগণের সমর্পিত বিপুল দ্রব্যসম্ভার বাবার মন্দিরে আহৃত হইয়া এইখানে সঞ্চিত হয়। বাবা কেদারনাথের প্রিয়-ভক্তগণ-প্রদত্ত বিবিধ দ্রব্য-সমূহের একমাত্র স্বত্বাধিকারী ওখিমঠের মোহান্তজী। এই হেতু তাঁহার ঐশ্বর্যও নিতান্ত অল্প নহে। যাহা হউক, আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবদ্দর্শনান্তে মোহান্তজীর নিকটে গিয়া বসিলাম। বাবা কেদারনাথের গদী। তাহার যেরূপ গুরুত্ব হওয়া উচিত সে সমস্তই ছিল। সুন্দর একখানি চন্দ্রাতপের নীচে সুকোমল উচ্চাসনে বসিয়া মৃদুমন্দ হাস্য-সহকারে মোহান্তজী আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। মোহান্তজী দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় পুরুষ, এবং শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রু দেখিয়া তাঁহাকে আমি বৃদ্ধের শ্রেণীতেই

---

* জঙ্গম, লিঙ্গায়েৎ, লিঙ্গবন্ত ও বীরশৈব একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নাম। অনুমান খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ নামক নগরে প্রথম এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। বাসব নামক এক ব্যক্তি ইঁহাদের প্রধান আচার্য। তাঁহাকে ইঁহারা নন্দীর অবতার বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা শিব লিঙ্গের প্রধান উপাসক। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ গলায় ও মাথার পাগড়িতে শিবলিঙ্গ ধারণ করেন। কর্ণাটী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদিতে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণাটক, তৈলঙ্গ ও মহীশূর প্রদেশে ইঁহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, এবং ইঁহাদের প্রধান মঠ-মন্দিরাদিও তথায় দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিলাম। মোহান্তজীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই চারিদিকে সোনারূপার যেন ছড়াছড়ি বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহার সম্মুখে তুইখানি বড় রূপার থালা অশরফি (মোহর) ও টাকায় পূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে, এবং সোনা-রূপার আশা-সোঁটা, ছড়ী প্রভৃতিতে স্থানটিকে যেন পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রকৃত লীলাস্থল বলিয়া বোধ হইল।

যে কেদার ও বদরীবিশালের শ্রীচরণপ্রান্তে প্রতি বৎসর কত শত দেশের রাজা, মহারাজ, ধনী ও নির্ধন ব্যক্তি আপন আপন অভীষ্ট দ্রব্যাদি অকাতরে সমর্পণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, সেই "সাত রাজার ধনের" স্বামী মোহান্তগণ বড় কম ঐশ্বর্যশালী পুরুষ নহেন। মোহান্তজীর গলায় স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত আধারে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক চিহ্ন শিবলিঙ্গ লম্বমান, এবং সাধারণ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ন্যায় দিব্য বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। ঐহিক সুখের প্রভাবে যেন তিনি অভিভূত, এবং পার্থিব ঐশ্বর্যকেই যেন তিনি সার ভাবিয়াছেন। একে মোহান্তগণ দেবসেবায় নিযুক্ত ও সাধুসম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাতে আবার তাঁহারা বিপুল সম্পত্তির অধিস্বামী, সুতরাং তাঁহাদের পদগৌরবও অসাধারণ। যে সুদূর তুর্গম পার্বত্য প্রদেশে কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে সামান্য একটি পার্থিব ভোগ্য পদার্থের দর্শন লাভ ঘটে, সেই স্থানে বসিয়া ৺কেদার ও বদরীনারায়ণের মোহান্তগণ অনায়াসে বিবিধ দেবভোগ্য পদার্থ সমুদয় উপভোগ করিতেছেন। বিবিধ মণি, মাণিক্য, সুবর্ণ ও রজতনির্মিত দ্রব্যাদির চাকচিক্যে মোহান্তজীর চক্ষু যেন ঝলসিয়া রহিয়াছে। তাঁহার ক্ষণিক-প্রভাবশালী পার্থিব ঐশ্বর্যপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল, বিচিত্রবিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতি দেবী যে অনন্ত সুষমাময় রত্নরাজিতে আপনার প্রিয় লীলা-নিকেতন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার বিমল স্বর্গীয় জ্যোতিতে দিগন্ত আলোকিত, সেই বিমল জ্যোতির যেন তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রকৃতি দেবীর সে চারুমনোহর রূপের ছটা যেন মোহন্তজীর ভোগবিলাসপূর্ণ গৃহদ্বার হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে।

হিমালয়ে মূর্তিমতী প্রকৃতি দেবীর চিরপ্রকাশ। এখানে আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বয়ং উমারূপে গিরিরাজনন্দিনী হইয়া অনন্তরত্নপ্রভব পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে জগৎ আলো করিয়া বসিয়া আছেন এবং অচিরে অদূরেই কৈলাসে জগৎপিতা সদাশিবের অর্ধাঙ্গী হইয়া কোটী-স্থির-সৌদামিনীজিনি রূপে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্তিমান করিয়াছেন। জগদম্বার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় দুইই এইখানে; যেমন মার পিত্রালয়, তেমনি মার শ্বশুরালয়। চির-সৌন্দর্যময় হিমালয় ও হরপার্বতীর বিলাসনিকেতন কৈলাস, দুইই এক প্রকৃতির মহান অতুল বিচিত্র বিভব! মা আমাদের সমান আদরে আদরিণী সর্বত্র; পিত্রালয়ে মা মেনকার অঙ্কশায়িনী গিরিরাজনন্দিনী উমা, কৈলাসে মা শিবসোহাগিনী মহারাজ-রাজেশ্বরী। মা জগদম্বা আপনার অসীম গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া যে স্থানকে চিরগৌরবান্বিতা করিয়া রাখিয়াছেন; অনন্ত-বিশ্ব-প্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া যে স্থানে জননীক্রোড়ে লালিতাপালিতা এবং পরমপুরুষ সদাশিবের সহিত নিত্যালিঙ্গিতা; অনন্তভাবময় পুরুষপ্রকৃতির মহাসম্মিলনে যে স্থান অনন্ত ভাব, সৌন্দর্য, শোভা ও পবিত্রতায় পূর্ণ; যথায় পুরুষপ্রকৃতির চূড়ান্ত লীলাভূমি; যাহা দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোলানাথ শিব সদামুগ্ধ ও কৈলাসবাসী; যাহার দর্শনে মুনি-ঋষিগণও সমাধিস্থ হইতেন; যাহার প্রশান্ত ও পবিত্র ক্রোড়ে* মা ভগবতী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় যাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃতই যে স্থানকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" করিয়া রাখিয়াছেন; যে পরমধামের প্রত্যেক অণুপরমাণুটি পর্যন্ত জগদম্বার আশৈশবানুষ্ঠিত নব নব লীলারস আস্বাদন করিয়া চিন্ময়রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে; এবং যে স্থান জগদম্বার অনন্ত মহিমায় উচ্ছ্বসিত—মা, তোমার চিরবিলাসভূমি, সেই মহাপবিত্র দেবদুর্লভ স্থানে তোমারই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ মোহান্তজী সামান্য স্থূল বিষয়ের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন! মা, তোমার মহীয়সী মহিমানভিজ্ঞ মোহান্তজীর লোলুপ চঞ্চল দৃষ্টি তোমার চিরশান্তিপ্রদ অনন্তরূপে আকৃষ্ট না হইয়া সমাগত যাত্রিগণের প্রতি মুহুর্মুহুঃ নিপতিত হইতেছে! মা, ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মায়া!!

যে ওখিমঠে পৌছিয়া আমার এত কথা মনে হইল, যে স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া স্বতই আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সেই বিস্ময়জনক বিচিত্র স্থানে পৌছিলে এবং সেই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করিলে দর্শক মাত্রেই আমার দশা প্রাপ্ত হইবেন। এই স্থানের মহত্ত্ব খ্যাপন করিবার ইচ্ছায় আমি এত কথা লিখিলাম বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, যেন কিছুই বলা হইল না। সেই অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র স্থানের কথা স্মরণ করিয়া আমি যাহা অনুভব করিতেছি, ভাষায় যেন তাহার কিছুই প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ওখিমঠ হইতে হিমালয়ের যে অপার চমৎকার দৃশ্য সম্মুখে

* দক্ষালয় কনখল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যেন অতি নিকটেই বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর আপন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় সদা বিরাজমান আছেন। এই ওখিমঠ যেন সেই বিশ্বরাজধানীর একটি প্রধান দ্বার।

যাহা হউক, মোহান্তজীর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া আমরা দুইজনেই এক বাসায় ফিরিলাম। মোহান্তজীর সহিত এমন কোন আবশ্যকীয় কথা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি কেবল আদিত্যরাম বাবুকে ঘন ঘন গড়োয়ালের ডেপুটী কালেকটর সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীনগরের ন্যায় ওখিমঠে পৌছিয়াও এক বিষয়ে আমাকে অতিশয় হতাশ হইতে হইল। আমি উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিতে পাইব মনে করিয়াছিলাম তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আর যাহা দেখিব বলিয়া একবারও মনে করি নাই তাহাই দেখিতেছি। উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিবার পূর্বে মনে করিয়াছিলাম যে না জানি কত শত সংসারবিরক্ত সাধু-মহাপুরুষকেই এখানে সাধন ভজনে মগ্ন দেখিতে পাইব, সন্ন্যাসীর মঠগুলিতে না জানি কত শত মহাপুরুষকে সদাসর্বদা পরমাত্ম-ধ্যানে, বেদান্ত চর্চায় এবং জনসমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত দেখিতে পাইব; কিন্তু উত্তরাখণ্ডে দুইটি প্রধান মঠেই যাহা দেখিলাম তাহাতে যথার্থই আমাকে অতিশয় মর্মাহত হইতে হইল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, এই দুই মঠে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আর যাহা ভাবিতেও পারি নাই, অর্থাৎ গিরিরাজ হিমালয় যে এত সুন্দর ও মহান, ইহা যে অপার সৌন্দর্যরাশির এক ঘনীভূত মূর্তি, এবং ইহার দর্শনে যে মনুষ্য হৃদয় এতদূর উন্নত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্র হইতে পারে, তাহাই দেখিলাম। প্রকৃতির একমাত্র অপার-বিচিত্র লীলা-নিকেতন হিমালয় দর্শন করিয়া আমার আক্ষেপ দূর হইল, এবং আমি আশাতীত আনন্দ অনুভব করিলাম। হিমাদ্রি দর্শনে আমার যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তিব্বত ভ্রমণের দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াও চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার সে মোহ ভাঙ্গে নাই।

যে হিমালয়ান্তর্গত পবিত্র তপোভূমি বদরিকাশ্রমে ভগবান স্বয়ং নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর অমানুষিক তপস্যায় মগ্ন ছিলেন ; যে জন্য বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে, জগন্মাতা গৌরী যথায় ঘোরতর তপানুষ্ঠান করিয়া জগৎপিতা মহাদেবের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন ; জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে ভগবান যথায় তপশ্চর্যার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, মহামুনি বেদব্যাস স্বীয় শিষ্য-বর্গের সহিত যথায় বেদপাঠে সদা রত থাকিতেন, আবহমানকাল যে স্থান কেবল তপস্যা ও ভগবদারাধনার জন্যই নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ; যে স্থানকে ভগবান সর্বতোভাবেই তপস্যার অনুকূল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; ভগবান শঙ্করাচার্য যথায় বহুতর মঠ ও মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া যাহাকে আত্মবিদ্যার কেন্দ্রস্থল করিয়া গিয়াছেন ; সর্বশাস্ত্রেই যাহার স্বর্গীয় মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং যাহা আত্মচিন্তা-পরায়ণ তপঃক্লিষ্ট আর্যঋষি-গণের একমাত্র আশ্রয়—সেই হিমালয়ের মঠ মন্দিরগুলিকে প্রকৃত একজন নেতার অভাবে দুর্দশার চরমসীমায় উপনীত হইতে দেখিলে কে না মর্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিবে? যে মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ এই সকল মঠ স্থাপন করিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন, কি পরিতাপের বিষয় যে, তাহার কোন অনুষ্ঠানই আর দেখিতে পাওয়া যায় না! উত্তরাখণ্ডের মঠগুলিতে সাধুসন্ন্যাসী বা লোকসমাজের হিতসাধনোদ্দেশ্যে কেহই কিছু করিতে পারিল না। মঠাধিষ্ঠাতা মোহান্তগণ কেবল মোটামুটি বিগ্রহসেবার একটা ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত, এবং প্রতি বৎসর যাত্রার সময় কত চড়াও (অর্থাৎ দেবসেবার অর্পিত দ্রব্যাদি) হইবে, যাত্রায় কত লোক আসিবে এবং কোন দেশের রাজা রাজওয়ারা যাত্রায় আসিবেন কিনা, এই ভাবনাতেই তাঁহারা অবশিষ্ট ছয় মাসকাল অতিবাহিত করেন। আর নানাদেশীয় ভক্ত যাত্রিগণের অর্পিত বহুমূল্য দ্রব্যাদি সপরিজন পরমসুখে উপভোগ করেন। দেবসেবায় নিযুক্ত আছেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সকল প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যই সুলভ হইয়াছে। যে পার্বত্য প্রদেশে সামান্য এক টুক্‌রা গুড় দেখাইয়া অনেককে প্রলুব্ধ করা যায়, সেই স্থানেই এই মোহান্তগণের হাতে কত মেওয়া মিছরির ছড়াছড়ি হয়।

এই সকল সন্ন্যাসীর মঠ ও মন্দিরের অধিস্বামিগণের নিকট আমরা স্বদেশের ও স্বসমাজের যে পরিমাণে হিতাকাঙ্ক্ষা করিতে পারি, তাহা প্রকৃতপক্ষেই আর কাহারও নিকট করিতে পারি না। একজন বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী গৃহস্থ এবং এক জন কৌপীন কাষায়ধারী সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রভেদ এই যে ঐশ্বর্যবান গৃহস্থ ব্যক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য দিয়া লোকোপকার করিবেন, কিন্তু নিঃস্ব সন্ন্যাসী তাঁহার প্রিয় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া লোকোপকার করিতে সদা প্রস্তুত থাকিবেন। আমি পুরাকালীন আদর্শচরিত্র গৃহস্থ ও সন্ন্যাসিগণের আত্মত্যাগের কথার অবতারণা না করিয়া আজকালকার কথাই বলিতেছি। একজন ধনাঢ্য গৃহস্থ যতই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদার হউন না কেন, জনসাধারণের হিতসাধনোদ্দেশে তিনি তাঁহার ঐশ্বর্যমাত্র ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রাণের মমতা এককালে বিসর্জন দেওয়া বড় সহজ কথা নহে ; তাঁহার পক্ষে প্রাণপ্রিয় পুত্রকলত্রাদির স্নেহমমতার বন্ধন ছিন্ন করা বড় স্বাভাবিক নহে। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী, যাঁহাকে মায়ার সম্বন্ধ পাতাইয়া বহু চেষ্টা করিয়াও কেহ সংসারে রাখিতে পারে না, যাঁহার আপনার বলিতে কেহ নাই, অথচ বিশ্ববাসী-মাত্রেই যাঁহার পরমাত্মীয় ; ক্ষণভঙ্গুর জীবনের বিনিময়ে লোক সমাজের হিতসাধন করা তাঁহার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। সেইজন্যই বলিতেছি যে এই সকল মঠের ঐশ্বর্যশালী মোহান্তগণ আপন আপন শিষ্যবর্গসহ ধনে প্রাণে যেমন লোকোপকার করিতে পারেন, সেরূপ আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু কি গভীর পরিতাপের বিষয় যে যাঁহাদের ধন ও প্রাণ উভয়ই "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" ন্যস্ত হওয়া উচিত, তাঁহারা কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ক্ষণিক সুখ ও সম্ভোগের জন্যই উহা ব্যয় করিতেছেন।

ওখিমঠের মোহান্তজী প্রতি বৎসর কেবল বাবা কেদারনাথের মন্দির খুলিয়াই নীচে চলিয়া আসেন ; অবশিষ্ট সকল কার্য তিনি তাঁহার ভৃত্য ও অনুচরবর্গের দ্বারাই সমাধা করেন। এককালীন ছয় মাস কেদারে থাকা বড় সহজ কথা নহে। কেদারে অসহ্য শীত ও বহুবিধ অসুবিধার জন্যই মোহান্তজী তথায় থাকিতে পারেন না। বাবা কেদারনাথের প্রকৃত পূজারী পদবাচ্য হইয়াও মোহান্তজী বাবার সেবা করিতে পারেন না। বাবার সমুদয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী কিন্তু তিনি। যাঁহারা ছয় মাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল অনবরত সেই মর্ম্মভেদী অসহ্য শীতে প্রত্যহ স্নানাহ্নিক করিয়া বাবার সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের দৈন্যদশা দেখিলে আবার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এত কষ্ট করিয়াও তাঁহাদিগকে মোহান্তজীর নিকট যৎসামান্য আহার্য সামগ্রী পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ইহাও অতিশয় অদ্ভুত ও বিসদৃশ ব্যাপার বটে!

সে যাহা হউক, আদিত্যরাম বাবুর সহিত ওখিমঠে একরাত্রি পরমানন্দেই অতিবাহিত হইল। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে তিনি ওখিমঠ হইতে ৺বদরীনারায়ণ অভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারই প্রমুখাৎ শুনিলাম যে ৺কেদারের পথে চোপ্তা-চটিতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামক আর একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় বহু শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাকে অতি সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়া আদিত্যরাম বাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমিও চোপ্তা-চটিতে পৌঁছিয়া উক্ত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিব মনে করিলাম। একটু বেলা হইলেই আদিত্যরাম বাবু ওখিমঠ হইতে বিদায় হইলেন। আমার শীতবস্ত্রের নিতান্ত অভাব দেখিয়া তিনি আমাকে একখানি কম্বল কিনিবার জন্য দুইটি টাকা দিয়া গেলেন। উহা লইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম যে দুইটি টাকার বিনিময়ে কে আমাকে একখানি কম্বল দেয়? বস্ত্রের মধ্যে তখন আমার কেবল একটি আলখাল্লা মাত্র ছিল। কারণ শ্রীনগরে প্রাপ্ত কম্বলখানি আমি গুপ্তকাশীর সেই সাধুকে পূর্ব্বেই দিয়া আসিয়াছিলাম। ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ক্রমশই শীতবস্ত্রের কম অভাব-বোধ হয়। কিন্তু ৺কেদার ও বদরীনারায়ণের অসহ্য শীতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যই সকলের শীতবস্ত্রের আবশ্যক হয়। আমি তখনও ৺কেদার বদরীতে পৌছিতে পারি নাই, সুতরাং আমার একখানা কম্বলের যে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না। টাকা দুইটিতে তো শীত ভাঙ্গেনা, অথচ এক মোহান্তজী ভিন্ন ওখিমঠের অধিবাসী মাত্রকেই আমার এতই দরিদ্র বলিয়া বোধ হইল যে তাঁহাদের কাছে আমি কোন প্রকার সাহায্যপ্রার্থী হইতে ইচ্ছা করিলাম না। তাহাদেরই সন্তানসন্ততিগণ চিরহিমানীর অসহ্যশীত নিবারণোপযোগী বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। তাহার উপর শুনিলাম যে দুই টাকায় একখানি পাহাড়ী কম্বল হইবে না, আরও কিছু চাই।

এই সকল কারণে আমি তখন ভাবিলাম যে মোহান্তজীকে দুই টাকা গদিভেট করিয়া তাঁহারই নিকট একখানি কম্বল চাহিয়া লওয়া শ্রেয়ঃ। আমি অবিলম্বেই মোহান্তজীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেই টাকা ও মোহরপূর্ণ থালে টাকা দুইটি ফেলিয়া দিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমি যখন মোহান্তজীর কক্ষে প্রবেশ করিলাম তখন তিনি যেন ঈষৎনিলীমিতনেত্রে কি চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু রজত খণ্ডের চমৎকার মধুর শব্দের এমনি মোহিনী শক্তি যে সেই শব্দেই মোহান্তজীর চমক ভাঙ্গিয়া গেল। মোহান্তজী আমার দিকে যেন একটু উৎফুল্ল-নেত্রে তাকাইলেন। সামান্য দুইটি টাকা দেওয়াতে তিনি আমার প্রতি যে প্রসন্নভাব দেখাইলেন, পূর্বদিবস রিক্তহস্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহা দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক, তাহার পর তিনি আমার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এবং আমার অবস্থা ও বেশভূষা দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আমার নিকট আর এক কপর্দকও নাই। তাহার পর আমি কেবল ভাবিতে লাগিলাম যে টাকা তুটি তো আমার হাত-ছাড়া হইয়াছে, এক্ষণে একখানি কম্বল পাইলে হয়। কিছুক্ষণ পরে যখন মোহান্তজী বেশ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার ঐশ্বর্য-সিন্ধুতে আমার বিন্দুস্বরূপ তুইটি টাকা নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তখন তিনি অগত্যা তাঁহার ভাণ্ডার হইতে আমাকে একখানি কম্বল বাহির করিয়া দিলেন। কম্বলখানি বেশ পুরু এবং সেই পাহাড়েই প্রস্তুত। আমি কম্বলখানি লইয়া বাহিরে আসিলে আমাকে দেখিয়া মোহান্তজীর অনুচর ও গ্রামবাসিগণ যেন অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল। তাঁহারা সকলেই আমাকে একবাক্যে বলিতে লাগিল, "বাবা, তুমি বাহাতুর যে আমাদের মোহান্তজীর নিকট প্রায় তিন টাকা মূল্যের একখানা কম্বল আদায় করিলে।" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "পূর্বেই তুইটি টাকা গদিভেট না করিলে তো আর কম্বলখানি বাহির হইত না।" মোহান্তজীর উদারতার পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে?

আমি সেই দিনই ওখিমঠ হইতে গুপ্তকাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। গুপ্তকাশী হইতে যে পথে গিয়াছিলাম সেই পথেই ফিরিয়া আসিলাম। ওখিমঠ হইতেও ৺কেদারনাথে যাইবার পথ রহিয়াছে, কিন্তু ৺কেদারনাথ দর্শন করিয়া সকলকেই ওখিমঠ হইয়া ৺বদরীনারায়ণে যাইতে হয়, এবং গুপ্তকাশী হইয়াই ৺কেদারনাথে যাইতে হয়; সুতরাং আমাকেও পুনরায় আর একবার ওখিমঠে আসিতে হইবে। অথচ গুপ্তকাশী হইয়া না গেলে কেদারনাথে যাইবার পথের অনেকটা স্থান আমার দেখা হয় না। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিয়া আমি পুনরায় গুপ্তকাশীতেই আসিলাম। আর একবার সেই উদারস্বভাব ভক্ত সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া আমি বিশেষরূপে আনন্দিত হইলাম। গুপ্তকাশীতে পৌছিয়াই আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেখা হইতেই তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই, প্রীতি ও স্নেহ-গদগদকণ্ঠে "প্রসাদ পাও, প্রসাদ দাও" বলিয়া তিনি আমাকে কত আদর করিয়াই কাছে বসাইলেন এবং আমাকে পুনঃ পুনঃ সেই রাত্রি গুপ্ত-কাশীতে অবস্থিতি করিতে বলিলেন।

এইখানে আমার সহিত আমার পূর্বপরিচিত আর একজন সাধুর সাক্ষাৎ হইল। ইঁহাকে বহুপূর্বে আমি কলিকাতার নিকটবর্তী কাশীপুরস্থ মা সর্বমঙ্গলার মন্দিরে দেখিয়াছিলাম। সাধুটি উদাসী* অর্থাৎ গুরু নানকের সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই সময়ে প্রায় একমাস কাল তাঁহার সহিত বর্ধমানে গিয়া আমি ছিলাম। সাধু লোকালয় ত্যাগ করিয়া অতিশয় নিভৃতস্থানে একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি কোন সাধুর জমাৎ বা যেখানে লোকসমাগমের সম্ভাবনা আছে এমন স্থানে গিয়া আসন করিতেন না। বর্ধমানে অবস্থান কালে আমি তাঁহার নির্জন-সেবার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার মধুর কথাবার্তায় এবং আচার ব্যবহারে তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধু বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল। যাহা হউক নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-

---

* পাঞ্জাব প্রদেশে উদাসী ও নির্মলা সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের বিশেষ প্রাধান্য। খালসা শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ নির্মলা নামে অভিহিত হন। গুরু নানক হইতে গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত সকলকেই ইঁহারা আচার্য বলিয়া মান্য করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে আমি তাঁহার দর্শন পাইয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। গুপ্তকাশীতে একরাত্রি অবস্থিতি করিয়া তৎপরদিন প্রাতঃকালে আমরা দুজনেই ৺কেদার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমার সহযাত্রী মহাপুরুষেরও শীত নিবারণোপযোগী বস্ত্রের অতিশয় অভাব দেখিলাম। তাঁহার মাথায় সামান্য একটা কাপড়ের পাগড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া পিরান, এবং নিতান্তই জ্যালজেলে ছেঁড়া একখানা কম্বলমাত্র ছিল। তাঁহার আর কিছুই ছিল না, পয়সা কড়ি সম্বন্ধে তো দুইজনই সমান। এদিকে আমরা যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, শীতের প্রাবল্য ততই অধিক বোধ হইতে লাগিল। আমার গায়ে একটা কম্বলের আলখাল্লা ছিল। তাঁহার কিন্তু উর্ণাবস্ত্রের মধ্যে সেই একখানি ছেঁড়া কম্বল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সুতরাং আমার ওখিমঠ হইতে আনীত কম্বলখানি তাঁহাকে দিয়া আমি তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি লইলাম। আমার ভাল কম্বলখানি তাঁহাকে দেওয়ায় তাঁহার শীতবস্ত্রের অভাব কতক দূর হইল। এই যে সাধুর নিকট আমি একখানি ছেঁড়া কম্বল লইলাম, এই কম্বল ও আলখাল্লা আমার হস্তান্তরিত হয় নাই। এই দুই বস্ত্র লইয়াই আমি প্রথম বৎসর বরাবর তিব্বতে গিয়াছিলাম।

গুপ্তকাশী হইতে আমরা দুইজনে এক সঙ্গেই যাত্রা করিলাম বটে, কিন্তু পথে আমরা সম্পূর্ণরূপে ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়িলাম। আমি অগ্রসর হইয়া যদি কোন স্থানবিশেষের দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া কোথাও অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিতাম, তাহা হইলেই তাঁহার সহিত পুনরায় আমার পথে দেখা হইত। রাত্রিতে আমরা প্রায়ই এক চটিতে থাকিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুপ্তকাশী হইতে কয়েক ক্রোশ উপরে গিয়া ফাটাচটিতে পৌছিলাম। এই চটি অন্যান্য অনেক চটি অপেক্ষা বড়, এবং এখানে পাকা ঘরবাড়ী আছে। ফাটাচটির স্বামীর সহিত পুনরায় এইখানে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে ভিক্ষা করাইলেন এবং আমার সঙ্গী উদাসী মহাপুরুষকেও তাঁহার উপযুক্ত ফলাহার দিলেন; তিনি একজন ফলাহারী সাধু ছিলেন। ফাটাচটিতে অতি উত্তম একপ্রকার মধু খাইলাম। তাহা দেখিতে অতি উত্তম দানাদার গাওয়া ঘৃতের মত। উহার সুঘ্রাণের কথা কি কহিব, হিমালয়ের চির-প্রস্ফুটিত অসংখ্য কুসুমরাজির সদ্‌গন্ধ উহাতে যেন একত্র উপলব্ধি হয়। যদিও হিমালয়ের মধু প্রসিদ্ধ এবং আমি অনেক প্রকার পাহাড়ী মধু খাইয়াছি, কিন্তু ফাটা-চটির সুস্বাদু ও সদ্‌গন্ধবিশিষ্ট মধুর তুল্য-গুণসম্পন্ন মধু আর কোথাও খাই নাই। এই স্থানের মধু অতি উত্তম হইবার কথাই বটে; কারণ কেদারনাথের নিম্নে গৌরীকুণ্ড হইতে গুপ্ত-কাশী পর্যন্ত ও ত্রিযুগীনারায়ণ প্রভৃতি স্থানে যেন চিরবসন্ত বিরাজ করিতেছে। এই সকল স্থান চিরপল্লবায়িত ঘন বনলতাবিতানে সমাচ্ছাদিত এবং বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ফলপুষ্পে সুশোভিত। সুতরাং এরূপ স্থানেই উত্তম মধু হওয়া স্বাভাবিক।

যাহা হউক, তাহার পর ফাটাচটি হইতে আমি ত্রিযুগী-নারায়ণে পৌছিলাম। ৺কেদারের পথে ত্রিযুগীনারায়ণের দর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তকাশী হইতে ত্রিযুগীনারায়ণে পৌছিতে দুই এক দিনের অধিক হয় নাই। গুপ্তকাশী হইতে যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, সমুদয় স্থানটি কেবল এক অদ্ভুত নিবিড় অরণ্যে আবৃত অসংখ্য জলপ্রপাতে চিরপ্লাবিত এবং অসংখ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ...... Sri Sri Anandamayee ...... BANARAS

বিহগকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সঙ্গীত-লহরীতে পরিপূর্ণ দেখিলাম। ত্রিযুগী-নারায়ণ অত্যুচ্চ প্রশস্ত এক গিরিগাত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং তুষারধবল পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এই পর্বতমালার উপরিভাগ চিরশুভ্র তুষাররাশিতে পূর্ণ এবং নিম্নভাগ দেবদারু প্রভৃতি নবীন পল্লবায়িত বৃক্ষসমূহে ঘন-আচ্ছাদিত। পর্বতমালার অর্ধাঙ্গ অতি শুভ্র এবং অর্ধাঙ্গ ঘন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হওয়ায় আর একবার আমার মনে হইল যে আমি এক বিরাট হরিহর মূর্তির পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। সমুদয় দেবদেবীর একত্র সমাবেশ দেখিয়াই বুঝি মহাকবি কালিদাস ইহাকে বলিয়াছিলেন, "দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।" গিরিরাজ হিমালয়কে এমন সুন্দর নামে অভিহিত করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

✓ত্রিযুগীনারায়ণ একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত রহিয়াছে। শুনিলাম যে এই অগ্নিকুণ্ড নাকি তিন যুগের মধ্যে কখনও নির্বাপিত হয় নাই, এই সুদীর্ঘকাল ইহা সমানভাবে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। অতিশয় স্থূল, বৃহৎ বৃক্ষকাণ্ডপূর্ণ অগ্নিকুণ্ডটি দেখিলেই মনে হইবে যে, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই যেন আপনাকে পরার্থে উৎসর্গ করিয়া ভক্ত যাত্রিগণের শীত নিবারণ করিতেছে। ✓ত্রিযুগীনারায়ণের নামানুসারেই এই গ্রামের নাম ত্রিযুগী-নারায়ণ হইয়াছে। এ গ্রামে অনেকগুলি লোকের বাস ; ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ মাত্রেই ত্রিযুগীনারায়ণের পাণ্ডা ও পূজারী। বৎসরে ছয় মাস তাঁহারা যাত্রিগণের নিকট যাহা উপার্জন করেন তাহাই তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। এখানে শীতের তীব্রতা সদা অনুভূত হয়, এবং অপার চিরহিমানীর সুশীতল বায়ু তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যসহচর। সদাসর্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকায় এখানকার বায়ুমণ্ডল অতিশয় আর্দ্র বলিয়া বোধ হয়। অতিরিক্ত তুষারপাত নিবন্ধন শীতকালে এই সকল স্থান অতিশয় দুর্গম হইয়া পড়ে। যাহা হউক, তাহার পর আমি ত্রিযুগীনারায়ণের নির্মল বারিপূর্ণকুণ্ডে অবগাহন করিয়া সেই যুগত্রয়ব্যাপী অগ্নিকুণ্ডের পবিত্র ভস্মরাশি সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া ধন্য হইলাম। এই সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ডটি থাকাতে নিম্নদেশীয় যাত্রিগণের পক্ষে বড়ই সুবিধা হইয়াছে। ভক্ত যাত্রিগণ যখন শীতে কম্পমান কলেবর হইয়া এই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া আপন আপন দেহ উত্তপ্ত করেন, তখন যথার্থই মনে হয় যে ভক্তবৎসল ভগবান যেন দিন থাকিতে আপন ভক্তের শীতকষ্ট দূর করিবার জন্যই এই মহাধুনী জালাইয়া রাখিয়াছেন।

যতদূর স্মরণ হয়, ত্রিযুগীনারায়ণে দুই রাত্রির অধিক অবস্থিতি করা হয় নাই। তাহার পর একদিন প্রাতঃকালে তথা হইতে গৌরীকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গৌরীকুণ্ড হইতে বাবা কেদারনাথের মন্দির ছয় ক্রোশ। পথে আসিতে আসিতে শুনিয়াছিলাম যে গৌরীকুণ্ড হইতে ৺কেদারনাথ পর্যন্ত কেবল একটি প্রকাণ্ড চড়াই ; অবিরাম একটা প্রকাণ্ড পর্বতোপরি উঠিতে হয়। এই কথা শুনিয়া অবধি আমিও ভাবিয়াছিলাম যে না জানি ৺কেদারনাথে পৌছিবার পূর্বে বুঝি বা আমাকেও পথক্লেশ অনুভব করিতে হয়। মসুরী হইতে এ পর্যন্ত বহুসংখ্যক পর্বতে চড়াই উৎরাই করিলাম, এক দিনের জন্যও বিকট পথভ্রমণ-ক্লেশ আমার হিমালয়দর্শনজনিত আনন্দকে পরাভব করিতে পারে নাই। উত্তরাখণ্ড যাত্রাকালে ৺অযোধ্যায় জনৈক প্রবীণ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচক্ষণ সাধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে ৶বদরিকাশ্রম অতি পবিত্র ও মহান তীর্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু বিকট পার্বত্য পথ অতিক্রম করিতে করিতে তীর্থদর্শন স্পৃহা ও তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধার লাঘব হয়। তিনি কেদার ও বদরীনারায়ণ যাত্রা করিয়াই যে পথক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন, তিন বার তিব্বত যাত্রা করিয়াও আমাকে সেরূপ পথক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই। আমার বরং হিমালয় প্রবেশ করিয়া ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা হইল। হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি ক্রমশঃ তাহার অন্তঃস্থলে যাইবার জন্য আমার ইচ্ছা বলবতী হইল। "দেবতাত্মা" হিমালয়ের সন্দর্শনে আমি এতই চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম যে সেই মহান পবিত্র দৃশ্য যতই দেখিতাম, আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইত। যে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ সম্মুখে দেখিতাম, তাহারই পরপারে আবার কি আছে দেখিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইত। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, হিমাদ্রির অভিনব দৃশ্যাবলী আমার মনঃপ্রাণ হরণ করিতে লাগিল, এবং তাহার অলৌকিক প্রভাব আমাকে এমনি অভিভূত করিল যে দুর্গম পথক্লেশে কাতর বা অবসন্ন না হইয়া বরং আমার হৃদয় শ্রদ্ধা, সাহস ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।

এইরূপে তাহার পর আমি পবিত্রদর্শন হিমালয়ের অপূর্ব রূপমাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে গৌরী-কুণ্ডাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে পরম রমণীয় একটি নদীসঙ্গম দর্শন করিয়া তাহাতে অবগাহন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যেন কত বল সঞ্চয় করিলাম। এইখানে সুরতরঙ্গিনী মন্দাকিনী কালীগঙ্গা নাম্নী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি সুনীলবরণী প্রবাহিণীর সহিত আসিয়া মিলিতা হইয়াছেন। এই কালীগঙ্গার সুনীল নির্মল জলরাশি দেখিয়া মনে হইল যে, ইহার কালী নাম সার্থক হইয়াছে।

আমি মন্দাকিনী ও কালীনদীর এই পবিত্র সঙ্গমে অবগাহন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। এই মন্দাকিনী ও কালীগঙ্গা-সঙ্গম দর্শন করিলে মনে হয় যেন ইহারা হিমাদ্রির দুই যমজা কন্যা; দেবভূমি পিত্রালয় পরিভ্রমণ কামনায় পিতার সুরম্য, নিভৃত ও মর্ত্যচক্ষুর অগোচর মণিময় প্রাসাদ হইতে পরস্পর বিযুক্তা হইয়া নানা বন ও উপবন সমূহ প্লাবিত করিতে করিতে পুনরায় আসিয়া একত্র মিলিতা হইয়াছেন। কালিন্দী যমুনা যেন ইহাদেরই জ্যেষ্ঠা, কোনও বিশেষ কার্যসাধনোদ্দেশ্যেই অভিন্নহৃদয়া ভগিনীদ্বয়ের সংসর্গসুখ ও পিত্রালয়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সুদূরদেশান্তর-প্রবাহিণী হইয়াছেন।

পূতসলিলা ভাগীরথী গঙ্গা, যমুনা, মন্দাকিনী ও অলকানন্দা গিরিরাজ হিমালয়ের সেই একই দিব্য মণিময় কক্ষ হইতে বিনির্গত হইয়া অসংখ্য নদ, নদী, নির্ঝরিণী ও প্রস্রবণের সহিত মিলিতা বিপুলায়তনা স্রোতস্বিনীরূপে স্বীয় বীচি-বিস্ফারিত বক্ষে পরস্পর বিরোধী বিবিধ ভাবসমুদয় ধারণ করিয়া নানা রঙ্গে অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে তর তর বেগে প্রবাহিতা হইয়াছেন; কোথাও বিবিধ-রাগরাগিণী-সমন্বিতা তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছলিতা তানতরঙ্গিনী হইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে অবিশ্রান্ত সুমধুর কলধ্বনিতে মহা নির্জন ও নিস্তব্ধ গিগিপ্রান্তর চিরমুখরিত করিয়া বিশ্বস্রষ্টার অপার অনন্ত মহিমাগীতি প্রচার করিতেছেন, এবং রসজ্ঞ, ভাবুক ভক্তের হৃদয়কে ভাব-সমুদ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust: Funding by MoE-IKS

ডুবাইতেছেন; কোথাও ঘোর আবর্তময়ী প্রবাহিণীরূপে প্রবলবেগে স্বীয় ভীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া ধরাতলকে যেন রসাতলে দিবার জন্য উদ্যত—তাঁহার দিগন্ত-বিশ্রুত মহাভীতিপ্রদ ঘোরারাবে এবং শতাশনিসম-শক্তিবিশিষ্ট দশনে দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ বিদীর্ণ করিতে করিতে অত্যুচ্চ গিরিসঙ্কট হইতে নিপতিত হইয়া জীবকুলকে সন্ত্রস্ত করিতেছেন; মহাকাল রুদ্রের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব-নৃত্যাভিনয় শেষ হইতে না হইতেই আবার সেই ভীষণ কল্লোল-কোলাহলময়ী ভৈরবী আপন সংহারমূর্তি সংবরণ করিয়া বিমল-প্রফুল্ল-সলিলা, যেন বিশ্বপ্রেমে ঢল ঢল, এবং ভীষণ গর্জনকারী মহাত্রাস-জনক রুদ্রাস্যে মহোল্লাসে খল খল হাস্য করিতে করিতে আপন ভাবে আপনি বিমোহিতা হইয়া তরঙ্গায়িত হইতেছেন—যেন অপার আনন্দে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া অসংখ্য জীবসমূহকে সুশীতল বক্ষে ধারণ করিবার জন্য অদ্ভুত কলকলস্বরে অবিরাম আহ্বান করিতেছেন, এবং স্বচ্ছ মাতৃস্তন্য দুগ্ধের ন্যায় আপন সুশীতল বারিধারায় ধরাবাসিগণের জীবনদান করিতেছেন; কোথাও স্বয়ং অতি প্রাচীন তীর্থসমুদয়ের দর্শন এবং বহুতর নূতন তীর্থের পত্তন করিয়া মহর্ষিগণসেবিত শান্তিময় আশ্রম সকল বিবিধ নয়নরঞ্জন, প্রাণারাম, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল ও কন্দমূলে চিরসুভিক্ষ ও সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন; পুণ্যদর্শন আশ্রমসমূহের পাদমূল সুসিক্ত করিতে না করিতেই প্রবল-বেগবতী স্রোতস্বতী এমনি শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন, কোথাও বা এমনি সুপ্রশস্ত গভীর জলাশয়ের ন্যায় হইয়া বিপুল-আবর্তময়ীরূপে সুমধুর কুলুকুলু স্বরে তান ধরিয়া রাখিয়াছেন যে তাহা দেখিলে মনে হয় বুঝি আশ্রম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসী মহর্ষিগণ কণ্ঠবিনিঃসৃত সুললিত বেদধ্বনি-শ্রবণে মুগ্ধা প্রবাহিণী সেই সকল পরমপবিত্র শান্তিময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না—পরম রমণীয় পবিত্র আশ্রমসমূহের সন্দর্শনে পরমোল্লাসিতা-প্রবাহিণী সমুদয় উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া পরমোদার আশ্রমবাসিগণের সর্বতোভাবে মনোরঞ্জন করিবার জন্যই বুঝি স্বীয় অনিবার্য গতি রুদ্ধ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন; কোথাও কঠিন পার্বত্য ভূমিকে চিরউর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া পার্বতীয় জনসাধারণের জীবন-স্বরূপ বহুবিধ শস্যে স্বীয় উভয় কূল পূর্ণ এবং নানা বর্ণের কুসুম-স্তবকে খচিত, চির নবীন, সুকোমল, বিচিত্র অত্যুজ্জ্বল শ্যাম বসনে পিতার পাষাণময় দেহ আবরণ করিয়া তাঁহার অপূর্ব শান্তি সম্পাদন করিতেছেন, এবং গিরিরাজ হিমালয়ের বাহ্য কঠিন ভাব যে অলীক, তাহাই যেন সকলকে বুঝাইতেছেন। পরম করুণাময়ী জগজ্জননী গৌরী—সাক্ষাৎ ব্রহ্মচারী স্বরূপিণী শাম্ভবী গঙ্গা এবং প্রেমময়ী যমুনা যাঁহার আত্মজা—তাঁহার সুবিশাল হৃদয় যে কি ধাতুতে নির্মিত তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। সেই পরমগুহ্য স্থানকে চিরকাল মর্ত্যচক্ষুর অগোচর ও জীবের অগম্য করিয়া রাখিবার জন্যই বুঝি মহাভাগ হিমালয় মহাকঠিন দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত।

সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নগতনয়াগণ নগাধিপের বাহ্য কঠিন, নীরস ও নির্জীব ভাবকে সুকোমল, সরস ও সজীব করিয়া একে একে সকলেই সুপবিত্র গঙ্গাসঙ্গমে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন। শতধা বিভক্ত শক্তির যেন একই মহাশক্তিতে লয় হইয়াছে।

উত্তরাখণ্ড-বাহিনীগুলি সকলেই হিমালয়ের সর্বাঙ্গীণ শোভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সৌন্দর্য বিধান করিয়াই পতিতপাবনী-ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিতা হইয়াছেন। কেবল সুরাপগা গঙ্গা ও যমুনাই সুবিমল-পীযূষধারায় ধরা সুশীতল করিয়া বহু দেশদেশান্তর প্লাবিত করিতে করিতে বিভিন্ন পথে পিত্রালয়ে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব মর্ত্যলীলার চরম-স্থানে উপনীত হইবার জন্যই বহুনিম্নগা হইয়াছেন। ভগীরথাভীষ্ট-দায়িনী ও স্বর্গারোহণ-নিঃশ্রয়ণী গঙ্গা যেমন সগর-রাজতনয়গণের উদ্ধারকামনায় অসংখ্য জীবের সদ্গতি বিধান করিতে করিতে এই মর্ত্যে স্বর্গীয় সুখ ও শান্তি বিতরণ করিয়া সাগরাভিমুখিনী হইয়াছেন, কালিন্দী যমুনাও বুঝি তেমনি শ্রীলীলা-রসময় হরির নিরুপমা ব্রজলীলার সহচরী হইবার জন্যই শ্রীবৃন্দারণ্যাভিমুখিনী হইয়াছেন ; মুরলী-মনোহরের অমৃতস্রাবী, হৃদয়োন্মাদকারী, বিশ্ব-বিমোহন বংশীধ্বনি শুনিবার জন্যই বুঝি শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা গোপবধূর ন্যায় স্বীয় পিত্রালয় ও পরমাত্মীয়-স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে শ্রীহরির পরমপ্রিয় লীলানিকেতন সেই ব্রজের দিকেই ধাবিতা হইয়াছেন। বহুভাগ্যবতী যমুনা চিরশুভ্র তুহিনরাশি-সমুদ্ভবা হইয়াও বুঝি কেবল ত্রিভঙ্গমুরারি শ্যামসুন্দরের শ্যাম অঙ্গে আপন অঙ্গ মিশাইয়া অভিন্নভাবে তাঁহার ভজনা করিবার জন্যই সেই পরম ধাম ব্রজের দিকেই আপন দ্রবময়ী শ্যামল তনু ঢালিয়া দিয়াছেন ; অথবা শ্রীযমুনার হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত কালাচাঁদের সুনীল, স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সর্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তপনতনয়া হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা গোপবালাগণের শ্রীকৃষ্ণবিয়োজক হৃদ্গত মহত্তাপ শমন করিবেন বলিয়াই বুঝি যমুনা শ্রীব্রজধামাভি-মুখিনী হইয়াছেন। আর সেই জন্যই বুঝি যমুনার আর একটি নাম তাপ-শমনী। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাকুলা ব্রজবালাগণ নীলকান্তমণিপ্রভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যমুনার শ্যামল কান্তিতে কালাচাঁদের সাক্ষাৎকারসুখ অনুভব করিয়া ক্ষণেকের জন্যও আশ্বস্তা হইবেন এবং মাধবতোষিণী মাধবপ্রিয়া ব্রজবধূগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া মর্ত্যধামে নিজ অবতরণ সার্থক করিবেন বলিয়াই বুঝি একাকিনী সেই ব্রজের দিকে ছুটিয়াছেন। বংশীধারীর বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রেই ব্রজ-নারীগণ যেমন আপন আপন পতিপুত্র ও আত্মীয়স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়া সেই কিশোর মনচোরকে ধরিয়া ফেলিতেন, শ্রীযমুনাও বুঝি তেমনি সেই দেবাদি-মহর্ষিগণ বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-চুম্বিত বেণুবাদনস্বর-শ্রবণে আত্মহারা, উজানবাহিনী হইয়া তাঁহার অলৌকিক মোহিনী শক্তির বিচিত্র বার্তা চিরস্মরণীয়া করিবার জন্যই অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারগণের ন্যায় চিরনিভৃত গিরিগুহাভ্যন্তরস্থা হইয়াও আপন লজ্জা, ভয়, মান ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া লম্ফে ঝম্ফে বহু দুর্গম গিরিপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া সেই ব্রজবিপিন-বিহারীর উদ্দেশে চলিয়াছেন। ভগবল্লীলা-রস-মাধুরী পানাসক্ত-চিত্তা মধুবনচারিণী যমুনা, যথার্থই শ্রীভগবানের লীলাসঙ্গিনী হইয়া তাঁহার সম্যক মনোরঞ্জন করিবার জন্য এবং কুরঙ্গনয়না গোপাঙ্গনাগণের প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্তা হইয়া পরমামৃতবাহিনী নাম ধারণ করিবার জন্যই জাহ্নবীসঙ্গিনী হইয়াও তাঁহাকে কিছুকাল জাহ্নবী-বিযুক্তা হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ভগবল্লীলা রসাভিজ্ঞা শ্রীযমুনা নামে যথার্থই অমৃতের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোরারায়ের মধুময় জীবনে সেই বন্যা আসিয়া একদিন এই পবিত্র বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল। রত্নাকরের কেবল মাত্র শ্যাম অঙ্গ দেখিয়াই যখন তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া--

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন, তখন না জানি শ্রীযমুনার মধুময় নামে কি মহাভাবসমুদ্রই তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিত!

সুরধুনী গঙ্গা ও যমুনার সুবিমল ধারা আমাদের অন্তঃকরণে প্রকৃতই সুমহতী স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের যাবতীয় গৌরবাস্পদ, বরণীয়, সুমহৎ ঘটনাই আর্যাবর্তের এই দুই বিচিত্ররূপা স্রোতস্বিনীর বিমল তটে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দুই অপূর্ব ধারার উভয় কূল যে সকল অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাসমূহের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া আছে, তাহার তুলনা এ জগতে কোথাও নাই বলিতে আমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না। আমাদিগের শাস্ত্রে পুণ্যসলিলা গঙ্গা ও যমুনার যে অতুল মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে তাহা যে কতদূর সঙ্গত, একটু পর্যালোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। জগৎপূজ্য-মহর্ষিগণ-কথিত শাস্ত্রের প্রতি কথাই যেন আজও গঙ্গা ও যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গাভিঘাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই গঙ্গা ও যমুনার মহামহিমময় তীরে ভগবান স্বয়ং যুগে যুগে আসিয়া যে লীলা-রসামৃতধারা বহাইয়াছিলেন, ত্রিভুবনেও কেহ তাহার উপমা পাইবেন না। তাহার পর অনন্ত-ভাবময়ী ভাগীরথী গঙ্গা ও ভারতের ভাগ্যনিয়ামিকা যমুনার বিচিত্র উভয় কূলে এই ভারত-আকাশের কত শত সৌভাগ্যসূর্যের উদয়াস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই বা কে করিবে?

হিমালয়ের চরমশিখর-বাসিনী, শৈলবিদারিণী যমুনা সম্পূর্ণ করুণা-বিগলিতা হইয়াই ভারতমাতার পবিত্র অঙ্গে অসংখ্য ফলপুষ্পে খচিত বিবিধ শস্যশ্যামল বিচিত্রবসন ও ভূষণ পরাইয়া তাঁহার অপূর্ব শ্রী, শোভা ও সম্পদে জগৎকে নিতান্ত মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, এবং ঐশ্বর্যের মেরুগিরি-চূড়াসম বহু প্রাচীন নগর নগরীর বিপুল ধ্বংসাবশেষে ভারতের অতুল গৌরব অক্ষয়কীর্তি দেখাইয়া সমগ্র সভ্য জগৎকে বিস্ময়াভিভূত করিতেছেন, এবং ভারতের অতীত ও বর্তমান অবস্থার বিষয় ভাবিয়া পরমাকুলা বিষাদ-কালিমামাখা অতিক্ষীণ-তনুভারে ম্রিয়মাণা যমুনা সকরুণ কুল কুল রবে ভারতের অসীম ভাগ্যবিপর্যয় ও তাহার অতীতের যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদোৎপাদক বিচিত্র সুখ ও দুঃখকাহিনী শুনাইয়া বিলাপ করিতে করিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে জাহ্নবী-সঙ্গিনী হইয়া আপন লীলা শেষ করিয়াছেন। মধু-রিপুভূষিণী যমুনার আদি ও মধ্য লীলার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এক্ষণে একটু দেখা যাউক তাঁহার সীমান্ত স্থানেরই বা বিচিত্রতা কি!

৺হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমের শেষ প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমি যতগুলি প্রয়াগ দেখিয়াছি সে সকলই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যভাণ্ডারে পূর্ণ এবং তাহাদের সুপবিত্র মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিলে তপোনিষ্ঠ পূতাত্মা মহর্ষিগণের অলৌকিক তপস্যার বিষয় মাত্র আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। কিন্তু গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম (বর্তমান প্রয়াগ বা এলাহবাদ) মাহাত্ম্য যুগপৎ ভারতের যে অতুল গৌরব ও অক্ষয় কীর্তি-কাহিনী এবং তাহার ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির দিগন্তদীপ্ত, সুস্নিগ্ধ, বিমলযশোরাশিপূর্ণ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন, উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণীর পরম অদ্ভুত চিত্র আমাদিগের স্মৃতিতে প্রতিফলিত করিয়া দেয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইলে একখানি পৃথক পুস্তক রচিত হয়। সুতরাং আমার এই বর্তমান প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব। তবে ত্রিপথগা গঙ্গা ও যমুনার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুই চারটি কথা লিখিতে লিখিতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষতঃ শ্রীযমুনার আশ্চর্য স্বতন্ত্র ভাব এবং তাঁহার অতি বিচিত্র কার্যকলাপের যৎসামান্য আলোচনা করিতে করিতে বাধ্য হইয়া আমাকে এস্থলে মহাপুণ্যধাম গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের কথা উত্থাপন করিতে হইল।

কোন বিষয়ের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করিতে হইলেই তাহার মূল হইতে শেষ পর্যন্ত দেখাই স্বাভাবিক ; সুতরাং আমিও সেই স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া এই সুদূর গিরিপ্রান্ত হইতে কল্পনাসহায়ে একবার মধু-মোদ-বিলাসিনী যমুনার শেষ বিলাস-স্থান সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ পর্যন্ত গিয়া তাঁহার অনুপম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এইখানে লিপিবদ্ধ করিয়াই পুনরায় বাবা শ্রীকেদারনাথের পথে আরোহণ করিব। মহাপুণ্যধাম প্রয়াগ হইতে জহ্নুকন্যা মা গঙ্গা এখনও অনেক দূর যাইবেন, সুতরাং তাঁহার কোন কথা বিশেষরূপে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় নাই। কেবল স্বর্গাধিক বরণীয় ও বাঞ্ছনীয় গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের অতুলনীয় বিচিত্রতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে এই স্থলে দুই চারিটি কথা বলাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম প্রয়াগই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ। প্রয়াগরাজ এলাহাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরাখণ্ডের সীমান্ত পর্যন্ত সর্বসুদ্ধ পুণ্যদর্শন সাতটি প্রধান উল্লেখযোগ্য পুরাণপ্রসিদ্ধ প্রয়াগ আছে ; তাহার মধ্যে এই শেষ তীর্থরাজ প্রয়াগই সর্বপ্রধান। প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পবিত্রতা ও রমণীয়তা অসীম ; ইহা আমাদের পরম মোক্ষধাম। শাস্ত্রোক্ত প্রয়াগ-মাহাত্ম্য পাঠ করিলে মনে হয় যে মর্ত্যে ইহার তুল্য পবিত্র স্থান অতি বিরল ; এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু যে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে এই ত্রিলোক-বিখ্যাত প্রয়াগের আরাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাহার আভাষ মাত্র দিবার জন্য মৎস্য-পুরাণোক্ত প্রয়াগাষ্টক হইতে নিম্নে দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

শ্রুতিঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণম্
পুরাণমপ্যত্র পরং প্রমাণম্।
যত্রাস্তি গঙ্গা যমুনা প্রমাণং
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ॥
ন যত্র যোগাচরণ প্রতীক্ষা
ন যত্র যজ্ঞেষ্টি বিশিষ্ট দীক্ষা
ন তারকজ্ঞান গুরোরপেক্ষা
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ॥

হিন্দুর এই প্রয়াগ যে কত আদর ও শ্রদ্ধার স্থান তাহা পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় বাক্য হইতেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-প্রমাণের আর আবশ্যক কি? যথায় ভগবতী গঙ্গা ও যমুনাই স্বয়ং প্রমাণরূপে অবস্থিতা। আহা, কি সুন্দর কথা! অন্যান্য শত শত প্রমাণ থাকিলেও গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম আপনি আপনার প্রমাণ; এবং যাগ, যজ্ঞ, যোগ, শিক্ষা, দীক্ষা, এমন কি, তারকব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরুরও কথার অপেক্ষা থাকে না! সেই স্বতঃপ্রমাণ মোক্ষধাম প্রয়াগের গভীর ও অসাধারণ মাহাত্ম্য যে প্রাচীন হিন্দুগণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রেই যে দেখিতে পাই তাহা নহে, ইতিহাসেও আমরা তাহার ভূরি ভূরি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। এই অসামান্য প্রয়াগমাহাত্ম্যে প্রাচীন ভারত এতই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছিল এবং আর্যঋষিগণ তাহার পবিত্রতায় এতই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা আম্লানবদনে বলিয়া গিয়াছেন, "গঙ্গাযমুনামাসাদ্য ত্যজেৎ প্রাণান্ প্রযত্নতঃ।" যে আর্য মহর্ষিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং জীবের কল্যাণ-কামনায় সর্বশাস্ত্রেই যাহার ভূরি ভূরি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই আবার এই তীর্থরাজ প্রয়াগে অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে প্রাণত্যাগ করিবার বিধান করিয়া গিয়াছেন। তীর্থরাজ প্রয়াগের পৌরাণিক মাহাত্ম্য এবং কেবল গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের দর্শন ও স্পর্শনে শ্রদ্ধাবান, শুদ্ধসত্ত্ব, ভারতের সুসন্তান প্রকৃত হিন্দুর হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক ভাবের উদয় হয়, সকলের তাহা বোধগম্য না হইতে পারে; কিন্তু এই অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান নগরের যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠার অতুলনীয়া কথা অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত আছে, তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই তীর্থোত্তম প্রয়াগ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অদ্ভুত লীলাক্ষেত্র; এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবের যুগপৎ চরমোৎকর্ষ যেমন এইখানে দৃষ্ট হয়, এমন আর কুত্রাপি নহে। এই দুই ভাবের চরম আদর্শ, এবং তাহার অপূর্ব সমাধান এই একই স্থানে হইয়াছে দেখিতে পাই। তীর্থরাজ প্রয়াগ প্রকৃতই জীবের ভুক্তি ও মুক্তি দাতা। প্রবৃত্তিপরায়ণ জীবের পক্ষে যেমন কল্পতরু, নিবৃত্তিপরায়ণ মুমুক্ষু জীবের পক্ষেও তেমনি মুক্তিদাতা গুরু হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ স্মরণাতীত কাল হইতে এ পর্যন্ত আপনার পুঞ্জীকৃতপুণ্যময় ভূমিতে যে কত অদ্ভুত কাণ্ডই জগৎকে দেখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রবৃত্তির অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব বিলাস এবং নিবৃত্তির চরম বিকাশ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তির ভোগৈশ্বর্য এবং নিবৃত্তির যোগৈশ্বর্য ; প্রবৃত্তির আপাত-রমণীয়া, ভোগৈকপরা, অপার-বিষয়াশয়া, সুরাসুর-মনোমোহিনী, অন্তঃসারশূন্যা, চাকচিক্যময়ী মূর্তি ; এবং নিবৃত্তির নিত্যমধুরা সদাশয়া, অক্ষয়-শান্তি-বিধায়িনী, মোক্ষৈকপরা, সারাৎসারা, চিন্ময়ী মূর্তির অভূতপূর্ব মিলন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ যথার্থই এই অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান-নগরকে এজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অতুলমহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন ; ভারতের আর কোন তীর্থই এরূপ অঘটন সংঘটন করিয়া আমাদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই। এই অত্যাশ্চর্যময় মহাপুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগের বিষয় যতই ভাবিতেছি ততই ইহার চমৎকারিতা ও বিচিত্রতার উপলব্ধি হইতেছে।

বুধনন্দন রাজর্ষি পুরূরবা যখন তাঁহার এই অমরাবতীকল্প পুরীর মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অনস্তমিত নবীন হিমাংশুর সুস্নিগ্ধ কিরণজালে অমানিশার ঘোর অন্ধকারেও ইহাকে দিব্য জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত করিতেন, এবং চন্দ্রিকাপায়ী চকোরগণ যখন দলে দলে আসিয়া মহানন্দে তাঁহার প্রমোদকানন কলরবে পূর্ণ করিত, তখন এই প্রতিষ্ঠান নগরের শোভায় সপ্ত ভুবন মুগ্ধ হইত। ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় স্বর্গচ্যুতা দেববালা উর্বশী যখন পুরূরবার অঙ্কশায়িনী হইয়া এই প্রতিষ্ঠান নগরের স্বর্গীয় বিলাস বিনোদের পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন, আবার প্রিয়া-বিয়োগ-ক্লিষ্ট প্রেমোন্মত্ত রাজর্ষি যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ সেই প্রিয়ার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখন না জানি এই প্রয়াগে প্রবৃত্তির কি চূড়ান্ত লীলাই অভিনীত হইয়াছিল! প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির চরম লীলাস্থল, প্রয়াগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে এ জগতে প্রচারিত হইবে বলিয়াই বুঝি রাজর্ষি পুরূরবা এই পুণ্যধাম প্রয়াগে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য ও সুখ উপভোগ করিয়া ত্রিদিববাসিগণেরও ঈর্ষার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি পুরূরবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অচিন্ত্যপ্রভাব-সম্পন্ন প্রয়াগমাহাত্ম্যে একদিন এই ধরাধামই স্বর্গধামে পরিণত হইয়াছিল।

আবার যখন নির্ধূম পাবক সদৃশ সুদীপ্তকায়, বহুশিষ্য পরিবৃত মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ তাঁহার সুরম্য পবিত্র আশ্রমে মহাকঠোর তপশ্চর্যায় রত ছিলেন, এবং ধর্মজগতের অশ্রুতপূর্ব মহান সত্যগুলি জগতে প্রচার করিয়া জীবের পরম কল্যাণসাধনে তৎপর ছিলেন, যখন জটাবল্কলধারী সানুজ শ্রীরাম জানকী সদ্যঃপ্রাপ্ত সুবিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবরের বিচিত্র পর্ণকুটীরে বন্যফলমূলাশী হইয়া পরম সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, তখন না জানি এই প্রয়াগধাম কি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। না জানি, নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী মনীষিগণ তখন এই প্রয়াগে কি পরম শান্তিই লাভ করিতেন। আবার যখন রামানুজ ভরত, সপরিজন অযোধ্যাবাসিগণকে লইয়া অপ্রতিমবীর্য মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, সত্য সঙ্কল্প মহর্ষির ইচ্ছায় যখন নিমেষের ভিতর এই পবিত্র ভূমিতে স্বর্গ ও মর্ত্যের অপার ঐশ্বর্যরাশির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং মুনিবরের যোগৈশ্বর্য দেখিয়া যখন অযোধ্যা-বাসিগণকে অতিমাত্র বিস্মিত হইতে হইয়াছিল, তখন এই প্রয়াগমাহাত্ম্যের বিচিত্রতা সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

কান্যকুব্জাধিপতি, শিলাদিত্য-রাজ হর্ষবর্ধন 'মহামোক্ষ' নামক

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঞ্চবার্ষিকী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যখন তাঁহার পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডার কেবল জনসাধারণের অভাবমোচনার্থে এই পুণ্যধাম প্রয়াগে নিঃশেষিত করিতেন, তখন জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই সমানভাবে এই অচিন্ত্য প্রভাবসম্পন্ন প্রয়াগমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইতে হইত। পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধ-জগতেও প্রয়াগমাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাহা বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শিলাদিত্যরাজ হর্ষবর্ধন তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগকেই তাঁহার সেই অলৌকিক মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যে তিনি যে কয়েকবার সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রয়াগেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক মহাত্মা হিয়ান সাং শিলাদিত্যরাজের বিশেষ অনুরোধে এক বৎসর স্বয়ং এই প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া সেই অদ্ভুত মহাযজ্ঞ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার আমূল বিবরণ তিনি স্বীয় অমূল্য ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা সকলে সেই অপূর্ব মহাযজ্ঞের কথা জানিতে পারিতেছি। শিলাদিত্যরাজ হর্ষবর্ধন যেরূপ মুক্তহস্তে তাঁহার অপরিমিত ধনরাশি এই প্রয়াগে দান করিতেন, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। সেরূপ অসাধারণ ও অলৌকিক দান বোধ করি ভারতের এই মহাতীর্থ প্রয়াগেই সম্ভবে। মহাত্মা হিয়ান সাং লিখিয়াছেন যে কেবল সমর-সংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ভিন্ন রাজভাণ্ডারে আর কোন ঐশ্বর্যই অবশিষ্ট থাকিত না। এমন কি, রাজকীয় পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্যন্ত জনসাধারণের হিতার্থে অর্পিত হইত। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্ধন পাঁচ ছয় বার এই প্রয়াগেই সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় অসীম দানশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ধন্য রাজা হর্ষবর্ধন! কেবল অসংখ্য পশু ও মনুষ্যের কষ্ট নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে হৃষ্ট করিবার জন্যই বুঝি তুমি জন্মিয়াছিলে এবং সেই লুপ্তগৌরব ও হতমান ভারতের অতুল কীর্তি রাখিয়া যাইবার জন্যই বুঝি সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ডভার লইয়া জগতে তাহার সর্বোচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছিলে।

মহাত্মা হিয়ান সাংএর অলৌকিক ত্যাগ, অধ্যবসায় ও প্রতিভা বলে আজ সমগ্র সভ্য জগৎ ভারতের সেই অদ্ভুত মহাযজ্ঞের কথা জানিতে পারিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিয়াছে। নিতান্ত স্বার্থপর পাশ্চাত্ত্য গৌরবাভিমানী ব্যক্তি না হইলে আর ভারতের এই গৌরবদৃপ্ত সত্য ঘটনার অপলাপ করিতে কেহ সাহসী হইবে না। এইরূপ কত শত হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজা-মহারাজগণের বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যে এই অলৌকিক সুমহান পবিত্র ক্ষেত্র জগতে আপন মহিমায় অতুলনীয় হইয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে! এই ঘোর দৈন্যদশাপ্রাপ্ত ভারত এখনও প্রয়াগের সেই অচিন্ত্য দানমাহাত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখনও এই প্রয়াগে প্রতিদিন যে কত শত, সহস্র সহস্র দান ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার তুলনা আর কোথাও আছে কি না বলিতে পারি না। প্রয়াগের দানমাহাত্ম্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। গঙ্গা-যমুনারূপ দুই মহাশক্তির সম্মিলন হইতে প্রয়াগের এই অলৌকিকত্ব ও বিচিত্রতা এবং ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রের অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন হওয়ার একমাত্র কারণ।

সমগ্র ভারতের আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা দেখিব যে প্রকৃতই এই প্রয়াগমাহাত্ম্যের বিচিত্রতা ও ও পবিত্রতা কিরূপে সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যখন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল, তখন বৈদিক ধর্মের পুনরভ্যুদয় সাধন করিয়া সর্বাগ্রেই যে মহাপুরুষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সুবিখ্যাত কুমারিল ভট্ট স্বকার্যসাধন করিয়া অন্তে এই সুমহৎ পবিত্র ক্ষেত্রে ভগবান শঙ্করাচার্যের সম্মুখে তুষানল করিয়া স্বদেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন। বহু-বৌদ্ধ-বিনাশ-জনিত মনস্তাপে ভট্ট অবশেষে এই প্রয়াগধামে আসিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। শত দেশ থাকিতে তিনি কি কেবল অপূর্ব গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়াই এইখানে আসিয়া দেহত্যাগ করেন নাই? মূর্তিমান কর্মকাণ্ড ভট্টের শেষ এবং মূর্তিমান জ্ঞানকাণ্ড ভগবান শঙ্করাচার্যের প্রথম প্রকাশ যেন এই প্রয়াগধামেই হইয়াছিল। এই পবিত্র ধাম হইতেই ভট্টের পরামর্শানুসারে ভগবান শঙ্করাচার্য দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া প্রথমেই তাঁহার প্রধান শিষ্য, কর্মিশ্রেষ্ঠ মণ্ডন মিশ্রের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের পুনরুদ্ধারকর্তা কুমারিল ভট্ট যেমন একদিন এই প্রয়াগেই সাক্ষাৎ জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ ভগবান শঙ্করাচার্যের সম্মুখে লয় পাইয়া পরা নিবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রবল-প্রবৃত্তি-পরায়ণ মণ্ডন মিশ্রের সমুদয় যুক্তিজালও সেই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে জ্ঞানরূপ মহাসূর্যের দিব্যালোকে একদিন ভারতের ঘোর অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল, উষাগমে নিশাপগমের ন্যায় যে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের উদয়ে একদিন শত শত ভ্রান্ত মত নিরস্ত হইয়া এই সুবিশাল ভারতাকাশ চিরশান্তিপ্রদ অনন্ত জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়াছিল, সেই মহাসূর্যের শুভ অরুণোদয় বুঝি এই মহাক্ষেত্রেই হইয়াছিল। কুমারিল ভট্টের সঙ্গে সঙ্গেই কর্মকাণ্ডের শেষ, এবং জ্ঞানকাণ্ডের আরম্ভ হইল বলিতে হইবে। ভারতের এই মহাগৌরবাস্পদ স্মরণীয় ঘটনাটির সহিত যেন গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম-ক্ষেত্রের কি এক অপূর্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রবৃত্তির হেতুভূতা যমুনা, যেমন আপন অপূর্ব লীলা সমাপন করিয়া অন্তে নিবৃত্তিরূপা, শাম্ভবী ভাগীরথী গর্ভে চিরবিলীনা হইয়া রহিয়াছেন; সেইরূপ প্রবৃত্তির হেতুভূত কর্মকাণ্ডও যেন এইখানেই অগাধ জ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রে লয় পাইয়াছে।

প্রয়াগ মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে আমরা দেখিতে পাই যে এই পরম মহাক্ষেত্রে উপ্ত বীজ হইতেই অচিরকাল মধ্যে উৎপন্ন মহাবেদান্ত মহীরুহে ভারত আচ্ছন্ন হইয়াছিল। যে সুবিশাল অনন্তবিস্তীর্ণ মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবের একমাত্র আশ্রয়, যে বেদান্ত-ডিণ্ডিমের মহা বিজয়-নির্ঘোষে আজ সমগ্র জগৎ প্রতিধ্বনিত, পূর্বোক্ত ঘটনার বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিলে মনে হয় বুঝি তাহা প্রথমেই এই প্রয়াগে বাজিয়া উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধারি কুমারিল ভট্ট, যেমন আত্ম অপরাধ স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার কর্তব্য সুসম্পন্ন হইয়াছে মনে করিয়াই এই মহা-বিচিত্রতীর্থে আসিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বহু প্রাচীন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল হইতেই এই মহাসঙ্গমে হিন্দুমাত্রেরই মৃত্যু বাঞ্ছনীয় ছিল। যে স্থানের অপূর্ব মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিতে করিতে প্রাচীন ভারতের মহা গৌরবাস্পদ, অগণ্য, অদ্ভুত ঘটনাবলী আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, সেই অপার মহিমাময় সুপবিত্র ক্ষেত্রে মৃত্যুকামনা করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ প্রকৃত হৃদয়বত্তারই পরিচয় দিয়াছিলেন। বহু প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহা দৃষ্ট হয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রয়াগে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করার প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল। স্বেচ্ছায় মৃত ব্যক্তিগণের বিপুল অস্থিরাশি হিয়ান সাং স্বয়ং এইখানে দেখিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুর এই আত্মবিসর্জন-ব্যাপারকে অনেকেই বর্বরোচিত কার্য বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহারা হিন্দুর এই অলৌকিক আচরণে যে কি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না বা জানিবার জন্য কোন চেষ্টাও করেন না। শাস্ত্রোক্ত প্রয়াগ মাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—"যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।" এইরূপ শত শত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে মোক্ষধাম প্রয়াগে প্রাণত্যাগ করিতে প্রাচীন হিন্দুগণ কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না।

যে আর্যশাস্ত্রের প্রতি পত্রে আত্মঘাতীর মহানিরয়গামী হইবার কথা পরিদৃষ্ট হয়, সেই শাস্ত্রেই আবার স্থানবিশেষে আত্ম বিসর্জন জীবের সদ্গতিবিধায়ক বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধঅর্থবোধক শাস্ত্রীয় বিধিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়াই, আত্মজ্ঞান-প্রবণ প্রাচীন আর্যজাতির আচরণে অনেকেই দোষদৃষ্টি করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশ্চাত্য-শিক্ষালোকপ্রাপ্ত জনসাধারণের ধারণা এই যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক হিন্দুর কতকগুলি বর্বরোচিত আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায়, সভ্যতালোকে ভারতের চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে, এবং আমাদের মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং খৃষ্টীয় ধর্ম-প্রচারকগণের পরকীয় ধর্মে অনভিজ্ঞতা এবং তাহাতে অযথা দোষারোপ করিবার দুরাগ্রহে আজকাল আর্যসন্তানগণের মধ্যেও অনেকে মনে করেন যে বঙ্গরমণীগণের প্রাণ-পুত্তলিকা-সম শিশুসন্তানগণকে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে বিসর্জন; ভক্ত হিন্দুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হওন; সতীর পতির সহিত এক চিতায় শয়ন এবং তীর্থবিশেষে দেহত্যাগ প্রভৃতি প্রথাগুলি—নিতান্ত নৃশংস ও বর্বরজনোচিত কার্য! বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গগুণে স্বজাতীয় আচার-ব্যবহার ও সংস্কার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও পরকীয় আচার ব্যবহারাদির অভিজ্ঞতায় পরিপক্কতা লাভ করিয়া যাঁহারা স্বজাতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে কতদূর আত্মঘাতী হন তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারেন না। জন্ম, মৃত্যু, পাপ, পুণ্য ও ধর্মাধর্মের বিচার করিতে করিতে যে প্রাচীন আর্য মনীষিগণ প্রাণপণ যত্ন করিয়া তাহার চরম মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যে আত্মহত্যারূপ মহাপাপের প্রশ্রয় দাতা হইবেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানের মূলই যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য সকলের নাই বলিয়াই এইরূপ ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

পরকীয় রাজ্যাধিকার এবং স্বরাজ্য-সংরক্ষণ-প্রয়াসে যে-সকল মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী মহারথিগণ অসংখ্য নর-শোণিতে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরা কলুষিত করিয়া গিয়াছেন,তাঁহারা কেহই জাতীয় জীবন দান করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু শান্তিপ্রিয় প্রাচীন হিন্দুগণ ধর্মের জন্য স্ব স্ব পুত্র, কলত্র, বিত্ত এবং অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া আর্যজাতির মধ্যে যে অক্ষয় জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহার অক্ষুণ্ণ প্রভাব আজিও সমগ্র সভ্য জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। আমরা যতই দুর্বল, যতই নিঃস্ব ও পরাধীন হই না কেন, আমরা ইহা অকপটচিত্তে বলিতে পারি যে, সেই অসামান্য প্রভাব-সম্পন্ন আত্মজ্ঞানী আর্য মহর্ষিগণের প্রদত্ত অমৃতের আমরা অধিকারী। কোনও প্রাচীন সাম্রাজ্য-লিপ্সু জাতির ভাগ্যে এ সুযোগ ঘটে নাই। শত সহস্র কৌশল ও অসিচালনায় যে-সকল প্রাচীন সুসভ্য জাতি পৃথিবীর মধ্যে অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব আজ অনন্ত কাল-সমুদ্রে বিলুপ্ত! অচিন্ত্য মহিমামণ্ডিত আর্য মহর্ষিগণের অনুকম্পায় এবং তাঁহাদের অসাধারণ ধর্ম ও জ্ঞানের বলে, সুদীর্ঘ কালাবধি লাঞ্ছিত ও পরপদানত হইয়াও আমরা আজিও জীবিত রহিয়াছি। আমাদের জাতীয় জীবনের মর্মস্থান আজিও কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

বঙ্গরমণীগণ যে কি ঐশ্বরিক মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাণাধিক শিশু সন্তানগণকে মোক্ষদায়িনী গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন, কি আধ্যাত্মিকভাবে তদ্গতচিত্ত হইয়া যে হিন্দুগণ বিশ্বম্ভর দেবের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হইয়া অবলীলাক্রমে আত্মবিসর্জন করিতেন, এবং কি অলৌকিক পাতিব্রত্যধর্মের প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া আর্য সতীলক্ষ্মীগণ মৃত পতির সহিত এক চিতায় শয়ন করিয়া পতি-সহগামিনী হইতেন, তাহা নির্ণয় করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও সাধ্যায়াত্ত নহে। আমি জানি এক বৎসর ৺গঙ্গোত্রী পথে জনৈক সাধু ভাগীরথীর পুণ্য-প্রবাহ-দর্শনে বিহ্বল হইয়া এক লম্ফেই সেই উদ্দাম স্রোতে নিপতিত হইয়া ভবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেই সাধুর অন্তঃকরণে যে কি স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়া সেই সাধুর দুর্গতি হইল বা সদ্গতি হইল, তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিবে? তবে আমরা ইহা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে যদি তিনি ঐকান্তিক ভক্তি-সহকারেই পতিতপাবনী ভাগীরথীতে আত্মবিসর্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রকৃত হিন্দুর বিশ্বাস এই যে তাঁহার মৃত্যুতে মৃত্যুই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি ক্ষণভঙ্গুর দেহের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া ভারতীয় আর্যগণ যে অতি সহজেই মরিয়াই অমর হইতে জানেন, জগতে এই মহাসত্য প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছেন! অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে প্রায়োপবেশন ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি করিয়া দেহপাত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশী দিনের কথা নহে, শ্রীকেদার-শৈলোপরিস্থিত মহাপথে যে কত সাধু দেহত্যাগ করিয়া-ছেন তাঁহার সংখ্যা নাই! পার্বত্যপ্রদেশে এমন অনেক "ভৃগুপতন" আছে, যে-সকল স্থান হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া অনেকেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেন। এই ভারতবর্ষময় অনেক সাধুর "জীবৎ-সমাধি"স্তম্ভ-সমুদয় আজও ভারতের স্বেচ্ছামৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এমন কত সাধু মহাপুরুষ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মৃত্তিকাগর্ভে চিরসমাধিস্থ হইতেন তাহা বলা যায় না। এইরূপে কোনও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভৌতিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহের মমতা ত্যাগ করার স্বভাব হিন্দুর অনেক দিন হইতেই আছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কঠোর শাসন সত্ত্বেও ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুর এই স্বেচ্ছামৃত্যু লোপ পায় নাই। এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ অনাহারে প্রায়োপবেশন করিয়া দেহত্যাগ করেন। পতিব্রতা রমণীকে এখনও কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারেন না। সতী স্বীয় আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব কর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াও পতির বিশুদ্ধ মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পতিসহগামিনী হন।

আর্যজাতির এই আবহমানকালাচরিত প্রথার মূল উৎপত্তি-স্থান যে কোথায় তাহা যদি কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আর ইহা বলিতে পারিবেন না যে হিন্দুর ইচ্ছামৃত্যু বর্বরোচিত কার্য। অবশ্য যাহারা কোন উচ্চ ভাব বা আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইয়া কেবল কোন সাংসারিক কষ্ট বা মনোবেদনায় দেহপাত করে, তাহারা আত্মহা বলিয়া আর্য সমাজে পিণ্ডোদক বর্জিত হইয়া রহিয়াছে।

যে হিন্দু অতিথি-সৎকারের জন্য প্রাণাধিক পুত্রসন্তানকে অম্লানবদনে স্বহস্তে বলিপ্রদান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন; যে নিঃস্ব হিন্দু-গৃহস্থ একদিন সপরিবারে অতিথি সৎকার করিয়া স্বধর্মরক্ষার জন্য অকাতরে সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনশনে থাকিয়া মৃত্যুপণ করিতেন; সেই মৃত্যুঞ্জয় নির্ভীক হিন্দুসমাজ প্রচলিত সহমরণাদি আচরণগুলিতে যে কি অপূর্ব ধর্মভাব, কি জ্বলন্ত বিশ্বাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং মৃত্যুতে নির্ভীকতা নিহিত আছে, তাহা আত্মজ্ঞানবিহীন ঐহিক সুখাসক্ত জনগণের কখনই বোধগম্য হইতে পারে না। মৃত্যুভয়কাতর অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত হিন্দুর আচরণ সম্পূর্ণ বর্বরোচিত কার্য বলিয়াই মনে হইবে। যে-সকল আচরণের জন্য হিন্দুকে তাঁহারা অতি অসভ্য ও বর্বর বলিয়া মনে করেন, সেই গুলিই তাহার মহান চরিত্রের পরিচায়ক। প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে নিঃশেষাঘ-বিনাশিনী ভাগীরথী মা গঙ্গা যে কি, তাহার মর্ম অপর সাধারণে কি বুঝিবে? মহা মহা জ্ঞানী ভক্ত ভাবুক ও কবিগণ যে গঙ্গা-মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন; ঐহিক ও পারত্রিক সুখে অনাসক্তচিত্র প্রাচীন ভারতীয় সুধীবৃন্দ নগণ্য তুচ্ছ জীব-শরীর ধারণ করিয়াও যে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বিমল তটে নিবাস আকাঙ্ক্ষা করিতেন; যে গঙ্গা হিল্লোলের মধুময়ী বিপুল গীতি হিন্দুর হৃদয়-তন্ত্রীতে আজিও বাজিয়া উঠে; যাঁহার দর্শন, স্পর্শন ও অবগাহনে, হিন্দু পাপ তাপ ও মোহ-বিমুক্ত হন; অনার্য অহিন্দুগণের পক্ষে তাহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। যাঁহার মাহাত্ম্যকথায় প্রাচীন আর্যশাস্ত্র সমুদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, শতবীণা ঝঙ্কারিত মনোহারী ভাষায় "শম্ভোরম্ভোময়ী মূর্তি" বলিয়া মহাকবি কালিদাস যাঁহার দিব্যমহিমা জগতে প্রচার করিয়াছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখে যাঁহার "ব্রহ্মবারি" নাম শুনিয়াছি এবং যাঁহার অনন্ত পুণ্যময় সলিলে হিন্দু আজন্ম মরিতে বাঞ্ছা করেন, সেই স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তী জাহ্নবীকোলে প্রাচীন হিন্দুগণ যে কি ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্ব স্ব শিশুসন্তানগণকে অর্পণ করিতেন, তাহা কি আধুনিক সভ্যতাভি-মানী জড়বাদিগণ অমনি সহজেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন? আপন আপন ক্রোড় হইতে প্রাণপ্রিয় শিশুসন্তানগণকে মোক্ষদায়িনী মা গঙ্গার ক্রোড়ে দিয়া হিন্দুরমণীগণ শিশুপুত্রের ভাবী আপদবিপদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহারা দিব্যচক্ষে যেন মা গঙ্গার ক্রোড়ে অর্পিত শিশুপুত্রগণের চিন্ময় বপু দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন এবং সেই জন্যই বুঝি তাঁহারা শোকে মোহে আচ্ছন্ন হইতেন না। হিন্দু রমণীগণের অসীম ও অগাধ বিশ্বাসের পরিমাণ কে করিবে? পতিতপাবনী ভাগীরথী মা গঙ্গাকে সামান্য নদী বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে হিন্দুর এরূপ অলৌকিক আত্মসমর্পণ বর্বরোচিত কার্য বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে "সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা" মাহাত্ম্য তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। এখনও "অন্তে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া প্রত্যহ কত শত সহস্র হিন্দু যে মা গঙ্গার ক্রোড়ে প্রাণ বিসর্জন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, তাহা বলা যায় না।

স্ব স্ব অভীষ্টদেবের অর্চনায় এ সংসারে হিন্দুর অদেয় বস্তু কিছুই নাই। ভগবৎ প্রীতার্থে প্রাচীন হিন্দু নরনারীগণ যে অমানুষিক ত্যাগের জলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা জগতে আর কোথাও নাই। অলৌকিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বলে হিন্দু রমণীগণ যে-সকল অদ্ভুত ও অমানুষিক মহান কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হয়। বঙ্গ রমণীগণ আপন আপন শিশুসন্তানগণকে পুতসলিলা ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হিন্দুর স্বধর্মানুষ্ঠানের জন্য আত্মত্যাগের যে চরম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যে তাঁহাদের অপত্যস্নেহের অভাব বশতঃ নহে, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। যদি প্রকৃতই তাঁহারা অপত্যস্নেহের অভাববশতঃ কেবল অজ্ঞানসম্ভূত কুসংস্কারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাবেই নিতান্ত বর্বরের ন্যায় পুত্রঘাতিনী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর এই অল্প কালের মধ্যে সেই সকল কঠোর হৃদয়া বঙ্গরমণীগণ সুসভ্য সমাজের আদর্শস্থানীয়া ও দয়াধর্ম ও স্নেহ মমতার আধার স্বরূপা হইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে সুখ ও শান্তি বিতরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। অতি প্রাচীন, সুসভ্য আর্যসমাজ প্রচলিত আচারব্যবহারের সম্যক পর্যালোচনা করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে কেবল ধর্মের জন্য অসাধ্য সাধন করিতে আর্যগণ কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না। সন্তানের অপঘাত মৃত্যু হইবে ও স্বয়ং পুত্রঘাতিনী হইবেন মনে করিলে আর্য-রমণীগণ কখনই সেরূপ স্বহস্তে নিজ শিশুদিগের বধ সাধন করিতে সক্ষম হইতেন না।

ভক্ত বিশ্বাসী হিন্দুর চক্ষে যে কি ভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তির স্ফূর্তি হয়, তাহা অবিশ্বাসী ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণ কি বুঝিবে? কোন দেব-প্রতিমা, তীর্থ বা অন্য যে কোন স্থান-বিশেষেই হউক না কেন, ভক্ত হিন্দুগণ যদি তাহাতে ভগবৎসত্তা অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বতই সেই মুহূর্তে তাঁহার এই অকিঞ্চিৎকর দেহের প্রতি তীব্র অনাস্থা জন্মায় এবং সেই শুভক্ষণে যদি তাঁহার দেহপাত হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হিন্দু-মাত্রেই জানেন যে আত্মার বিনাশ নাই। সেজন্য আত্মজ্ঞান-প্রবণ আর্যজাতি পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় সভ্যজাতির প্রকৃত অভ্যুদয়ের পূর্বেই মৃত্যুভয়-রহিত হইয়াছিলেন। যে আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট জাতির পক্ষে মৃত্যু অতি অকিঞ্চিৎ-কর, সর্প-নির্মোক পরিত্যাগের ন্যায় অতি সহজেই যে জাতি দেহান্তর গ্রহণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থ সেই আত্মবিজ্ঞান-সম্পন্ন আর্য-বংশধরগণের পক্ষে স্বীয় অভীষ্টদেবের আরাধনায়, যজ্ঞে, জীবসেবায়, কোন মহৎকার্য-সাধনোদ্দেশ্যে, তীর্থ বা ঐশ্বরিক ভাবোদ্দীপক প্রাকৃতিক দৃশ্যে তদ্গতপ্রাণ হইয়া আত্মসমর্পণ করা যে নিতান্ত স্বাভাবিক, ভারতেতিহাসের প্রতি পত্রে আমরা তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

মুসলমান রাজত্বকালে এই ভারতে যে প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য মহিলাগণ জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া স্বধর্ম-রক্ষার জন্য অবলীলা-ক্রমে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা কি আর্যজাতির মৃত্যুভয় রাহিত্যের এক বিশিষ্ট প্রমাণ নহে? যে জাতির অতি কোমলপ্রাণ নারীসমাজেও এরূপ মৃত্যুঞ্জয় ভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেই সুমহৎজাতির অপূর্ব চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা আধুনিক সভ্যতাভিমানী দেহাত্মবাদী, বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর্য চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহারা ভারতে কেবল নিতান্ত বর্বরোচিত আচারসমূহেরই ছড়াছড়ি দেখিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই বুঝি তাঁহারা বিভীষিকাগ্রস্তের ন্যায় হইয়া আর্যজাতির বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন। ফলে তাঁহাদের কঠোর শাসনে অত্যাচারমূলক দুই একটি লোকাচার নিষিদ্ধ হইলেও হিন্দুর স্বেচ্ছামৃত্যু আজিও লোপ পায় নাই। আত্মজ্ঞানরূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত আর্যজাতি, আজিও মৃত্যুভয় রহিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিকেও সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। হৃতসর্বস্ব আর্যজাতি আজি জগতে জন্মমৃত্যুর প্রকৃত রহস্য প্রচার করিয়া বহুতর সুসভ্যজাতিকে উন্নত করিতেছেন। নিঃস্ব ভারত আজিও আপন অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুপম রত্নসমূহ অকাতরে বিতরণ করিয়া স্বীয় অসীম উদারতার পরিচয় দিতেছেন। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে সহমরণে অপারগ বিধবার প্রতি বল-প্রয়োগে ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরাচরণ নিষিদ্ধ হইয়া আমাদের দেশে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু পতিব্রতা আর্য রমণীর সঙ্কল্পিত কার্যে বাধা দিতে আজিও কেহ সমর্থ হয় নাই।

বিদেশীয়গণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে ভারতীয় আর্যসমাজ যখন অতিশয় হীনদশা প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাতে নানাপ্রকার কুসংস্কার আসিয়া দেখা দিল। অধিকারী নির্বাচন করিয়া স্বধর্মানুষ্ঠানের পরিবর্তে বল-প্রয়োগ করিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। সেই জন্যই বুঝি হিন্দুসমাজে কিছুদিন অতিশয় নিষ্ঠুর-ভাবে সতীদাহ করিবার দুরাগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই দুরাগ্রহের জন্যই অতি প্রাচীন সুসভ্য হিন্দুসমাজকে আজ অনেকেই অতিশয় ঘৃণিত ও হেয় বলিয়া পরিচিত করিতে উদ্যত।

কোনও আত্মজ্ঞান-বিহীন জাতিই হিন্দুর ন্যায় ঐশ্বরিকভাবে মত্ত হইয়া অনায়াসে দেহপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা হিয়ান সাং যখন ভারতে পদার্পণ করেন তখন তো ভারত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম ও ঐশ্বর্যে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহা না হইলে কি আর বহুপ্রাচীন সুসভ্য চীনদেশ হইতে অমানুষিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া তিনি এই ভারতে ছুটিয়া আসিতেন? মহাত্মা হিয়ান সাং যখন প্রয়াগধামে দেহপাত করিবার প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত দেখিয়া গিয়াছিলেন, তখন কি ভারতীয় আর্যসমাজ তবে এতই ঘৃণিত ছিল, আর এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যল্পকাল মধ্যেই বিজাতীয় শিক্ষালোক প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্বর সমাজ একেবারে সুসভ্য হইয়া উঠিল !

হতভাগ্য ভারতে এখন আর ঘরে ঘরে হিন্দুর সেই সহমরণ নাই। এখন আর দেহাদিভাবশূন্য হিন্দুর স্বীয় অভীষ্টদেবের সম্মুখে কথায় কথায় অকপট আত্মনিবেদন নাই, এখন আর চিন্ময়ী গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গমের অপরূপ লহরী দর্শনে বিভোর হইয়া কাহারও আত্মবিসর্জন করিবার উপায় নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত আত্ম-হত্যার হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে। পারিবারিক বিবাদ কলহে বা অন্য কোনও অকিঞ্চিৎকর কারণে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় নরনারীগণ এক্ষণে যেমন কথায় কথায় উদ্বন্ধনে ও অন্যান্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া সাংসারিক ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তখনকার লোক বোধ করি এত মূর্খ ছিলেন না।

সে যাহা হউক, ঘটনাবৈচিত্র্যে প্রয়াগভূমি যে আমাদিগের সর্বপ্রধান তীর্থ তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কত অদ্ভুত ও লোকাতীত ঘটনাই যে প্রয়াগরাজের দর্শনে আমাদের স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তাহা এই প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এখনও এই বিচিত্র ভূমির চমৎকারিতা সমান-ভাবেই আছে। প্রয়াগের প্রাচীন কীর্তিসমূহের সহিত তুলনা করিলে যদিও ইহার বর্তমান অবস্থার হীনতা প্রকাশ পাইবে, তথাপি তীর্থমাহাত্ম্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এখনও প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিবেন যে এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম লহরীর কি অসীম শক্তি, এবং সেই মহাশক্তির প্রভাবে আবহমানকালাবধি এই বিচিত্র ক্ষেত্রে কত অদ্ভুত লোক পাবন মহৎকার্য সমুদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে শুভমুহূর্তে এই পবিত্র ভূমি গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম লহরীতে পরিপ্লাবিত হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই এই অপূর্ব ক্ষেত্র অনন্তশক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং সেই অবধি অসংখ্য বিচিত্র ও অলৌকিক কীর্তি-সমুদয়ের আধারভূমি হইয়া পুণ্যধাম প্রয়াগ আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম হওয়াতেই প্রয়াগভূমির এত বিচিত্রতা, এত শক্তি, এত মহত্ত্ব। প্রয়াগের এই বিচিত্রতার মুখ্য কারণই গঙ্গা ও যমুনার একত্র সম্মিলন। অপরা বিদ্যারূপিণী শ্রীযমুনা যেন পরা বিদ্যারূপিণী ভাগীরথীর সলিলে মিলিতা হইয়াছেন; প্রবৃত্তিরূপা যমুনা আপন লীলা শেষ করিয়া যেন নিবৃত্তিরূপা ভাগীরথীর শান্তিবারিতে নিমগ্না হইয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলাসঙ্গিনী যমুনা দর্শনে যেমন আসন্নমুক্ত পুরুষের হৃদয়েও সেই অনুপমা মধুময়ী ভগবল্লীলারস-মাধুরী পান করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, তেমনি অনন্তসলিলা ভাগীরথী দর্শনেও জীবের সকল বাসনার নিবৃত্তি হয়। গতিদায়িনী ভাগীরথী যেমন জীবের মোক্ষদায়িনী হইয়া স্বীয় অপূর্ব মাহাত্ম্য আজিও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, শেষের সেইদিন স্মরণ করাইয়া যেমন জীবসমূহের বৈরাগ্য সাধন করিতেছেন, কালিন্দী যমুনাও তেমনি শ্রীভগবানের সেই অপূর্ব ব্রজলীলার কথা স্মরণ করাইয়া মুক্ত-পুরুষগণকেও যেন এই মর্ত্যে আবাহন করিতেছেন; মহাবৈরাগ্যবান পুরুষের হৃদয়েও যেন পুনরায় সেই ভগবল্লীলা দর্শন করিবার বাসনা জাগরূক করিয়া দিতেছেন।

বিচিত্র-স্বভাব-সম্পন্না গঙ্গা ও যমুনার মাহাত্ম্য প্রভাবেই প্রয়াগরাজ অনন্ত ঐশ্বর্য ও ভোগ এবং অপূর্ব বিবেক, বৈরাগ্য ও ত্যাগের লীলাভূমি হইয়া হতভাগ্য ভারতের অপার মহিমায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখনও সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন। যমুনা যেন স্বীয় অনন্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার প্রয়াগের বিচিত্র কূলে ঢালিয়া রাখিয়াছেন, এবং স্বকার্য সাধন করিয়া বহুকালের পর জাহ্নবী-সঙ্গিনী হইয়া এ জগতে নিবৃত্তির জয় ঘোষণা করিতে করিতে অপূর্ব গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নগণ্য একটি জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন দেবাদি এবং সামান্য একটি পরমাণু হইতে বহুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্যন্ত কেহই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট নহে। সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। এই সুবিশাল বিশ্বরাজ্যের একটি অতি সামান্য পদার্থও যখন বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই, তখন চিন্ময়ী গঙ্গা ও প্রেমময়ী যমুনারও যে মর্তে অবতরণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং গঙ্গা ও যমুনা মাহাত্ম্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাষ না দিলে প্রকৃত উত্তরাখণ্ড-মাহাত্ম্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই জন্যই আমাকে বাধ্য হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করিয়া হিন্দুর তীর্থগুলি যে কত পবিত্র ও মহৎ, এবং তাহাদের ঐশী শক্তিতে হিন্দু-হৃদয় যে কি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃত চরিত্র মাহাত্ম্য যে সকলের বোধ-গম্য নহে, এবং বিদেশী ও বিজাতীয় ধর্মযাজকগণ আত্মজ্ঞান-পরায়ণ, অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যচরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই যে সর্বসমক্ষে তাহার বীভৎস চিত্র অঙ্কিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, সুতরাং তাহা যে একান্ত অমূলক তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পৃথিবীর আদিম অধিবাসী বেদবিৎ আর্যগণ যে কোন কালেই বর্বর ছিলেন না, এবং তাঁহাদের কোন আচার-ব্যবহারই যে বর্বরজনোচিত ছিল না, বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্নরূপ হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ইহাও আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহা হউক, এক্ষণে তীর্থরাজ প্রয়াগের ভোগ-মোক্ষদ দেবদুর্লভ পবিত্র রেণু শিরে ধারণ করিয়া শ্রীকেদারনাথের পথ-মধ্যস্থ সেই মন্দাকিনী ও কালীগঙ্গা সঙ্গমস্থল হইতে অগ্রসর হইয়া দেখা যাউক ৺কেদারনাথ কেমন।

পূর্বাহ্নেই সুপবিত্র দেবনদী-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া আমি তথা হইতে গৌরীকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগীনারায়ণের পর শ্রীকেদারনাথের নিম্নে স্বমাহাত্ম্য প্রভাবে গৌরীকুণ্ড বিশেষ প্রসিদ্ধ। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতেই ভক্ত যাত্রি-গণের মন গৌরীকুণ্ড দর্শনাভিলাষে উৎফুল্ল হয়, এবং তথায় পৌছিবার জন্য চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হয়। তাহার প্রধান কারণ এই যে গৌরীকুণ্ডে পৌছিতে পারিলেই মনে হয় যেন শ্রীকেদারনাথে গিয়া পৌছিলাম, এবং গৌরীকুণ্ডের তপ্ত ধারার কথা শুনিয়া তাহাতে স্নান করিবার জন্য স্বভাবতই শীত-কাতর যাত্রিগণের ইচ্ছা বলবতী হয়। কেদারের নিদারুণ শীত সহনাক্ষম যাত্রিগণের পক্ষে গৌরীকুণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ যে নিতান্তই সুখপ্রদ বলিয়া মনে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? গৌরী কুণ্ডাভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, গিরিরাজের অভিনব অত্যুজ্জ্বল বিরাটমূর্তি দর্শন করিয়া মনে হইল যেন তিনি স্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তরে নানা বিচিত্র বেশে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। যতই উপরে উঠি ও চতুর্দিক অবলোকন করি, মনে হয় যেন একে একে হিমগিরির বহিরাবরণগুলি ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতেছি। অপূর্ব কেদার রাজ্যে গিরিরাজের নিত্যই নব নব বিচিত্র সাজসজ্জা এবং তাঁহার অধিকতর উজ্জ্বল মূর্তি দর্শন করিয়া আমার মনঃপ্রাণ যে কিরূপ মুগ্ধ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। যে কেদারনাথের নিকটবর্তী স্থান-সমূহের অপার সৌন্দর্য-রাশিরই ইয়ত্তা হয় না, না জানি সেই কেদার কেমন—ইহাই ভাবিতে ভাবিতে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় আমি গৌরীকুণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অতি বিচিত্র, নিবিড় অরণ্যানী সমাচ্ছাদিত, তুষারাচ্ছন্ন, উত্তুঙ্গ-গিরিশ্রেণী-পরিবেষ্টিত, নাতিপ্রশস্ত ভূখণ্ডে সুপবিত্র গৌরী-কুণ্ড প্রতিষ্ঠিত। মন্দাকিনীর বিমল সলিলে গৌরীকুণ্ড সদা সুসিক্ত এবং উচ্ছলিতা প্রবাহিণীর সুশীতল শীকরে সদা স্নাত। গৌরীকুণ্ডের মন্দিরে জগন্মাতা গৌরীর এক দিব্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তাঁহার পাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবল বেগবতী মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইয়াছেন। গৌরীকুণ্ডের সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিতা মন্দাকিনী যেন জগজ্জননীর মন্দির-সমীপবর্তিনী হইয়া কিছু শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন। অন্যান্য স্থানে মন্দাকিনীর যে ভৈরব গর্জন শ্রুত হইয়াছিল, তাহা যেন এইখানে মহামায়ার স্তুতিগানে পরিণত হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুমধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। তাহার পর একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ধারায় উত্তপ্ত এই দেবদুর্লভ, পরম-রমণীয় গৌরীকুণ্ড বহুদূরদেশাগত ভক্ত যাত্রি-গণের পক্ষে অধিকতর সুখপ্রদ হইয়া রহিয়াছে ও কেদারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদারুণ শীতসহনক্ষম করিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে সবল করিতেছে। এই তপ্তধারার উষ্ণ জল কৃত্রিম উপায়ে প্রবাহিত হইয়া অবিরাম ঝর্ঝর শব্দে একটি প্রস্তর নির্মিত কুণ্ডে নিপতিত হইতেছে। এই কুণ্ডকে গৌরীকুণ্ড বলে। উষ্ণ জলপ্রবাহ কুণ্ডে অবরুদ্ধ না হইয়া একেবারে স্বচ্ছ-সলিলা মন্দাকিনীর তুষার-বিগলিত অতি শীতল জলরাশিতে মিলিত হইয়াছে। এই উষ্ণ প্রস্রবণ গন্ধক-মিশ্রিত হওয়ায় ইহাতে কয়েকবার স্নান করিলে সকল প্রকার চর্মরোগ হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়। ৺কেদারনাথের পথে আর কোথাও এরূপ উষ্ণ প্রস্রবণ দেখি নাই। চিরহিমানীর মর্মভেদী শীতবাতে কাতর যাত্রিগণ এই তপ্তধারায় স্নান করিয়া বড়ই আরাম বোধ করেন; কিছুক্ষণের জন্য কেদারের অসহ্য শীতকষ্ট বিস্মৃত হন।

আমি গৌরীকুণ্ডে পৌঁছিয়াই দেখিলাম যে স্থানটি নানাদেশীয় যাত্রি-সমাগমে পরিপূর্ণ; যাত্রিগণের কোলাহল ও দেবনদী মন্দাকিনীর কলনাদ উভয়ে মিলিত হইয়া একপ্রকার অপূর্ব ধ্বনির সৃষ্টি করিতেছে। ৺কেদারনাথের পথে অগস্ত্যমুনি, গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগীনারায়ণের পর এমন স্বভাব-সুন্দর জনমানবপূর্ণ চটি এবং সুপ্রশস্ত, পরম রমণীয় স্থান আর একটিও দেখি নাই। এইখানে কয়েকখানি দোকান আছে; তাহাতে যাত্রিগণের আবশ্যকীয় প্রায় সকল প্রকার আহার্য সামগ্রীই পাওয়া যায়; বাসোপযোগী ঘরেরও অপ্রতুল নাই। ৺কেদারনাথের পথে এই গৌরীকুণ্ডই শেষপ্রান্তবর্তী স্থান; ইহার উপরে এক বাবা কেদারনাথের মন্দির ব্যতীত আর এমন স্থায়ী ঘর বাড়ী ও মন্দিরাদি কোথাও নাই; এমন কি, অত্যন্ত তুষারপাত-নিবন্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীতকালে এই গৌরীকুণ্ডেও কেহ থাকিতে পারে না। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী যে সকল গ্রাম আছে, শীতকালে তাহাতেই সকলে বাস করিতে সমর্থ হয়।

গৌরীকুণ্ড সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট নহে। হিমালয়ের অন্যান্য স্থানসমূহের ন্যায় কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যই গৌরীকুণ্ড প্রসিদ্ধ নহে। অতীতের যে অপূর্ব ও মহাপবিত্র স্মৃতি ইহা আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়, এবং যে সকল বিচিত্র ঘটনাবলীর সহিত এই গৌরীকুণ্ড ও শ্রীকেদার শৈল বিজড়িত, এস্থলে তাহাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর যাবৎ উত্তরাখণ্ডের অতিশয় নিভৃত ও দুর্গম স্থানসমূহ দর্শন করিয়া আমি যতদূর বুঝিয়াছি ও লোকমুখে শুনিয়াছি, তাহাতে এক্ষণে আমি ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে হর-পার্বতীর যাবতীয় লীলাই এই কেদার-রাজ্যে সুনিষ্পন্ন হইয়াছিল। হর-পার্বতীর লীলা-মাহাত্ম্যে এই অদ্ভুত কেদার-রাজ্য পরিপূর্ণ এবং সেই জন্যই বুঝি ইহার এত বিচিত্রতা ও মহত্ত্ব। সমুদয় উত্তরাখণ্ডের মধ্যে যতগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে তাহাদের সহিত তুলনায় প্রকৃত প্রস্তাবেই মনে হইবে যেন এই কেদার-রাজ্য বাবার খাস মহল, এবং সেই জন্যই বুঝি ইহার এত প্রভাব ও গৌরব।

সে যাহা হউক, এক্ষণে এই গৌরীকুণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে কিজন্য ইহার মাহাত্ম্য অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার সুরম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কমনীয় ভাব দর্শনে স্বতই ইহাকে সর্বতোভাবে তপস্যার অনুকূল স্থান বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং গৌরী এই সুপবিত্র মহাক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই তাঁহারই নামে এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে। যে স্থানের দর্শন মাত্রেই আমাদের মন ও প্রাণ বিমুগ্ধ হয়, বলিতে পারি না সেই সুমহৎ পবিত্র স্থানের চতুঃ-স্পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থানসমূহের প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয়টির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে আরও কত অদ্ভুত ব্যাপারই আমরা দেখিতে পাই। আদ্যাশক্তি মহামায়া যেন যথার্থই বিরলে বসিয়া আপনি আপনার সেই মহাকঠোর তপস্যার জন্য এই দেব-দুর্লভ স্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তপস্যার যাবতীয় অনুকূল পদার্থসমূহের দ্বারা ইহাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। গিরিরাজনন্দিনী উমা নাকি এই পরম রমণীয় মহানিভৃত স্থানেই সুদুষ্কর তপোনুষ্ঠান করিয়া সদাশিব ভোলানাথের মনোহরণ করিয়াছিলেন। মা জগদম্বা যে এইখানেই জগৎপিতা জগদীশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া দেবগণের আশা পূর্ণ করিয়া বিশ্ববাসিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কেদার-শৈলেই যে ভূতভাবন ভোলানাথ মহাতপস্যায় মগ্ন হইয়া জগজ্জননী পার্বতীর সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ কেদারের সুরম্য, মহান ও অপার বিভব ও দৃশ্য দেখিলে ইহাকে দ্বিতীয় কৈলাস বলিয়াই বোধ হয়; গিরিরাজের অমরাবতীকল্প পুরী, পার্বতীর জন্মস্থানও এই কেদার-শৈলের নিকটবর্তী হওয়ায় মনে হয় যেন অতি সহজেই ভগবতী গৌরীর সহিত মিলিত হইবার জন্য জগৎপিতা সদাশিব কৈলাস হইতে জগন্মাতার জন্মভূমিরূপ মহাপবিত্র ক্ষেত্রের অপূর্ব মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়াই এইখানে আসিয়া তপোনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন; * অথবা শ্বশুরালয়ের মমতায়

* গিরিরাজ হিমালয়ের হিমনগরী ও হিমপ্রাসাদ—বদরী নারায়ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকৃষ্ট হইয়াই বুঝি বাবা আমাদের মাতুলালয়ের এত সান্নিধ্যে আসিয়াই ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহার পরে হর-কোপানলে মদন ভস্ম হইবার পর মা জগদম্বা ভগ্নমনোরথ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, এবং গুরুজনের আজ্ঞানুসারে দেবাদিদেব মহাদেবের অর্ধাঙ্গী হইবার মানসে পুনরায় তিনি যে গৌরীশিখর নামক স্থানে ঘোরতর তপস্থায় রত হইয়াছিলেন, এই গৌরীকুণ্ডই যে সেই সুপবিত্র তপোভূমি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে গৌরীশিখরের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। এই গৌরীকুণ্ডই যে সেই গৌরীশিখর তাহার প্রমাণস্বরূপ স্বয়ং বাবা কেদারনাথই অদূরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং বিশ্ব-জননী ভগবতীর নিজ পদ্মহস্তে রোপিত ও বর্ধিত এবং মায়ের হৃদি-পীযুষ-ধারায় পরিপুষ্ট অপূর্ব অমর লতাকুঞ্জ ও বৃক্ষরাজি এখন এই মর্তধামকে স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে। সমুদয় উত্তরা-খণ্ড-মাহাত্ম্যই কেদারখণ্ডের অন্তর্গত, সুতরাং সেজন্য আর প্রমাণান্তরের কোন আবশ্যক দেখি না। জগন্মাতা গৌরী এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার এত মাহাত্ম্য এবং সেই জন্যই তাঁহার নামানুসারে এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া

পাহাড়ী অধিবাসীরা যে স্থানকে পার্বতীর জন্মস্থান বলিয়া আমাকে দেখাইয়াছিল, এবং যাহা আমি ৺বদরীনারায়ণ হইতে তিব্বত যাইবার পথে দেখিয়াছি —তাহা শ্রীকেদার-শৈলের নিকটবর্তী স্থানেই অবস্থিত। শ্রীকেদার হইতে তুষার রাশি ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ হইলে তথায় পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হয় না। তিব্বতযাত্রার পথে আমি সেই অপূর্ব নগরীর বিষয় যথাসাধ্য বর্ণনা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে। সমগ্র হিমালয় ও উত্তরাখণ্ডের মহিমা এবং তাহার রমনীয়তা ও পবিত্রতা অতুলনীয়া হইলেও প্রাকৃতিক শোভা, সম্পদ ও গাম্ভীর্যে শ্রীকেদারনাথ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। হর-পার্বতীর লীলাস্থল এই অপূর্ব কেদার-রাজ্য যেন যথার্থই বিধাতার বিশেষ বিধানে সৃষ্ট হইয়াছিল। বিধাতার কলা-কৌশল এবং তাঁহার অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়াই যেন এই অনুপম কেদার-রাজ্য নির্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এইখানেই একদিন বিশ্বজননী পার্বতী অতি কঠোর ও অলৌকিক তপস্যায় মহাকাল রুদ্রেরও বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। এইখানেই একদিন পার্বতী সতীর সর্বলোক-বিস্ময়কর তপস্যায় মহাযোগী ভোলানাথেরও মন টলিয়াছিল। এইখানেই একদিন চন্দ্রমৌলি সদাশিব তপোনুষ্ঠানরতা জগজ্জননী গৌরীর অপূর্বকান্তি-দর্শনে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মচারী বেশে এইখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আদ্যাশক্তি মহামায়ার মনোভাব জ্ঞাত হইবার জন্য শিবনিন্দা করিয়া পরিশেষে তাঁহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এইখানেই একদিন সেই অপূর্ব হরগৌরী-সম্মিলন হইয়াছিল। হর-পার্বতীর তপোভূমি এবং তাহাদের মহামিলন-ক্ষেত্রের অপূর্ব মাহাত্ম্য কথা বিস্তারিত লিখিবার সাধ্য আমার নাই। তবে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার বশবর্তী হইয়া এবং আমার মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়াই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যথাসাধ্য তাহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলিতে পারি না, আমি সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইব।

এই গৌরীকুণ্ড হইতে শ্রীকেদারনাথ পর্যন্ত ভূভাগ যে কত অসংখ্য অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক দৃশ্যে পরিপূর্ণ তাহা আর আমি কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিব। আমার সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইলেও সেই অপূর্ব চিত্রের কিঞ্চিৎমাত্রও আমার এই অকিঞ্চিৎকর লেখনী দ্বারা পরিস্ফুট হইবে না।

গৌরীকুণ্ডের ন্যায় অনুপম-প্রভাব-সম্পন্ন, পরম রমণীয় স্থানে একরাত্রি মাত্র বাস করিয়া আমি কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না, অথচ বাবা কেদারনাথের পদপ্রান্তে পৌঁছিবার জন্য আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। সুতরাং তৎপর দিবস প্রাতঃকালে আমি ৺গৌরীকুণ্ড হইতে কেদারনাথাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার সহিত সেই ফলাহারী উদাসী মহাপুরুষও ছিলেন। পথে আমরা বরাবরই অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া আসিতেছি; কেবল যেখানে রাত্রিবাস করিতাম সেই খানেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষ দেখা শুনা ও কথাবার্তা হইত।

গৌরীকুণ্ড হইতে বাবা কেদারনাথের মন্দির প্রায় ছয় ক্রোশ উপরে। ক্রমাগত একটানা চড়াই; পর্বতগাত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া ওঠানামা করিতে করিতে বেশ বুঝিলাম যে ক্রমশঃ উপরেই উঠিতেছি। শীতের প্রাবল্য গৌরীকুণ্ড হইতেই বিশেষ রূপে অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পর যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম ও বাবার সুবিশাল বিশ্বমন্দিরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, সেই নিদারুণ শীতের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে লাগিল; কিন্তু জীবনে যাহা কখনও দেখি নাই, বা কখনও দেখিব বলিয়া ভাবিতেও পারি নাই, তাহাই চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলাম। প্রকৃতির যে জীবন্ত ভুবনমোহিনী মূর্তি আমি দেখিতে পাইলাম তাহাতে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সকল দুঃখই আমি এককালীন বিস্মৃত হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহা! কিবা সে ঘন বিচিত্র চারু বিটপী এবং স্তরে স্তরে সুসজ্জিত নব-কিশলয়-পরিবেষ্টিত, পুষ্পভারাবনত বিবিধ লতা-বিতানাচ্ছন্ন উটজশ্রেণী; কিবা সে বিকচ-কুসুমরাশি-সমুত্থিত মনোজ্ঞ সুরভি, এবং পুষ্পরাগানুরঞ্জিত মত্ত অলিকুলের মধুর গুঞ্জন; কিবা সে বনকুসুমামোদিত প্রভঞ্জনের মৃদুমন্দ নিস্বন, আর কিবা সে অসংখ্য বিচিত্রাঙ্গ বিহগকুলের কাকলী-কূজিত সঙ্গীত-লহরী; কিবা সে অক্লান্ত-মুখরা, রজতোপমা শুভ্রা ঋজু-কুটিল রেখাকারা দ্রবময়ী, মনোহারিণী নির্ঝরিণী এবং অনর্গল তাহার হর হর আকাশ বাণী; কিবা সে স্খলিত বনকুসুমাস্তরণ-শায়িনী বিচিত্ররূপা বিবিধ বল্লী এবং মণিকাঞ্চন-বিগলিত বিরাটকায় তুহিনরাশিমণ্ডিত অপূর্ব গিরিশ্রেণী! সহস্র বদন হইলেও আমার এমন সাধ্য নাই বা আমার এমন ভাষা নাই যে বিধাতার সেই শিল্প-চাতুরি এবং প্রকৃতির সেই বিশ্ব-বিমোহিনী শ্রী ও মাধুরীর বিষয় কিছুমাত্র বর্ণনা করিতে পারি।

মহামায়ার এইরূপ স্বহস্তে রচিত অতি বিচিত্র, মনোহর সুবিস্তৃত উদ্যান ও তপোবন এবং জগজ্জননী ভবানীর পুত্র-নির্বিশেষ স্নেহ-যত্নে প্রতিপালিত, পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট বিবিধ সুশোভন বৃক্ষ ও লতাকুঞ্জের অচিন্ত্য প্রভাব ও সৌন্দর্য-দর্শনে আমি মহা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম, এবং আমার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যেন কি এক অপূর্ব মধুর রসের উৎস প্রবাহিত হইল! আর আমি কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে এমন কত ফল-পুষ্প-ভারাবনত বিবিধ চারুদর্শন তরুলতা তো এই হিমালয়েই বিস্তর দেখিয়াছি, কই তাহাদের সৌন্দর্যভাব তো আমাকে এরূপ অভিভূত করিতে পারে নাই? কই সামান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভিদ দেখিয়া তো আমার হৃদয়ে কখনও এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই? তাহারা তো আমার মনঃপ্রাণ এরূপ করিয়া কাড়িয়া লইতে পারে নাই! কই ইতঃপূর্বে আর কোথাও তো আমি এরূপ বিচিত্র-স্বভাব-সম্পন্ন, অসামান্য প্রভাবশালী পরমানন্দ-দায়ক মহাগৌরবাস্পদ, পবিত্র কাননও দেখি নাই; আমি যে ত্রিলোক-পূজ্য মহাপবিত্র কাননের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বাবা কেদারনাথের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম—তাহা যে অসাধারণ কারণবশতঃ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আর তখন আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। এই বিশ্ব-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী গিরিরাজনন্দিনী গৌরীর অলৌকিক শক্তি ও তপঃপ্রভাবেই যে ইহার এত মাহাত্ম্য ও গৌরব তাহা অতি সহজেই আমি তখন জানিতে পারিলাম। ষড়ানন কার্তিকেয়েরও অগ্রজন্মা পাদপসমূহ জগদম্বার অপার স্নেহ ও রসাভিসিঞ্চিত হইয়া যেন অমরত্ব লাভ করিয়াছে এবং নতশিরে আজিও মায়ের শ্রীচরণে অজস্র পুষ্প বর্ষণ করিয়া তাঁহার পূজায় রত রহিয়াছে; আর জগদম্বার অসামান্য তপোভূমির অলৌকিকত্ব ও মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আজিও সর্বাভীষ্টদায়িনী মহামায়ার সেই বিচিত্র অমানুষিক লীলার অতি পবিত্র স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরূক করিতেছে, এবং সুদূর অতীতের অতি পবিত্র ঘটনাসমূহ যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া মায়ের উপযুক্ত ভক্ত সন্তানেরই কার্য করিতেছে।

সে যাহা হউক, তাহার পর আমি এইরূপ কত মহাভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে আকুলিত হইয়া গৌরীকুণ্ড হইতে প্রায় তিন চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া রামবাড়া নামক এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চটিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গৌরীকুণ্ডের ন্যায় স্থায়ী দৃঢ় মজবুত ঘরবাড়ী এইখানে একখানিও নাই। যে সকল যাত্রী ৺কেদারের অত্যধিক শীতে কাতর হইয়া তথায় এক রাত্রিও অবস্থিতি করিতে অপারক, কেবল তাহাদিগেরই জন্য অযত্নসুলভ প্রস্তরখণ্ড এবং তৃণগুল্মে রচিত কয়েকখানি কুটীর মাত্র এইখানে আছে। যাত্রিগণের অত্যাবশ্যকীয় আহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য পাহাড়ীদের দুই একখানি দোকানও আছে। ৺কেদারের দর্শন করিয়াই যে সকল যাত্রী এইখানে আসিয়া একরাত্রি বাস করেন, ইহা কেবল তাঁহাদেরই জন্য নির্মিত। সুতরাং এইখানে এককালীন প্রচুর পরিমাণে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না। নিম্নদেশীয় যাত্রিগণ এখানেও অতি কষ্টেই একরাত্রি মাত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন। এই রামবাড়াই ৺কেদারের পথে শেষ চটি। এইখান হইতে বাবা কেদারনাথের মন্দির প্রায় তিন ক্রোশ হইবে। অতএব এখানকার কথাই স্বতন্ত্র! অতিরিক্ত তুষারপাতে এই সকল স্থান শীতকালে যেরূপ অগম্য এবং যেরূপ অপরিমিত তুষাররাশিতে পূর্ণ হয়, তাহাতে কোন প্রকারেই এখানে স্থায়ী গৃহ নির্মাণ হইতে পারে না। তুষারভারাক্রান্ত গৃহ যেমনই মজবুত হউক না কেন, তাহা শীতের গুরু তুষারভারে চাপা পড়িয়া নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে। কেবল অগ্নি ও পাহাড়ী গরম বস্ত্রের সাহায্যেই পাহাড়ীরা কায়ক্লেশে বর্ষার কয়েক মাস সামান্য তৃণকুটীর নির্মাণ করিয়া এইখানে বাস করিতে পারে। ভিন্নদেশীয় যাত্রিগণের পক্ষে এখানে একরাত্রি বাসই বহুতপস্যার ফল বলিয়া বিবেচিত হয়।

যাহা হউক, এই চটিতে আমি আর বিশ্রাম না করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল একবার চটিখানির ভিতর দিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। তখন আমার মন কেবল বাবার দর্শনের জন্যই দৌড়াইতেছিল। যে কেদার-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি নিত্যই নূতন চমৎকার অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম, না জানি সেই দিব্যরাজ্যের অধীশ্বর বাবা কেদারনাথের অধিষ্ঠান-ভূমিরই বা কত বিচিত্রতা এবং না জানি পৌছিতে পারিলে আমি কি পরম পদই প্রাপ্ত হইব! না জানি কি পরমানন্দময়রূপেই আমি তথায় গিয়া লয় পাইব! ইহা ভাবিয়াই আমি রামবাড়া ছাড়িয়া খুব ব্যগ্রতার সহিত বাবার মন্দিরের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রামবাড়া চটি হইতেই পার্বত্য দৃশ্য ও স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিল। গিরিরাজের পাদমূল হইতেই এতদিন তাঁহাকে যে গভীর অরণ্যে সমাচ্ছাদিত দেখিতেছিলাম, গৌরীকুণ্ড হইতে যত ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম তাহা বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। হিমাদ্রির চিরশুভ্র সুবিশাল বক্ষে যে বিচিত্র শাল ও সরল সুচারু দেবদারু-দ্রুমগুলি ঘন কৃষ্ণ লোমাবলীর ন্যায় গিরি-গাত্রে শোভা পাইতেছিল, এবং যে মনোহর সুবিস্তীর্ণ লতা-বিতানাচ্ছন্ন বিহগকূজিত নিভৃত গিরিকুঞ্জ দেখিতেছিলাম—তাহা আর দেখিতে পাইলাম না। এখানে কেবল গগনমণ্ডলভেদী শ্রেণীবদ্ধ অত্যুচ্চ মহান অলঙ্ঘ্য অগাধ হিমময় শুভ্র, অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ আমার নয়নগোচর হইল, এবং নির্ঝরিণীর অবিরল কলকল ধ্বনি আমার শ্রুতিগোচর হইল। আর দেখিলাম যে এখানে বিশুদ্ধ মেঘমালা সত্য সত্যই ধরাধরের সুবিশাল নিতম্ব-দেশে দিব্য মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺কেদারের নিম্ন প্রদেশ হইতেই আমি গিরি-নিতম্ব স্বচ্ছ মেঘমালায় সুশোভিত দেখিয়াছিলাম। এমন কি, কোথাও উচ্চতর গিরিপ্রদেশ হইতে তন্নিম্নে মুষলধারে বৃষ্টি পতন হইতে দেখিয়াও আমি অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। গিরিবরের এক একটি উন্নত শৃঙ্গে কত বিচিত্র ভাবেরই যে একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একই পর্বত-শৃঙ্গ কোথাও অজস্র মেঘবর্ষণে সুস্নাত, এবং প্রচণ্ড-ভানুতাপে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত; কোথাও অবিরল-ধার অসংখ্য প্রস্রবণ নদী ও নির্ঝরিণীর প্রবল প্রবাহে পরিপ্লাবিত এবং পাষাণময় চির-উষর ভূমিতে পরিণত; কোথাও চিরবসন্তের মন্দ মন্দ সুগন্ধ সমীরণে আমোদিত, এবং আকুল বিহগকুলের হৃদয়োন্মাদক সুমধুর-তান-সমন্বিত সঙ্গীত ধ্বনিতে চিরমুখরিত; কোথাও হিমাংশুর সুস্নিগ্ধ বিমল জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত এবং প্রগাঢ় অন্ধকার সমাবৃত সকল ভাব ও দৃশ্য বিবর্জিত নিভৃত গিরি-গহ্বরে পরিপূর্ণ; এবং কোথাও বা অক্ষয় তুষাররাশিপূর্ণ, অগম্য, অপার ও অচিন্ত্য ভাববিশিষ্ট হইয়া কত রঙ্গই যে দেখাইতেছে এবং আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ কত ভাবেরই যে উৎস খুলিয়া দিতেছে তাহা বলা যায় না। একই গিরিশৃঙ্গ মূর্তিমান ষড়ঋতু-রূপে প্রকাশিত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে তাহার অতীত অনন্ত-ভাবের সমষ্টিরূপ হইয়াও স্বয়ং ভাবাতীত অবস্থায় থাকিয়া যেন বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র বিধানের অপূর্ব সমন্বয় সম্পাদন করিতেছে। অল্পবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট মানবের উদ্ধারকামনায় নামরূপ বিবর্জিত, নিরুপাধিক ব্রহ্মই স্বয়ং যেন এই বিরাট গিরিবররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার বিচিত্র স্বভাব ও শক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া তাহার জ্ঞানচক্ষুর অতি সহজেই উন্মেষ করিতেছেন।

যাহা হউক, ক্রমশঃ উপরে উঠিতে উঠিতে আমি স্বয়ংই মেঘ-মণ্ডলে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। তখন ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে না জানি পৃথিবীর সমতলভূমি হইতে আমি কত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি। উত্তরোত্তর আবার ইহাও দেখিলাম যে আমি অপার মেঘমণ্ডল অতিক্রম করিয়াও উপরে উঠিতেছি এবং ঘন বায়ুমণ্ডলেরও উচ্চ প্রদেশে উপস্থিত হওয়ায় আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ারও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম বোধ হইল। তাহার পর কোথাও দেখিলাম যেন অপরিগ্রাহ্য ও দূরধিগম্য মহীধরকে বেষ্টন করিতে গিয়া, শতধা বিভক্ত ধরাধর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অপার গিরি-নিতম্বে অসাড় নিস্পন্দভাবে লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। চপলা-চমকিত, চঞ্চল জলধর শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়াও শেষ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সুগভীর গিরিসঙ্কটে নিপতিত হইবার ভয়েই যেন মৃতবৎ গিরিগাত্র আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। আবার কোথাও নভশ্চরের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন জগৎপিতার বিশ্বমন্দির প্রদক্ষিণ করিবার জন্যই খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি একমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অখণ্ড জলদজাল যেন কোথাও ভূধররাজের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর তাঁহার পাদমূল বিধৌত করিতেছে, এবং তাঁহার অপার মনোহর উদ্যান প্রতিনিয়ত বিমলবারি সিঞ্চনে বিবিধ ফল পুষ্পে সুশোভিত করিয়া আপনার জলদ নাম সার্থক করিতেছে; অনন্তভাব-সমন্বিত হিমালয়ের অনন্ত মহিমায় মুগ্ধ ও তাঁহার অপরিবেষ্টনীয় নিতম্ব-দেশেরও ইয়ত্তা করিতে অসমর্থ পয়োধর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন একান্ত ভক্তিসহকারে অপর সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তপোনুষ্ঠান কামনাতেই এইখানে আসিয়া নিভৃত গিরি-গুহাদ্বার রুদ্ধ করিয়া চিরকালের জন্য সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছে। অথবা ইহাও মনে হয় যে লোকপাবন প্রাচীন মহর্ষিগণ যেন এখনও হিমালয়ের নিভৃত গিরিকন্দরে অনন্তের ধ্যানে সমাহিত আছেন; তাঁহাদিগকে লোকচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিবার জন্য এবং অনন্তের ধ্যানভঙ্গের বিঘ্ন নিবারণ করিবার জন্যই বুঝি খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি নিথর ও নিশ্চলভাবে গিরি-বিবর রুদ্ধ করিয়া প্রহরীর কার্য করিতেছে; প্রভূত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাশালী নগাধিপের অচিন্ত্য মহিমাবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াও বুঝি বা তাহারা লজ্জায় অধোবদনে গগনবিহারী হইয়াও বিজন গিরিগুহায় গিয়া একে একে অদৃশ্য হইতেছে; গিরিরাজের সর্বাঙ্গ মেঘাবৃত দেখিয়া আমার ইহাও মনে হইল যে গিরিরাজ যেন তাঁহার কঠিন বহিরঙ্গের বহিরাবরণ-স্বরূপ ঘন ভীষণ অরণ্যানীর পরিবর্তে এখানে স্বীয় হিমময় কোমল চারু অঙ্গের উপযুক্ত বসন মনে করিয়াই স্বচ্ছ জলদজালে আবৃত হইয়া দিব্যবেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আর মধ্যে মধ্যে দামিনী-চমকে যেন তাঁহার অমূল্য রত্নখচিত বসনের প্রভা বাহির হইতেছে।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারবাহিনী মন্দাকিনীকে কখনও বামে, কখনও দক্ষিণে রাখিয়া বরাবরই তাহার তীরে তীরে আসিতে-ছিলাম। তাহার পর রামবাড়া হইতে আমার যতদূর স্মরণ হয়, মন্দাকিনীকে দক্ষিণে রাখিয়া স্থানে স্থানে অল্লায়তন তুষারময় ভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। নগ্নপদে যাইতে আমার তথায় কোন কষ্টই হইল না। বোধ হয় আমি আষাঢ় মাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যভাগে ৺কেদার নাথে গিয়া পৌছিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমাকে সেরূপ তুষারাচ্ছন্ন পথ দিয়া যাইতে হয় নাই। যাঁহারা যাত্রার প্রারম্ভেই, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই ৺কেদারনাথে আইসেন, তাঁহাদিগকে তখন যেরূপ তুষারাচ্ছন্ন পথ দিয়া যাইতে হয় এবং মন্দাকিনীকে সে সময় যেরূপ কঠিন-হিমাবৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, এ সময়ে সেরূপ থাকে না। আষাঢ় মাসের মধ্যেই ৺কেদারের পথ-ঘাট সমুদয় বেশ ধুইয়া পরিষ্কৃত হইয়া যায়। প্রতি বৎসর শীতকালে নিপতিত যে অপরিমিত তুষাররাশি কঠিন প্রস্তরের ন্যায় জমিয়া ৺কেদারনাথের পথ-ঘাট ও মন্দিরাদি আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা নিদাঘের প্রচণ্ড মার্তণ্ড-কিরণ-স্পর্শে বিগলিত হইতে থাকে ও বর্ষাগমে ক্রমশঃ সে সমুদয় বরফ জল হইয়া মন্দাকিনীর কলেবর বৃদ্ধি করে। আষাঢ় মাসের শেষ হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ পর্যন্ত কালই ৺কেদারনাথ দর্শনের উপযুক্ত সময়। কেদারের যে প্রস্ফুট বিকশিত ভাব এই সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কেদারের অলৌকিক শোভাসম্পদের যে অপূর্ব শ্রীও প্রকাশ এই সময়ে পরিদৃষ্ট হয়, আর কোন সময়েই সেরূপ হয় না। বর্ষার বারিপাতা-শঙ্কায় যে সকল যাত্রী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই ৺কেদার বদরী যাত্রা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রার সম্পূর্ণ সুখাস্বাদনে বঞ্চিত হন—৺কেদার-বদরীনারায়ণের সর্বাঙ্গসুন্দর অপরূপ বিচিত্র দৃশ্যের পূর্ণতা ও চমৎকারিতার কিছুই তাঁহারা দেখিতে পান না। পূর্ণ বর্ষায় ৺কেদারনাথে শৈত্যের অল্পতা প্রযুক্ত এবং স্বভাবজাত বিবিধ ফুল্ল কুসুমের আবির্ভাবে উহা যেরূপ স্পৃহণীয় হয় তাহা আর কখনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবে না। ৺কেদারের পূর্ণ মাহাত্ম্য অনুভব করিবার জন্যই বুঝি পূর্বাপর ৺কেদারে সমগ্র শ্রাবণ মাস কল্পবাস করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

সে যাহা হউক, এইবার আমি যে ভুবনমোহন বিচিত্র স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কেদারের যে অসামান্য মহান অপূর্ব বিস্ময়জনক দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল, তাহার অতি স্থূল বিবরণও আমি লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম। সেই অনির্বচনীয়-স্বভাব সম্পন্ন কেদারের অনন্ত মহিমা আমি যতই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই তাহার ইয়ত্তা হইবে না, বা কোন মতেই আমি তাহার বস্তুগত মাহাত্ম্য সাধারণে জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হইব না। যে বিরাট দিব্য পরম-সুন্দর মূর্তি আমি এই চর্মচক্ষে তথায় প্রত্যক্ষ করিলাম তাহার প্রকৃত মর্ম অবগত হইতে হইলে আমি সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া একবার সেই অমরধাম স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি।

আমি হিমালয়কে যে কি ভাবে দেখিয়াছি তাহার মোটামুটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও যে আমার উপযুক্ত স্মৃতির অভাবে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইবে, তাহা আমি এক্ষণেই বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিতেছি। হিমালয়ের এক একটি বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহার পর আমার এই দুর্বল অকিঞ্চিৎকর ভাষায় বিশ্ববিখ্যাত কেদারের বিবরণ যতই বর্ণনা করি না কেন, আমি নিজেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারিব না। আর প্রস্তাবিত বিষয়ের গৌরবে আকৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যদি কেহ ভ্রমক্রমেও আমার এই নীরস ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনিও যে সর্বলোক-বিস্ময়কর কেদারের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারিবেন, আমি তাহা মনে করি না। বহুকাল পূর্বে যাহা দেখিয়াছি তাহার অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে আমাকে পুনরায় একবার এই সময়ে সেই অদ্ভুত দিব্য-রাজ্য দেখিয়া আসিতে হয়। সবিশেষ দেখিয়া এবং তাহার বিশেষ বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে তাহা পাঠ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন। সদ্যোদৃষ্ট হইলেও কোন বিষয় যদি হৃদয়গ্রাহী না হয়, বা তাহার একটি অবিকল চিত্র যদি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত না থাকে, তাহা হইলে তাহাও অচিরকাল মধ্যেই বিস্মৃতির অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যায়। অতএব এই সুদীর্ঘকাল পরে আমি সহায়-সম্পদ-বিহীন হইয়াও যে এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে হিমালয়ের যে অপার চৈতন্যময় অদ্ভুত জীবন্ত মূর্তি একদিন আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল তাহা চিরকাল সমভাবে জাগরূক থাকিবে। বিস্মৃতির অগাধ সলিলে সমুদয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মগ্ন হইলেও আমার চক্ষে হিমালয়ের সেই চিন্ময় মূর্তি সদাকাল ভাসমান থাকিবে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দিতে চেষ্টা করিব। সেই জন্যই আমাকে অতি সন্তর্পণে সকল কথা বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে হইতেছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রিয় পাঠকবৃন্দকে আমার প্রকৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবার অক্ষমতার প্রধান কারণ সম্বন্ধে জ্ঞাপন করিয়াছি ; পুনরায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদে পদে স্বীয় ত্রুটি বুঝিয়া বিশেষরূপে লজ্জিত ও ব্যথিত হইতেছি।

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিয়া দেখা যাউক আমি ক্রমশঃ কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিছুদূর হইতেই আমি ৺কেদারের প্রকাণ্ড বিশাল উজ্জ্বলতম আমূল-তুষারমণ্ডিত সুমহান গিরিশৃঙ্গ দর্শন করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। যেরূপ দ্রুত-পাদবিক্ষেপে আমি এতক্ষণ উপরে উঠিতে-ছিলাম আর যেন সে ভাবে আমি চলিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ মোহাবিষ্টের ন্যায় আমি যেন আমার অজ্ঞাতসারেই অল্পে অল্পে দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে মহান উত্তুঙ্গ চিরনীহারময় গিরিশৃঙ্গের সানুদেশে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর বাবা কেদারনাথের বিশ্বমন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহার আগাগোড়া সমুদয় আমি এক্ষণে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দিনমণি ভাস্করের দিকে একদৃষ্টে তাকাইলে যেমন তাহার দীপ্তার্চিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, অপারদর্শন কেদারের মহোচ্চ উজ্জ্বল বিরাট জ্যোতির্ময় শুভ্র বিশালকায় সম্মুখে দর্শন করিয়াও আমার ঠিক সেইরূপ হইল। গিরিবরের দীপ্তাঙ্গ হইতে যেন অনন্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া আমার দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করিতে লাগিল, এবং সেইজন্যই আমার মনে হইল যেন কোন অন্ধকার রাজ্য হইতে আমি হঠাৎ একেবারে দিব্যালোকে আলোকিত স্বয়ংপ্রকাশ এক অদ্ভুত বিচিত্র প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি! সেই অত্যুজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের দিকে প্রকৃতই যেন অধিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না! জগদ্‌গুরু দেবাদিদেব মহাদেবের জ্যোতির্ময় অনাদি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ যে এই গিরিচূড়া—তাহা যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম, এবং ইহা যে কল্পিত নহে, সত্য জীবন্ত প্রতিমা আমি তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। হিমাদ্রির অতি শুভ্র জ্যোতির্ময় বিরাট বপুর অবাধ দর্শন যেমন এই কেদারে হয়, সমগ্র উত্তরাখণ্ডের মধ্যে আর কোথাও তেমন হয় না। এমন কি আমি উত্তরাখণ্ডের বহুতর দুর্গম প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু এই কেদারের তুল্য সুপ্রশস্ত পরম-রমণীয় বিচিত্রায়তন বিশিষ্ট সুপবিত্র ক্ষেত্র আর অতি অল্পই দেখিয়াছি। দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য চিরহিমানী যেমন এই কেদারে অতি সহজেই সকলের দর্শনীয় হন, এমন বোধ করি আর কোথাও নহেন। কেদার সর্বাংশেই পরমধাম কৈলাসেরই অনুরূপ। এক কৈলাস ভিন্ন হিমালয়ের আর কোন স্থানের সহিতই ইহার তুলনা হয় না।

শ্রীকেদার-শৈলের পাদমূলে উপনীত হইয়া আমি যে পরমাদ্ভুত, মহান বিরাট মূর্তি দর্শন করিলাম, এতদিন হিমালয়ের আর কোথাও আমি সেরূপ দেখি নাই। হরপার্বতীর প্রিয় বিলাসনিকেতন শ্রীকেদারশৈলের মহত্ত্ব ও চমৎকারিতায় আমি যেরূপ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলাম, এবং কেদারে পৌঁছিয়াই আমি যেমন সহজে গিরিরাজের সহিত খোলাখুলিভাবে মিলিত হইলাম, তেমনটি আর কোথাও হই নাই। ৺গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াও হিমালয়ের এমন অপার ও চমৎকার দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই। ৺কেদারনাথে পৌঁছিয়াই আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাম যে হিমালয় দর্শন অতি সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, বা তাহা কেবল হিমালয়ের দুই চারিটি তীর্থ বা প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিলেই হয় না; হিমালয় সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাকে বহুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া তাহার অতি নিভৃত ও দুর্গম স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। হিমালয়ের সম্বন্ধে আমার এত দিন যে ধারণা হইয়াছিল তাহা ৺কেদারে পৌছিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাব ধারণ করিল। হিমালয় যে আমার ধারণার অতীত অসংখ্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ, এবং তাহার মহত্ত্ব ও বিচিত্রতা যে ৺কেদারেই শত সহস্র গুণে বিকশিত দেখিতে পাইব, ইতিপূর্বে আমি তাহা একবারও ভাবিতে পারি নাই। হিমালয় দর্শন করিয়া এতদিন তাঁহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও যে তিনি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ এবং তাঁহার প্রকৃত মহিমার ব্যাপকতা যে আমার কল্পনার অতীত, শ্রীকেদারশৈলের পাদমূলে পৌছিতে না পৌছিতেই আমি তাহার যাথার্থ্য অনুভব করিলাম ও পদে পদে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম; এবং ইহাও বুঝিলাম যে এই মহামহিমময় মহীধর মনুষ্যের অজ্ঞাত বহু অদ্ভুত তত্ত্বে সদা পূর্ণ, এবং কল্পনাশক্তির অতীত অনির্বচনীয় প্রভাব সম্পন্ন এক অতি অদ্ভুত দিব্যধাম রচনা করিয়া চিরকালই মর্ত্যের অগম্য ও অগোচর হইয়া আছেন। মনুষ্যের অগম্য এমন অদ্ভুত দিব্যধাম যে হিমালয়ে কত আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বয়ং যে পবিত্র দিব্যধামে পরমপুরুষ সদাশিবের সহিত সদা বিহার করেন—তাহার মহিমা অবধারণ করা মনুষ্যের সাধায়ত্ত নহে। হরগৌরীর মহামিলনভূমি হিমালয় বা পুরুষ-প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশস্থল হিমাদ্রির অপার ও অনন্ত মহিমায় সম্যক অভিভূত হইয়া আমি কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ইতি" হয় না, তেমনি বুঝি এই মহাগিরিপ্রধানেরও "ইতি" করা যায় না। অনন্ত রূপ ও ভাব-সমষ্টির আধার এবং অসংখ্য বিস্ময়কর পদার্থে পূর্ণ হিমালয় আমার চক্ষে নিত্যই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া আরও কত অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য আমার মন ও প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আর মনে হইল, যেন আমাকে এই পরম ধাম পরিত্যাগ করিয়া আর কখনও সেই ঘোর-অশান্তিপূর্ণ লোকালয়ে না যাইতে হয়, এবং চিরকালই যেন গিরিরাজের অনন্ত রূপ ও অপার মহিমায় আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে পারি।

শ্রীকেদার-শৃঙ্গের অপূর্ব মহান বিরাট মূর্তি দর্শন করিয়া আমার মনে হইল যেন মহাশক্তিমান হিমালয়ের মহোচ্চ তুষারময় শৃঙ্গগুলি, গিরিরাজের অসংখ্য শাণিত তীক্ষ্ণ অব্যর্থ মহাস্ত্রের ন্যায় সসাগরা ধরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বহুকোটি যোজন বিস্তীর্ণ গগনমণ্ডলব্যাপী, মর্ত্যের অগোচর স্বর্গলোককেও, তাঁহার অতুল মহিমা দেখাইবার জন্য রসাতল ভেদ করিয়া সদর্পে বহু ঊর্ধ্বে ধাবিত হইয়াছে, এবং মানবীয় শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের অন্তরালে এই অতি অদ্ভুত দিব্যরাজ্যের পত্তন করিয়া রাখিয়াছেন! স্বর্গ ও মর্ত্যের আর কোথাও এমন অদ্ভুত ও চমৎকার দৃশ্য আর আছে কিনা বলিতে পারি না। যে মহান অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের সানুদেশে বাবা কেদারনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, আমূল তুষারমণ্ডিত হইয়াও প্রচণ্ড গ্রীষ্মোত্তাপে তুষারবিগলিতকায় হওয়ায় তাহার যে যে স্থল বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাও দূর হইতে ঠিক যেন কাঞ্চনময় বলিয়া বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। গিরিরাজের সেই দিব্যোজ্জ্বল পরমসুন্দর নির্মল সুবিশাল বপু দর্শন করিয়া তাহা কেবল বিবিধ মণি মাণিক্যে বিনির্মিত বলিয়াই অনুভূত হইতে লাগিল।

সে যাহা হউক, শ্রীকেদারনাথের সুপ্রশস্ত মহান দিব্যধামে উপস্থিত হইয়া আমি গিরিবরের প্রকৃত মহিমার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়া পরমানন্দিত হইলাম, এবং এতদিন যে আমি কেবল তাঁহার বহিরাবরণ মাত্র দেখিয়াছিলাম ও তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান যে আমার হয় নাই, তাহাও আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমাদ্ভুত ও অচিন্তনীয় বিরাট-মূর্তি দর্শন করিয়া একদিন মহাভাগ অর্জুনের যে অবস্থা হইয়াছিল, ৺কেদারে নগাধিপের সেই অনন্তভাবময় দিব্য সুবিশাল মূর্তির সম্মুখীন হইয়া আমারও যেন কতকটা সেইরূপ অবস্থা হইল। দিব্যদর্শন গিরিরাজকে যেন এখানে যথার্থই সেই এক অনাদি অনন্ত মহান চৈতন্য সত্তারই মহা স্থূল অভিব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইল। সেই সর্বেন্দ্রিয়াতীত, সর্বনিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী পরমাত্মাই যে অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মোহাচ্ছন্ন মানবকে অসীম ও অনন্তের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাকে স্বকীয় অপার মহিমা ও অনন্ত বিভূতি প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই ধরণীতে এই মহাগিরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং তাঁহার অপার করুণার অজস্র ধারায় দিগন্ত প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। করুণরসার্দ্রচিত্তে অর্জুনের মোহাপনোদন করিয়া তাঁহাকে স্বধর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য ভক্তবৎসল শ্রীভগবান যেমন একদিন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, অসীম ও অনন্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া মানবাত্মার পরম কল্যাণ সাধন করিবার জন্য তেমনি সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরম গুহ্য সনাতন ব্রহ্মই এই অত্যাশ্চর্যময় পরমাদ্ভুত, মহা স্থূল বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত ও কৃতার্থ করিতেছেন! জগন্ময়ী মহামায়ার মৃন্ময়ী মূর্তি দর্শন করিয়া আমরা যেমন তাঁহার চিন্ময়ী মূর্তির আভাস পাই, মহীধরের সেই দিগন্তব্যাপী সুবিরাট মূর্তি দর্শন করিয়াও আমার মনে হইল, যেন ইহাও সেই সর্বশক্তিমান ভূমানন্দেরই স্থূল প্রতিমা!

কিছুদূর হইতেই শ্রীকেদার-শৈলের অপার গাম্ভীর্য ও অনন্ত-মহিমায় সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকায় এতক্ষণ আর কোন দিকেই আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি যে কোথায় কি ভাবে এতক্ষণ বসিয়াছিলাম তাহাও যেন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অতুলপ্রভাব-সম্পন্ন নগাধিরাজের অনন্ত মহিমায় আমার আমিত্বটুকুকে হারাইয়া আমি এতক্ষণ যে অননুভূতপূর্ব পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। সেই দেখাতেই যেন আমার সকল দেখার অবসান হইয়াছিল। তাহার পর অল্পে অল্পে প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন আবার দেখিলাম যে আমি নিজেই এক অতি মনোহর পরম-রমণীয় বিচিত্র ফুল্ল কুসুমাস্তরণের উপর বসিয়া রহিয়াছি, তখন আমার বিস্ময় আরও শত-গুণে বর্ধিত হইল। নিতান্তই আক্ষেপের বিষয় এই যে যাহা এই চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও লেখনীমুখে ব্যক্ত হইবার নহে। তাহার পর আমি অতিশয় বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে শ্রীকেদারের সমগ্র সমতল ভূমি এবং তৎচতুষ্পার্শ্ববর্তী চিরশুভ্র উত্তুঙ্গ গিরিগাত্রের নিম্নভাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

নীহারমুক্ত হইয়াই এই সময়ে কত অসংখ্য-জাতীয় বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট চিরমনোজ্ঞ বিবিধ কুসুমরাশি এবং সুকোমল ও অতি সুশোভন তৃণগুল্মাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই মহা অদ্ভুত চির-প্রফুল্ল, অতি মনোরম কুসুমোদ্যানের অপার সুষমায় অমরাবতীও যেন ম্লান হইয়া রহিয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নির্নিমেষনেত্রে আমি যতই সেই পরমাদ্ভুত চমৎকার দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম ততই আমার দর্শন-লালসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার চতুর্দিকেই কেবল সেই সুবিস্তীর্ণ নব-বিকসিত অম্লান কুসুমরাশির বিচিত্র বর্ণে যথার্থ ই আমার চক্ষু যেন ঝলসিত হইল! যেন কত অসংখ্য মহামূল্য মণি-মাণিক্য-বিজড়িত এক অমূল্য দেব-দুর্লভ রত্নসিংহাসনে বসিয়া আমি নিজেই কত সৌভাগ্যবানের ন্যায় শোভা পাইতেছি! ধনাধিপ কুবেরের ধনাগার নিঃশেষিত করিলেও বুঝি তেমন অদ্ভুত ও অমূল্য রত্ন সিংহাসন নির্মিত হয় না! আহা, তাহা এমনি চমৎকার এবং তাহার এমনি অতুল প্রভা! কত শত শত বিশ্বকর্মার শিল্প-চাতুর্য বিধ্বস্ত করিয়াই না জানি বিশ্বপতির এই মহা অপূর্ব রত্নসিংহাসন নির্মিত হইয়াছিল।

যাঁহার নিমেষে কোটী কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদয়াস্ত হয়, এবং যাঁহার কটাক্ষে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য নিয়মিত, সেই অনন্তশক্তিময়ী বিশ্বজননী মহামায়ার সযত্নে রক্ষিত স্বকীয় বিপুল ঐশ্বর্যের সারাংশ দিয়া বিনির্মিত এই মহাসিংহাসনে অধিষ্ঠিত পরমশিব ভোলানাথ বুঝি বা তাঁহার বড় সাধের শ্মশানবাস ও শবাসনের কথা ভুলিয়া গিয়া মা জগদম্বার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। বাবা যে আমাদের সর্বত্যাগী হইয়াও অপার ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত ঐশ্বর্যের একমাত্র অধীশ্বর, এবং তিনি যে চিরবিরাগী হইয়াও পরম অনুরাগী, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই যেন তাহা এই অমরধামে সম্যকরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। গিরিরাজের নয়নতারা ও মেনকার প্রাণ-প্রতিমা উমা যাঁহার অঙ্কশায়িনী, তিনি যে সামান্য ভিখারী নহেন, সর্বসৌভাগ্যারোগ্যদায়িনী মা জগদম্বা যেন তাহাই সকলকে দেখাইবার জন্য বাবার এই বিচিত্রধামকে কেবল অপার ঐশ্বর্য ও অনন্ত সৌন্দর্যের আকরভূমি করিয়া রাখিয়াছেন! বিশ্ব-রচয়িত্রীর অদ্ভুত ও অলৌকিক রচনাকৌশলের পরাকাষ্ঠা ও চরম নিদর্শন বিশ্বনাথের বিশ্বমন্দিরের প্রতি অণু-পরমাণুতে সম্যক বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। মা সর্বমঙ্গলার ইচ্ছাতেই ভোলাদিগম্বরের এই সৌভাগ্যোদয়, সদানন্দময়ী মহামায়ার অতুল সোহাগেই পরমযোগী সদাশিবের আজ এত ঐশ্বর্য, এবং বিশ্ব-বিমোহিনী ভবানীর ভ্রূকুটী-ভঙ্গেই তিনি যেন সদা তটস্থ হইয়া আছেন, ও তাঁহার মনসাধ পূরণ করিবার জন্যই তিনি জটাজিন, ভস্ম ও ভুজঙ্গমাস্থি-নিচয়ের পরিবর্তে বিবিধ দেবদুর্লভ বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত হইয়া তাঁহার অনুপম রূপ-লাবণ্যে চতুর্দিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। গিরিরাজ-নন্দিনী গৌরীকে বক্ষে ধারণ করাতেই যেন ভোলানাথের ত্যাগ ও বৈরাগ্য কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। জগদম্বা পার্বতীর ইঙ্গিতেই আমাদের নেংটা বাবার এত গৌরব ও এত প্রাধান্য! আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রেমালিঙ্গনেই সেই ত্রিগুণাতীত, সর্বত্যাগী নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় পরম পুরুষ মহাদেব এই বিশ্বরাজ্যের একমাত্র অধিপতি হইয়া মহারাজ রাজেশ্বরের অতুল গৌরবে গৌরবান্বিত, এবং অপার করুণাময়ী জগদম্বার সহিত সদাসম্মিলিত হইয়া এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বরাজ্যের সুশাসন করিয়া স্বীয় অসীম কর্মিষ্ঠতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া এই অপূর্ব লীলাভিনয় করিতেছেন!

সমগ্র উত্তরাখণ্ডের মধ্যে ৺কেদারের যে মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহার অবিকল নিখুঁত চিত্র সাধারণ সমক্ষে এক্ষণে উপস্থিত করা আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। তথাপি আমি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে অতিশয় স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি যে ৺কেদারের প্রকৃত মাহাত্ম্য-কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। ৺কেদার সত্যের রাজ্য, উহা কল্পনার রাজ্য নহে। আজন্ম কল্পনা করিয়াও যাহার কখনও উপলব্ধি হয় না এমন কত অদ্ভুত ও অলৌকিক পদার্থেই সেই দিব্যধাম সদা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে! আমি সেই স্বর্গাধিক-বরণীয়, পরম পবিত্র নিত্যধামে উপস্থিত হইয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিবার জন্যই আমার আন্তরিক প্রয়াস। তাহাতেও আমি কতদূর কৃতকার্য হইব তাহার বিচার কেবল মাত্র প্রকৃত কেদার-মাহাত্ম্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিই করিতে পারেন। ৺কেদার সম্বন্ধে লিখিত বর্ণনার একটি কথাও যে আমার স্বকপোল-কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে, তাহা বর্ষাগমে ৺কেদারে পৌঁছিয়া যাঁহারা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার অলৌকিক মহত্ত্ব ও বিচিত্রতা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। অকপট শ্রদ্ধা-সমন্বিত সংযতচিত্তে, ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া যাঁহারা তাহার স্বরূপ তত্ত্বাবগতির জন্য একেবারে তন্ময় হইয়া তাহাতে মনপ্রাণ মজাইতে পারিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহারা নিশ্চয়ই উল্লিখিত ৺বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং আমার একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাও যে অপ্রকৃত নহে তাহাও অতি সহজেই তাঁহাদের বোধগম্য হইবে। নচেৎ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া যাঁহারা কেবল কোন রকমে কষ্টে স্বষ্টে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা যে কোন তীর্থেরই প্রকৃত মাহাত্ম্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন না, তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ৺কেদারে পৌঁছিলেই সকলের ভাগ্যে তাহার প্রকৃত দর্শন হয় না। স্বগৃহ ও পুত্রকলত্রাদির স্নেহমমতাকৃষ্ট চিত্তে যাঁহারা কেবল পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যই চক্ষুকর্ণ বুজিয়া কোনমতে সুদূর অমরধাম ৺কেদারে গিয়া উপস্থিত হন, তাঁহারা প্রকৃতি দেবীর চরম পূর্ণাভিব্যক্তি এবং হরপার্বতীর নিত্য প্রকট লীলাভিনয়ের প্রত্যক্ষ দর্শন জনিত সদ্যঃপ্রাপ্ত পরমানন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া কেবল ভাবী সুখের হেতুভূত পুণ্যের বোঝা লইয়াই ত্বরায় স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং ৺কেদার যাত্রার পুণ্যফলে যে কবে কোথায় কিরূপ সুখোপভোগ করিবেন, কেবল সেই আশাতেই উৎফুল্ল ও পরমাশ্বস্ত-চিত্ত হইয়া থাকেন! কিন্তু ইহা তাঁহারা একবারও ভাবিতে পারেন না যে ৺কেদার-দর্শনজনিত সদ্যঃ অনুভূত পরমানন্দের তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর! ৺কেদারের ন্যায় দুর্গম, বহু কষ্টসাধ্য, সুপবিত্র ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াও যাঁহারা কেবল তীর্থভ্রমণজনিত পুণ্যলব্ধ, আনুমানিক ভাবী সুখের প্রত্যাশায় ৺কেদারের প্রকৃত মহিমাবধারণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যে হস্তামলকবৎ প্রাপ্ত বর্তমান সুখ হেলায় হারাইয়া নিতান্ত মন্দভাগ্যের ন্যায় চিরকাল কপালে হাত দিয়া বসিয়া থাকেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা যাঁহারা অজ্ঞজনোচিত, কল্পিত বিবিধ আজগুবী গল্প শ্রবণ করিয়া বা স্ব স্ব কল্পনা-প্রসূত বহুসহস্রবর্ষ আয়ুবিশিষ্ট চির-সমাধিস্থ মহাত্মা বা কিম্ভূত-কিমাকার নানাবিধ অসম্ভব ও অনৈসর্গিক ব্যাপার দেখিবার মানসে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া তথায় তাহার কোন নিদর্শন না পাইয়া নিতান্ত খুন্ন ও হতাশান্তঃকরণে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং বদরিকাশ্রম মাহাত্ম্যের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদন করিয়া স্ব স্ব বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত না হন, তাঁহারা ততোধিক মন্দভাগ্য !

বন্ধ্যাপুত্রের আকাশ-কুসুম চয়নের ন্যায়, নিতান্ত কল্পিত অসৎ বস্তুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ৺বদরিকাশ্রমে গিয়া যাঁহারা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার অপূর্ব লীলা-বিলাস এবং তাঁহার অপার সৌন্দর্য-মাধুর্য রসাস্বাদনে বিমুখ, তাঁহারা এমনি ভ্রান্ত যে প্রকৃত বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য-কথাই তাঁহাদের নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় ! তাঁহারা কল্পিত বস্তুলাভের উৎকট বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ৺বদরিকাশ্রমে গিয়া কেবল তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং পরিশেষে তাহার কোন চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া তীর্থযাত্রায় কেবল তাঁহাদের কষ্টই হইল বলিয়া মনে করেন !

এইরূপ ভ্রান্ত একজন সাধুর সহিত কিরূপ অবস্থায় একবার আমার কর্ণপ্রয়াগে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় আপাততঃ শেষ করিব। তাঁহার কথা শুনিলে সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইবেন এবং অতি সহজেই আমার কথার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরাখণ্ড ভ্রমণের দ্বিতীয় বৎসরের পৌষ বা মাঘ মাসে আমি একবার ৺কর্ণপ্রয়াগে আসিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি দেখিলাম যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-দেশীয় জনৈক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধু সর্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিয়া উন্মুক্ত অনাবৃত স্থানে বসিয়া আছেন, এবং সেই নিদারুণ শীত অসহ্য হওয়ায় তাঁহার সর্বাঙ্গ কম্পমান হইতেছে। বাবাজীর কষ্ট দেখিয়া আমিও একটু কষ্ট অনুভব করিলাম, এবং তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি যেমন তাঁহার নিকট গিয়া বসিয়াছি, অমনি, তাঁহার মনের কথা তিনি আমাকে বলিয়া একেবারে অবাক করিলেন! উত্তরাখণ্ডে আমার দীর্ঘকাল অবস্থিতির কথা শুনিয়া বাবাজী আমাকে তথায় স্পর্শমণির কোথাও সন্ধান পাইয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নাকি শুনিয়াছিলেন যে একমাত্র ৺বদরিকাশ্রমেই স্পর্শমণি পাওয়া যায় এবং সেই অমূল্য রত্নলাভের আশাতেই তিনি অত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ৺বদরিকাশ্রমে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্তস্থিত লম্বা লৌহনির্মিত চিমটাটি ক্রমাগত গিরি-গাত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যখন তাহা কোথাও স্পর্শমণির আবিষ্কার করিয়া স্বর্ণে পরিণত হইল না দেখিলেন, তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না! তাঁহার দগ্ধ ভাগ্যের দোষেই যে তাঁহার চিমটাটির লৌহজন্ম ঘুচিল না, তাহা বলিয়া তিনি কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বদরিকাশ্রম-যাত্রাও যে নিষ্ফল হইল, তাহা ভাবিয়া তিনি অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন! অনন্তলীলাময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশস্থল হিমালয় দর্শন করিয়া তাহার প্রকৃত মহিমা অবগত হইতে পারিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্য দেবত্ব লাভ করিয়া যে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহার তুলনায় স্পর্শমণি যে অতি তুচ্ছ বস্তু, তাহা আমি কোন মতেই সেই বাবাজীকে বুঝাইতে পরিলাম না। বরং তাঁহার অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান দিতে না পারায় তিনি আমার উপর বিরক্ত হইয়া আর আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না। সাধুর আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম, এবং ৺বদরিকাশ্রম-যাত্রিগণের মধ্যেও যে এমন অজ্ঞ ও কাঞ্চনাসক্ত সাধু আছেন তাহা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক বুঝিলাম যে তথাকথিত শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এরূপ আজগুবী-প্রিয় ব্যক্তির অভাব নাই; সুতরাং আমার এই অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সকল শ্রেণীর পাঠকই যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা আমি অল্পই পোষণ করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট—হিমালয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ

[স্বামী অখণ্ডানন্দের পত্র প্রবন্ধ ও কথোপকথন হইতে সঙ্কলিত]

১৮৮৬ খৃঃ ১৬ই আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিলে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের যে কয়েকজন যুবক ভক্ত সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া বরাহনগরমঠে সমবেত হন গঙ্গাধর তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৯০ খৃঃ জুন মাসে হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যথাবিহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হয় 'স্বামী অখণ্ডানন্দ'। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহার 'গঙ্গাধর' নামই ব্যবহার করিব।

১৮৮৬ খৃঃ ডিসেম্বরে খ্রীষ্টমাসের রাত্রে হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণের সহিত গঙ্গাধরও সংসারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন এবং ইহারই দেড় মাস মধ্যে (১৮৮৭ খৃঃ ফেব্রুআরি) কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বরানগর মঠ হইতে পরিব্রাজকের বেশে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য হইয়া বৈশাখের প্রথমেই তিনি হিমালয়ের প্রবেশদ্বার হরিদ্বারে উপনীত হইলেন।

পথিমধ্যে গয়ায় ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নীচে তিনি বিখ্যাত যোগী গম্ভীরনাথকে দর্শন করেন। যোগী তাঁহাকে যোগ সাধনার উত্তম আধারজ্ঞানে নিজ গুহার নিকট একটি গুহায় থাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগসাধন করিতে পরামর্শ দেন। তদুত্তরে গঙ্গাধর বলেন, 'আমার গুরুদেব বলতেন—হিমালয় বা সমুদ্র না দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না, তাই হিমালয় দর্শনের জন্য আমার মন ব্যাকুল।'

কাশীতে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সাহচার্যে গঙ্গাধর অতি অল্পকাল মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ আয়ত্ত করেন এবং তাঁহার সহিত ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখিতে গেলে তিনি এই বাল সন্ন্যাসীকে বেদ পড়াইতে চাহেন; কিন্তু গঙ্গাধর বলেন, 'যে দৃষ্টিশক্তি দ্বারা পুস্তক পড়ে জ্ঞানলাভ করে আপনি আমার সেই চাক্ষুষীবৃত্তি অন্তর্মুখীন করে দিন, যাতে আত্মারামের দর্শন লাভ করতে পারি।' বারাণসীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকেও দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় জানকীবর শরণ নামক এক উচ্চাঙ্গের সাধক দর্শন করিয়া তিনি হরিদ্বার পৌঁছেন।

এখানেও তিনি চণ্ডী পাহাড়ে বিখ্যাত সিদ্ধমহাপুরুষ কামরাজকে দেখিতে যান। এই মাতৃগত প্রাণ বালকস্বভাব সাধু কিশোর পরিব্রাজককে দেখিয়া আকৃষ্ট হন ও জিজ্ঞাসা করেন, 'জীবনে কি চাও?'

গঙ্গাধর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'গীতার সেই অনুভূতি—ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি।'

দেবীভক্ত কামরাজ কাতরভাবে বলেন, 'তবে তুমি আমার অম্বাকে চাও না? আত্মজ্ঞান চাও?' জগজ্জননীর প্রতি তাঁহার এই মধুর মমত্ববোধ গঙ্গাধরের মর্মকেন্দ্র স্পর্শ করে; পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মুখে এই বিবরণ শুনিয়া সানন্দে বলেন, 'কী সুন্দর কথা, আমার অম্বাকে চাও না?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃষীকেশে 'বিরক্ত'দের বাড়িতে কিছুদিন থাকিয়া গঙ্গাধর উত্তরাখণ্ডের তপঃপ্রভাব অনুভব করিতে থাকেন, এই সময় তিনি গভীর ধ্যানধারণায় মগ্ন থাকিতেন। ছত্রের ঘণ্টা অনুযায়ী তাঁহার ভিক্ষায় যাওয়া হইয়া উঠিত না। পবিত্র মাধুকরী দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। হৃষীকেশেই তিনি সাধু হীরাদাস, মায়ারাম অবধূত ও তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মচারী স্বয়ংজ্যোতিকেও দর্শন করেন। বিখ্যাত মায়ারাম অবধূত চারবার চারি ধাম ঘুরিয়াছেন, গঙ্গাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্ পথ দিয়ে হিমালয় যাব?' তিনি সামনের হাঁটাপথ দেখাইয়া দিতে গঙ্গাধর বলেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গে লাফিয়ে যাব।' মায়ারাম তাঁর সঙ্গের সাধুদের ডাকিয়া বলেন, 'আরে দেখো দেখো—বাঙ্গালী ক্যা বোল্‌তা। গুরু মেহেরবান তো চেলা পহলবান্।'

হৃষীকেশ হইতে সে বৎসর এক পাঞ্জাবী সাধু বহু অর্থ ও সেবক লইয়া বদরীনাথ যাইতেছিলেন; তিনি গঙ্গাধরকেও সাথী করিয়া লইতে চান, কিন্তু গঙ্গাধর তাঁহার নিঃসঙ্গ ভ্রমণ-বাসনা ব্যক্ত করিয়া পদব্রজে দেরাদুন যাত্রা করেন। মুসৌরীর পথে রাজপুরে নিঃসম্বল ভ্রমণের ব্রত গ্রহণ করিয়া আরও সঙ্কল্প করিলেন অযাচিত পথের সাথী ভিন্ন একাকীই পথ চলিবেন।

লণ্ডৌরের শিবালয়ে একটি সাধু তাঁহার উত্তরাখণ্ড যাত্রার কথা শুনিয়া মুসৌরির এক শেঠের নিকট হইতে কম্বল ও টাকা সংগ্রহের পরামর্শ দিলেন; গঙ্গাধর তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা বলায় তিনি আবার বলেন, উত্তরাখণ্ড বড় কঠিন স্থান—উপযুক্ত শীতবস্ত্র একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গাধর কিছুই লইবেন না দেখিয়া তিনি তাঁহার পার্বত্য যষ্টিখানি তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন; গঙ্গাধরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সম্মান-রক্ষার্থে উহা গ্রহণ করিলেন। মুসৌরি পাহাড় হইতে টিহরির পথে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শিখরশ্রেণীর দর্শন করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ পরিব্রাজক বসিয়া পড়িলেন এবং রোমাঞ্চিত শরীরে হিমালয়ের গম্ভীর সৌন্দর্যরাশি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন—'এই কি সেই পুণ্যদর্শন হিমালয়—শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে যাহা দেখিতে বলিতেন!'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি টিহরি পৌছিলেন, তথা হইতে গঙ্গোত্রীর পথে ধরাসু উপনীত হইয়া শীঘ্র যমুনোত্রী পৌছিবার জন্য সেখান হইতে পাকদণ্ডীর পথ ধরিলেন। এই পথ জনবিরল, হিংস্রজন্তুসমাকুল ও লোকালয়হীন; ভাগ্যক্রমে কয়েকজন পাহাড়ী সাথী জুটিয়া গেল, তাহাদের সহিত জামদগ্ন্যজী মোকাম পৌছিলে পর এক স্বতঃপ্রাপ্ত বৈষ্ণব ও এক নাগা সাধুর সহিত যমুনার তীরে তীরে—মাত্র বন্যশাক ও তৃণধান্যসিদ্ধ দ্বারা উদর পূরণ করত—তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন।

যমুনোত্রীর পথে শেষ গ্রাম খরসালী হইতে তাঁহারা পাণ্ডা লইয়া কঠিন পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌছিলেন। যমুনোত্রীর উষ্ণ গহ্বরে এক রাত্রি বাস করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গাধর একাকী উত্তরকাশী আসিয়া পৌছিলেন। এইখানেই এক তিব্বতী ব্যবসায়ীর মুখে জানিতে পারিলেন, বদরীনারায়ণ দর্শনের পর নিতিপাস দিয়া তিব্বতে গেলে কৈলাস মানসসরোবর নিকট হইবে।

উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রীর পথে ভটোয়ারী গ্রামের প্রান্তে একটি মরণোন্মুখ সন্ন্যাসীর সেবার জন্য গঙ্গাধর থামিয়া গেলেন। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, নাগাদের বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সাধুটির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সন্ন্যাসীটির শেষকৃত্য সারিয়া গঙ্গাধর গঙ্গোত্রীর পথে চলিলেন।

নির্জন এই দুর্গম পথে ভৈরবঝোলায় তিনি পথহারা হইয়া পড়েন, পরে ভাগীরথীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গঙ্গার সেই অপূর্ব অবতরণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গঙ্গাধর আত্মহারা হইয়া স্থির হইয়া গেলেন; স্তব্ধ মুগ্ধচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন—মর্ত্যলোকের ঊর্ধ্বে আমি এ কোন্ দেবলোকে ?

সন্ধ্যা সমাগত; এমন সময় এক সাধু ঐ স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে তন্ময় অবস্থায় দেখিয়া, ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া গঙ্গোত্রী লইয়া গেলেন। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্র গঙ্গোত্রী দর্শন স্পর্শন করিয়া গঙ্গাধর বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন। গঙ্গোত্রী হইতে অদূরে গোমুখীর পথে এক গুহায় গঙ্গাধর গায়ত্রী-পুরশ্চরণে রত এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। কিন্তু যেই জানিলেন তাঁহার খাদ্য প্রায় নিঃশেষিত, অমনি গঙ্গোত্রী ফিরিয়া এক যাত্রী শেঠের নিকট খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে অনশন হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার পুরশ্চরণ নির্বিঘ্ন করিলেন।

প্রায় সপ্তাহকাল নিভৃত গঙ্গোত্রীর দিব্যভূমিতে কাটাইয়া গঙ্গাধর উত্তরকাশীর পথ ধরিলেন। এবার সেখানে ফিরিয়া নিজেই ভীষণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। কাহাকেও বিব্রত না করিয়া গ্রামের কিছু দূরে নির্জনে ভাগীরথী তীরে একটি প্রশস্ত শিলার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নীরবে রোগ-ভোগ করিতে লাগিলেন। দুইদিন ঐরূপে কাটিলে তৃতীয় দিনে কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিতেছেন—এমন সময় একটি সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাহাড়ী যুবক তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সযত্নে নিজ কুটীরে লইয়া গেল, উপযুক্ত পথ্যদ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিল। গঙ্গাধর অতিকষ্টে ঐ সেবাপরায়ণ যুবকটির আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া উত্তরকাশী হইতে টিহরি পৌছিলেন। সেখানে আসিয়াই গঙ্গোত্রী হইতে আনীত একশিশি গঙ্গাজল তিনি ডাকযোগে বরাহনগর মঠে পাঠাইলেন। মঠের ভ্রাতৃবৃন্দ এতদিনে জানিতে পারিলেন গঙ্গাধর হিমালয়ে।

টিহরি হইতে 'চন্দ্রবদনী' পীঠস্থান দর্শন-মানসে গঙ্গাধর জনমানবশূন্য অরণ্যপথে চলিলেন। উচ্চ গিরিচূড়ায় দেবীর মন্দিরটি হিমালয়ের এক অপূর্ব সৌন্দর্যকেন্দ্র। এই দুরারোহ পর্বতে নির্জন গিরিমন্দিরে আনন্দ উল্লাসে দুটি রাত্রি কাটাইয়া, মাতৃচরণে পুনরাগমন বাসনা জানাইয়া গঙ্গাধর নামিতে লাগিলেন, কিন্তু পথহারা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। উর্ধ্বে বা নিম্নে কোন দিকেই গতি অসম্ভব, গঙ্গাধর নির্ভীক নিশ্চিন্ত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন এই পর্বত দেবীস্থান, যেখানেই থাকি মায়ের কোলেই আছি।

কিছু পরে 'জয় মা' বলিয়া আপনমনে একদিকে নামিতে লাগিলেন, একরকম গড়াইতে গড়াইতে পর্বতের পাদদেশে নিরাপদ সমতলে পৌছিয়া দেখেন কৃষকেরা গম দগ্ধ করিয়া খাইতেছে, তাঁহাকে ঐরূপে আসিতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিতভাবে বলিল, 'তুমি কোথা হইতে আসিলে? এ পথে কেহ কোন দিন আসে নাই। নিশ্চয়ই চন্দ্রবদনী মায়ী হাত ধরিয়া তোমাকে লইয়া আসিয়াছেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু দূর বনপথের পর সরকারী পথে চলিয়া সন্ধ্যা-সমাগমে গঙ্গাধর শ্রীনগর পৌছিলেন, এবং অলকানন্দায় অবগাহন করিয়া কমলেশ্বর মঠ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া ৺কেদারের পথ ধরিলেন। আজ পর্যন্ত হিমালয়ে উচ্চঅনুভূতি-সম্পন্ন সাধু দর্শন হইল না,—একদিন এইরূপ ভাবিতেছেন,—সেইদিনই অগস্ত্যমুনির মন্দিরে একটি প্রসন্নবদন সাধু তাঁহাকে তাঁহার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে বলে ; যাত্রাপথে উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। এই সাধুটি গুপ্ত কাশীতেই ৺কেদারনাথের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হন। একদিন ধ্যানকালে —তাঁহার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত দেখিয়া গঙ্গাধর মুগ্ধ হন ; কিন্তু শীতে তাঁহার অনাবৃত শরীর দেখিয়া গঙ্গাধর নিজের একমাত্র কম্বলখানি তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া চলিয়া যান।

গুপ্তকাশীর নিকট ফাটাচটিতে একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী থাকিতেন, তিনি কৈলাস ও মানস-সরোবর গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি গুপ্তকাশীর অপর পারে ওখি মঠে আছেন শুনিয়া গঙ্গাধর কৈলাস ও তিব্বতের পথের সংবাদ জানিতে তাঁহার কাছে গেলেন, এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ওখিমঠের মোহন্তকে দেখিতে যান। মাত্র একটি আলখাল্লা সহায়ে উত্তর হিমালয়ে আর অগ্রসর হওয়া দুঃসাহসের কাজ বুঝিয়া মোহন্তকে গদিভেট দিয়া তিনি একটি কম্বল সংগ্রহ করেন। কিন্তু কয়েক-দিন পরেই ৺কেদারের পথে পূর্বপরিচিত এক উদাসী সাধুর সহিত তাঁহার দর্শন হইয়া যায়। সাধুটিকে নিজের নূতন কম্বল দিয়া তাঁহার ছিন্ন কম্বলটি বদল করিয়া লন। প্রথমবার তিব্বত গমন পর্যন্ত এটি আর তাঁহার হাতছাড়া হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিযুগীনারায়ণের পর গৌরীকুণ্ডে পৌঁছিয়া তিনি স্থানমাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু কেদারনাথ দর্শনব্যাকুলতায় সেখানে মাত্র একরাত্রি কাটাইয়া শিবপার্বতীর তপোভূমি কেদারশৈলের অনুপম মাধুর্য ও অদ্ভুত গাম্ভীর্য অনুভব করিতে করিতে তিনি তাঁহার বহুদিনের বাঞ্ছিত ধাম কেদারনাথের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দূর হইতে সূর্যকরোজ্জ্বল কেদারশৃঙ্গে তিনি রজত-গিরিনিভ ধ্যানমগ্ন মহাদেবমূর্তিই প্রত্যক্ষ করিয়া দিব্যভাবাবেশে বসিয়া পড়িলেন—অনুভব করিলেন, হিমালয় ভূমানন্দেরই স্থূল-প্রতিমা।

হিমালয়ের এই চিন্ময়রূপ দর্শন করিতে করিতে তিনি ৺কেদারনাথের পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এইখানে আসিয়াই ৺কেদারনাথকে দর্শন করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন, 'এই দেখাতেই আমার সকল দেখার অবসান হইল।' এইখানেই তিনি পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহরহ অন্তরে বাহিরে আরাধ্য দেবতাকে অনুভব করিতে লাগিলেন।

শ্রীকেদারনাথে কিছুদিন বাস করিরা প্রশান্ত চিত্তে গঙ্গাধর পূর্বসংকল্পিত বদরীনারায়ণের পথে যাত্রা করিলেন। নরনারায়ণের তপঃক্ষেত্র পুণ্য বদরিকাশ্রমে পৌঁছিয়া তপস্যার অনুকূল স্থান দেখিয়া সেইখানেই তপস্যায় কাল কাটাইবার জন্য তাঁহার অন্তরের বাসনা বলবতী হইল।

কিন্তু তিব্বত যাইবার সময় চলিয়া যাইতেছে বুঝিয়া বদরীর নিকটবর্তী মানা গ্রামে গিয়া তিনি ব্যবসায়ীদের সহিত তিব্বত প্রবেশ করিবার সহজ পথের সন্ধানে রহিলেন। কয়েকদিন পরেই এক দল ব্যবসায়ীর সহিত যাত্রা করিলেন, কিন্তু যাত্রার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম দিনেই তাহাদের প্রমত্ত আচার-ব্যবহার বিশেষতঃ কাঠের ভগ্ন সেতুর উপরেও তাহাদের অসংযত ভাবগতিকের দরুন দু-একটি ভারবাহী পশুর উল্লম্ফন ও মৃত্যু দেখিয়া তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি মানাগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন—এবং পরদিন ঐ গ্রামের প্রধানের সহিত পুনরায় যাত্রা করিলেন। এবার প্রাকৃতিক পাষাণ-সেতুর উপর দিয়া প্রবল স্রোতস্বতী সরস্বতী পার হইয়া ধীর পদবিক্ষেপে উভয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিলেন—মাঝে মাঝে মেঘমণ্ডলের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের অদৃশ্য থাকিয়া শব্দমাত্র সহায়ে পথ নিরূপণ করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই পথেই পার্বতীর জন্মস্থান হিমালয়পুরী দেখিয়া তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন।

এইভাবে মানা-পাস দিয়া হিমালয়ের প্রথম তুষারশ্রেণী লঙ্ঘনপূর্বক গঙ্গাধর তিব্বতের তুষারাচ্ছন্ন মালভূমিতে প্রবেশ করিলেন। নগ্নপদে সামান্যমাত্র শীতবস্ত্র সহায়ে তুষারভূমি অতিক্রম করিতে করিতে একদিন সন্ধ্যাগমে কোন আশ্রয় না পাইয়া তরুণ পরিব্রাজক আচ্ছন্নভাবে তুষারেরই উপর নিদ্রিত হইয়া পড়েন।

সৌভাগ্যক্রমে পরদিন সকালে নিকটবর্তী একটি বৌদ্ধমঠের সন্ন্যাসী জ্বালানি গুল্ম সংগ্রহে সেদিকে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া সযত্নে তুলিয়া মঠে লইয়া যান, এবং অগ্নিসেকাদি দ্বারা সুস্থ করেন। প্রায়নগ্ন গঙ্গাধরের শারীরিক লক্ষণ-সকল দেখিয়া মঠের লামারা তাঁহাকে অখণ্ড ব্রহ্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারেন, 'গেলাং' বলিয়া খুব সম্মান করেন এবং মঠে থাকিতে বলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে গঙ্গাধর থুলিং মঠে থাকিয়া পনর দিনের মধ্যেই তিব্বতী ভাষা শিখিয়া লন, এবং তিব্বতের ধর্ম ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করেন, এমন কি মঠে ধর্মালোচনায়ও অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন।

তিব্বতে যাহা কিছু সব মঠে ও মন্দিরে। মন্দিরগুলিতে নানা দেবতার বড় বড় মূর্তি : মঠগুলি লামায় পরিপূর্ণ, কোন কোন মঠে তিন হাজার চার হাজার, কোন মঠে সাত হাজার পর্যন্ত লামা থাকিয়া পূজা পাঠ জপ ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেছেন।

মঠের মধ্যস্থলে একটি চৈত্য—তাহাকে ঘিরিয়া লামাদের বাসস্থান, সাধনার আসন, দেওয়ালেরই গায়ে খোদাই-করা সিংহাসন বা চেয়ারের মতো বসিবার স্থান। শীত নিবারণের জন্য অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—কোথাও বা তাহার উপর জল ফুটিতেছে ; প্রয়োজনমত কেহ তাহাতে বটিকা সাহায্যে চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতেছেন, আবার ধ্যানে বসিতেছেন।

লামারা কেহ পূজায়, কেহ বা পাঠে রত ; কেহ জপ করিতেছেন—'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ', কাহারও বা ধ্যানের বিষয় 'সর্বশূন্য আমি', সকলেরই প্রথম মন্তব্য—'আমার ইষ্ট বুদ্ধ—আমার সব কিছু সর্বহিতের জন্য'। এই মহাভাব তিব্বতের সকল সাধনার সাধারণ ভিত্তিভূমি। 'আমার সব কিছু সকলের কল্যাণের জন্য'—এই ভাবটি গঙ্গাধরের তরুণ মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং কালক্রমে উহা তাঁহার জীবনাদর্শের অন্যতম প্রধান উপাদানে পরিণত হয়।

মঠে চার পাঁচ শ্রেণীর লোক আছেন—তন্মধ্যে লামারাই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ ; বলিতে গেলে তাঁহারাই রাজকার্য চালান, তিব্বতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়-ব্যয় সকলই মঠের। বাহিরের কাজ ডাবা বা প্রবর্তকেরাই চালায়—এমন কি ব্যবসাবাণিজ্য পর্যন্ত; তাই লামারা বহির্বিষয়ে নিশ্চিন্ত। তাঁহাদের কয়েকটি বৌদ্ধ-নিয়মের অধীনে চলিতে হয়, ব্যতিক্রম হইলেই মঠ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। লামার সংখ্যা কম। ডাবাই অধিক—তাহারা লামা হইতে না পারিলে গৃহস্থ হইতে পারে।

মঠগুলি গ্রামবসতি হইতে দূরে, উচ্চ স্থানে অবস্থিত, গৃহস্থের সহিত সংস্রব নাই, বিশেষ আবশ্যক না হইলে স্ত্রীজাতির মঠে আসিবার অধিকার নাই।

প্রধান প্রধান বুদ্ধানুশাসনগুলি মঠে আছে, মঠের ভাল আচার-ব্যবহার, পবিত্র ভাব, সুন্দর নিয়ম গঙ্গাধরকে মুগ্ধ করিল, দেবদেবী শাস্ত্র সব ভারতীয়, পূজাবিধিও প্রাচীন কৌল-তান্ত্রিক মতে। পরবর্তী কালের তন্ত্রোক্ত ভয়ঙ্কর আচারগুলি মঠে অজ্ঞাত।

দেবীর পূজা বলিমাংসরহিত; তবে ভস্মাসুরের পূজায় তিব্বতীসুরা-দান বিধেয়, কিন্তু পূজক বা মঠের লোকদের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। নৃত্যগীতও নিষেধ। গঙ্গাধর অনুভব করিলেন মঠগুলি পবিত্রভাবের আধার এবং আধ্যাত্মিকতার শক্তিকেন্দ্র, এখনও সেখানে জাতিস্মরের আবির্ভাব হয়—এমনই পুণ্যভূমি। একজন প্রধান লামা গঙ্গাধরের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'এ ছবি কোথায় পেলে, এমন মুখ, চোখ, কান তো সাধারণ মানুষের নয়—এ ভগবান তথাগতের।' এই বলিয়া ছবিটি তাঁহারা বেদীর উপর রাখিয়া ধুপ দীপ দিয়া আরতি করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিব্বতের শান্ত সুন্দর গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে গঙ্গাধর সাধনার অনুকূল স্থান দেখিয়া আনন্দিত হন, ধ্যানধারণার উপযুক্ত গুফা, পথে পথে ঢিবির মত পাথরে মন্ত্র লেখা, লামাদের হাতে হাতে ধাতুর ডিবাতে 'ওঁ' লেখা—সব কিছু মিলিয়া তিব্বতের আকাশে বাতাসে ধর্মের একটা ঘনীভূত ভাব তিনি অনুভব করিতেন।

তিব্বতীরা যথার্থ ধর্মান্বেষীকে প্রীতির চক্ষে দেখে ও সযত্নে সৎকার করে, তবে ইংরেজের সহিত মেলামেশা বলিয়া ভারতীয়দের প্রথমটা একটু সন্দেহ করে।

মঠ ও মন্দিরের বাহিরে অধিকাংশ লোক দরিদ্র, কারণ দেশে শস্য উৎপাদন অতি কম, সাধারণ লোকেরা ছাগ-মেষ পালন করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে, এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় ছোট ছোট তাঁবুতে কাটায়।

তিব্বতের ভাষা জানা থাকায় একদিকে যেমন তাঁহার ঐ দেশের ধর্ম রীতি-নীতি জানিবার সুবিধা হইল, আর একদিকে আবার জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া অভাব-অভিযোগ স্বকর্ণে শুনিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ভাবে সহানুভূতির উদয় হইত, এবং অনেক সময় তিনি উহা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, লোকেরা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলে, লামারা জানিতে পারিলে বিপদ হইবে।

কয়েকদিন পরে লামাদের কানে সব কথা উঠিল। তাঁহারা গঙ্গাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন, 'গাল বাড়াও'—অর্থাৎ গাল কাটিয়া দিব, তাহা হইলে কথা বলা বন্ধ হইয়া যাইবে। থুলিং মঠে খাপসুদ্ধ তরোয়াল তাঁহার কাঁধের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসাইয়া তাহারা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল। গঙ্গাধর সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করেন।

এইরূপে তিন চার মাস তিব্বতের মাত্র একটি অঞ্চলে কাটাইয়া মঠমন্দির, তিব্বতীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ১৮৮৭ খৃঃ অক্টোবরের শেষাশেষি গঙ্গাধর নিতিপাস দিয়া বদরী অঞ্চলে ফিরিয়া আসিলেন। পর বৎসর আবার তিব্বত গিয়া কৈলাস মানসসরোবর ও লাসা দর্শন করিবেন ভাবিয়া তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সঙ্গ ছাড়িলেন না।

শীতকালে হরিদ্বারে নামিয়া আসিয়া মাত্র তিনচার দিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় তিনি উত্তরাখণ্ডের অন্যান্য তীর্থরাজি দর্শনমানসে উপরে উঠিতে লাগিলেন। মনোমত নির্জনস্থান পাইলে সেখানে ধ্যানধারণায় কিছুকাল কাটাইয়া হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর ভাবটি স্বীয় সত্তায় মিশাইয়া লইতেন। সর্বত্র ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা সর্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিত।

১৮৮৮ খৃঃ মে মাসে বদরীনাথের 'পট' খুলিতেই গঙ্গাধর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তপোভূমি হিমালয়ের প্রাণ-কেন্দ্রস্বরূপ প্রিয় বদরিকাশ্রম তাঁহাকে বার বার আকর্ষণ করিয়াছে। মানবকল্যাণ-কামনায় এইখানেই যে ভগবান স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন এবং প্রাণের ভক্তগণকে তপস্যার জন্য এইখানেই পাঠাইতেছেন। গঙ্গাধর দেখিলেন, নরনারায়ণ পর্বত রহিয়াছে, অলকানন্দাও রহিয়াছে—নাই সে বাদরায়ণি, নাই সে উদ্ধব! এই সুন্দর সুভিক্ষ পুণ্যক্ষেত্রে তিনটি মাস তপস্যায় কাটাইয়া কৈলাসদর্শনাকাঙ্ক্ষায় গঙ্গাধর এবার শিপছিলাম পাস দিয়া তিব্বতের দাবা জেলায় উপনীত হইলেন। সেখান হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমতঃ তিনি পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত লাসা যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু স্থানীয় পুলিস তাঁহাকে বৃটিশের চর মনে করিয়া আটক করে, ব্যবসায়ী বন্ধুরা জামিন হইয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লয়। পুলিস তাঁহাকে লাসা যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, তবে কৈলাস ও মানস-সরোবর দর্শনের অনুমতি দেয়। ঐ পথেও বিপদ তাঁহাকে অনুসরণ করে, তিনি একদল ডাকাতের হাতে পড়েন, তবে, বুদ্ধিপূর্বক তাহাদের গুড় ছোলা খাওয়াইয়া কোন প্রকারে পরিত্রাণ পান।

কৈলাস ও মানস-সরোবর তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চল তুষারাচ্ছন্ন মালভূমিতে অবস্থিত। কৈলাসপ্রদেশে বসতি অত্যন্ত কম। মাঝে মাঝে তুষার-ঝটিকায় শৈত্যের সীমা থাকে না। কিন্তু দেশ অত্যন্ত গম্ভীর! শান্ত নিস্তব্ধ—জনলোকের উর্ধ্বে এ যেন তপোলোক!

মানস-সরোবর তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে তুষার গলা জলের একটি বৃহৎ স্বচ্ছ সুন্দর সরোবর, পরিধি প্রায় ৫০ মাইল, চারিপার্শ্বে ৮টি বৌদ্ধমঠ, মঠে লামাদের ও নানা দেবতার বড় বড় মূর্তি। শুভ্র তুষারমণ্ডিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গমূর্তি কৈলাস পর্বত, যেন সত্যলোকের প্রতিচ্ছবি মর্ত্যের বুকে! গঙ্গাধরের মন নিস্তব্ধ, নির্জন এই উর্ধ্বলোকে আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেল—এতদিন যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া, এত ক্লেশ সহ্য করিয়া এই দুর্গম গিরিপথে আসিয়াছেন, আজ তাহার শেষ—আজ তাহার সার্থকতা।

কৈলাস পর্বতেরও চারিপার্শ্বে ৬টি মঠ। একটি মঠের সাধু গঙ্গাধরকে বুদ্ধের একটি আসন শিখাইয়া দেন, তাহা অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চমৎকার। সেরূপ করিয়া বসিলে প্রথমেই শরীরে এত গরম বোধ হইবে যে, গায়ে কোন আবরণ সহ্য হইবে না। গঙ্গাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এরূপ আসনে বসিয়া কি করিব?' সেই সাধক উত্তর দেন, 'কিছু না, মন শূন্য কর'—যাই হোক ওই শীতপ্রধান দেশে ঐরূপ আসন শরীর রক্ষার জন্যও একান্ত প্রয়োজন।

এই দিব্যভূমিতে কিছুদিন সাধন-তপস্যায় কাটাইবার জন্য এবার আর কোন মঠে না থাকিয়া কৈলাসের সন্নিকট ছেকরা নামক স্থানে তিনি লাসার এক ধনী খাম্বা (যাযাবর)-র আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এখানে একদিন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি দেখিয়া ঐ খাম্বা বুদ্ধজ্ঞানে ভক্তিভরে উহা লইয়া যায় ও ভগবান্ তথাগতের সিংহাসনে রাখিয়া নিত্য পূজারতি করে।

ফিরিবার সময় গঙ্গাধর তাহাকে না বলিয়াই ছবিখানি লইয়া চলিয়া আসেন। এবারও নিতিপাস দিয়া নভেম্বরের প্রথমে তিনি আবার বদরীনারায়ণ ফিরিলেন। পট বন্ধ হইলে এবার কুমায়ুন, আলমোড়া, রাণীখেত প্রভৃতি হইয়া কর্ণপ্রয়াগে আসিলেন এবং ঐ অঞ্চলেই শীতকাল কাটাইলেন। তুষারশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বারংবার হিমালয়ের এপার ওপার যাওয়ার দরুন তিব্বতী ও পাহাড়ীদের মধ্যে তিনি 'বরফানী বাবা' নামে পরিচিত হন।

এই দুই বৎসর হিমালয়ে বাসকালে বিভিন্ন সময় তিনি পঞ্চকেদার পঞ্চবদরীর যেগুলি সাধারণ যাত্রীপথের বাহিরে—সেগুলিও দর্শন করেন এবং হিমালয়ের নির্জন দুর্গম স্থানে তপস্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল কাটান। দশরথকী ডাণ্ডা নামক এইরূপ একস্থানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভে ধন্য হন, চন্দ্রালোকিত রজনীতে একটি গান গাহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, হিমালয় পুরুষপ্রকৃতির আদিম অকৃত্রিম লীলাস্থান, শিবপার্বতীর চিরমিলনভূমি।

১৮৮৯ খৃঃ শীতকাল এই ভাবে কাটাইয়া দশহরায় দেবপ্রয়াগে স্নানমানসে গঙ্গাধর নামিতেছেন, এমন সময় (গড়োয়াল) শ্রীনগরের নীচে স্বামী শিবানন্দের সহিত তাঁহার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়। তিব্বতী পোশাকপরিহিত শীতে ঝলসানো-মুখ গঙ্গাধরকে দেখিয়া দূর হইতে তিনি প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। গঙ্গাধরই 'দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিতে শিবানন্দ বলিয়া উঠেন, 'গঙ্গা, গঙ্গা, তুই বেঁচে আছিস?—তোর জন্যে যে মঠে কান্নাকাটি পড়ে গেছে।' তারপর তুই ভ্রাতা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকেন। শিবানন্দ গঙ্গাধরকে নিজেদের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা বলিয়া তাঁহাকেও তদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে মঠে ফিরিয়া সকলকে নিশ্চিন্ত করিতে বলিলেন।

শেষ পর্যন্ত উভয়ে কেদারের পথেই চলিলেন। কেদারের পর বদরীনাথ দর্শন করিয়া শিবানন্দ গঙ্গাধরকে আবার বরানগর মঠে ফিরিতে বলিলেন। গঙ্গাধর লাসা-দর্শন জন্য পুনরায় তিব্বত গমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে তিনি নিষেধ করিয়া আলমোড়া চলিয়া গেলেন, ও বরানগরে গঙ্গাধরের বিস্তারিত সংবাদ লিখিয়া দিলেন।

বদরিকাশ্রমে তুই মাস তপস্যায় কাটাইয়া গঙ্গাধর নিতিপাস দিয়া পুনরায় তিব্বতে প্রবেশ করেন। এবার কিন্তু তিব্বতীয়েরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে চর মনে করিয়া সাহায্য করিতে নারাজ হয় এবং পূর্বের বন্ধুরাও শত্রুর মত আচরণ করিতে থাকে।

তিব্বতী পোশাক পরিলে এবং তিব্বতীয় ভাষায় কথা বলিলে তাঁহাকে তিব্বতী বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ নাসিকা দেখিয়া একদল ইরানী ব্যবসায়ীর দলপতি তাঁহাকে বলে, 'ইরানী ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া যদি আমাদের দলের সঙ্গে যাও তো আমরা তোমায় লাসা পৌছাইয়া দিব।' গঙ্গাধর বলিলেন 'আমি ভারতীয় সাধু,—এই আমার পরিচয় ? মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লাসা যাইতে চাহি না।' এতবার লাসা যাইবার চেষ্টা করিয়া, বারংবার ব্যর্থ হইয়া—শেষ মুহূর্তে মিথ্যার প্রলোভনে সাফল্যের ছায়া দেখিয়াও গঙ্গাধর সত্যের প্রতি স্বাভাবিক নিষ্ঠাবশতঃ লাসা যাইবার দৃঢ় বাসনা মন হইতে নির্মূল করিয়া কাশ্মীরের পথে লাদাকের অভিমুখে চলিলেন।

লাদাকে পৌছিয়া তিনি গভর্ণরের অতিথি হন ; তখন তাঁহার টকটকে রং, লামার মতো পোশাক, লামার মতো চেহারা দেখিয়া গভর্ণর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, কিন্তু কমিশনারের গৃহশিক্ষক তাঁহাকে চর বলিয়া সন্দেহ করে এবং কমিশানরকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়। শেষ পর্যন্ত কমিশনার কাশ্মীর যাইবার ছাড়পত্র দিয়া তাঁহাকে শ্রীনগর থানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে বৃটিশ রেসিডেন্ট তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে পাঁচদিন জেলে আটক রাখেন ; এ কয়দিন তিনি জেলের খাবার কিছু খান নাই। নিজের সঙ্গে তিব্বতী চা ছিল, তাহা দিয়া দুগ্ধবিহীন চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন, আর জেলে রক্ষীর বালকপুত্র তাঁহাকে তাহার নিজের ভাগ হইতে আপেল দিয়া যাইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পরিচয় শুনিয়া পুলিস বরানগর মঠে পত্র লেখে ও বলে, 'আপনি কে ঠিক ঠিক নির্ণীত হইলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিব।'

জেল হইতে মুক্তি দিয়াও তাঁহাকে কিছুদিন একটি পৃথক্ বাটীতে নজরবন্দী-রূপে রাখা হয় ও প্রশ্ন করা হয়, 'কেন তিব্বত গিয়াছিলে ?—কতদিন ছিলে ? তিব্বতীভাষা কিরূপে শিখিলে ? লামারা তোমায় এত শ্রদ্ধা করে কেন ?' সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া শেষ প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গাধর বলেন, 'সে কথা লামাদের জিজ্ঞাসা করিও।' জেলে থাকা কালে চাহিয়াও গঙ্গাধর কাগজ কলম পান নাই, বাহিরে আসিয়াই তিনি বরানগর মঠ, কলিকাতায় গিরিশবাবু ও কাশীর প্রমদাবাবুকে নিজ অবস্থিতির কথা জানাইয়া পত্র লিখেন।

যথাসময়ে সব উত্তর আসিতে লাগিল। পরিচয় নির্ণীত হইলে কাশ্মীর রাজার মন্ত্রী শ্রীআশুতোষ মিত্র ও জজ শ্রীঋষিবর মুখোপাধ্যায় তাঁহার সত্বর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া মুক্তির প্রাক্কালে জায়গীর দিবার লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে রাজদূতরূপে তিব্বতে, পাঠাইতে চান। গঙ্গাধর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে তাহারা তাঁহাকে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে। তাহাতে অসম্মত হইয়া গঙ্গাধর বলেন, 'একটি নিরীহ নিরুপদ্রব স্বাধীন জাতির সর্বনাশ করিবার জন্য আমি লেখনী ধারণ করিব না।' অবশেষে তাহারা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিতে চায় এবং তাহারই কিছু অংশ তাহারা লিখিয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিব্বতের পথে হিমালয়ে

কাশ্মীরে থাকাকালেই প্রমদাবাবু ও স্বামীজীকে লেখা অনেক পত্রের মধ্যেই তাঁহার হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণের নানা কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়।

১৮৯০ খৃঃ জানুআরির শেষভাগে মুক্ত হইয়াই গঙ্গাধরের মনে কারাকোরম পর্বত অতিক্রম করিয়া প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি মধ্য-এসিয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু মঠের প্রতি চিঠিতে ফিরিবার আহ্বান তাঁহার প্রাণে ধ্বনিত হইতে থাকে।

স্বামীজীর পত্রে জানিলেন, তিনি গাজীপুরে পওহারীবাবার দর্শনে আসিয়াছেন। কখন শাসনের স্বরে, স্বামীজী তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে লিখিতেছেন, কখন অনুরোধের স্বরে তাঁহাকে তাঁহার হিমালয় ভ্রমণের সাথী হইতে ডাকিতেছেন। অবশেষে গঙ্গাধর ফিরিবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে আর কখনও আসা হইবে কিনা ঠিক নাই, এই ভাবিয়া তিনি কাশ্মীরের তীর্থগুলি একে একে দেখিতে লাগিলেন, ক্ষীরভবানী, মার্তণ্ড, ভেরিনাগ, অনন্তনাগ প্রভৃতি দর্শন করিলেন, কিন্তু অমরনাথ-দর্শনের সময় এখন নয় বলিয়া উহা আর হইল না। এপ্রিলের শেষভাগে রাওলপিণ্ডি ও লাহোর হইয়া তিনি বারাণসী পৌছিলেন।

বহুদিন পরে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে পরমানন্দে বিভোর হইলেন। প্রমদাবাবু শুনিলেন তাঁহার অপূর্ব হিমালয়-ভ্রমণ কাহিনী, আর গঙ্গাধর শুনিলেন বরাহনগর মঠের ক্রমোন্নতির কথা।

স্বামীজীর দর্শনাশায় গাজীপুর গিয়া গঙ্গাধর শুনিলেন, সুরেশ মিত্র মহাশয়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বামীজী কলিকাতা চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছেন। যাই হোক সেখানে উপর্যুপরি কয়েকবার পওহারী বাবাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সাধুজনোচিত ত্যাগ তপস্যা ও বিনয়নম্র ভাব দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া গঙ্গাধর মুগ্ধ হইলেন। শীতের দেশ হইতে সহসা গরমের মধ্যে আসিয়া এইখানে তিনি সপ্তাহখানেক একজ্বরী হন; একটু সুস্থবোধ করিয়াই বরানগর মঠ অভিমুখে যাত্রা করেন।

গঙ্গাধর ভাবিয়াছিলেন, বালিতে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া বরানগর যাইবেন। ট্রেন হইতে বালি স্টেশনে নামিবামাত্র পুলিস আবার তাঁহার সঙ্গ লয় এবং হাওড়া লইয়া যায়। সেখানে তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর কিছু লিখিয়া লইয়া বরানগর মঠ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া যায়। জুনের মাঝামাঝি—প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অনুপস্থিতির পর অধিকাংশ কাল হিমালয় অঞ্চলে কাটাইয়া গঙ্গাধর বরানগর মঠে গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

এই সময়েই বিরজাহোম করিয়া বরানগর মঠে তিনি যথা-বিহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের জন্য লামা-প্রদত্ত 'গেলাং' উপাধির কথা মনে করিয়া স্বামীজী তাঁহাকে 'অখণ্ডানন্দ' নামে অভিহিত করেন।

কিছুদিন তিব্বত ও হিমালয়ের ভ্রমণকথায় বরানগর মঠ মুখরিত করিয়া ১৮৯০ খৃঃ জুলাই মাসে স্বামীজীকে সঙ্গে হইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ আবার হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের প্রথম পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। সহজ সরল ভাষায় লিখিত। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা মূল্য ৪৲ টাকা।

: কয়েকটি অভিমত :

"এই পুস্তকখানি সাধক, ভক্ত, কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র, সমাজ-সেবী, সকলকেই স্ব স্ব জীবনপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে।" —উদ্বোধন

"শুধু তথ্যপূর্ণই নয়, ভক্তিরসেও সমৃদ্ধ। * * মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত তাঁর কর্মবহুল জীবনের বহু ঘটনা, তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের কথা ও কাহিনী লেখক এই পুস্তকে ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।" —দেশ

"আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বাংলা জীবনী সাহিত্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।" —শনিবারের চিঠি

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার কর্তৃক সাধারণ পাঠাগারের জন্য নির্বাচিত

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রণীত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনস্মৃতি। দক্ষিণে-শ্বরে বালক গঙ্গাধরের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের মিলন কথা ও বৈচিত্র্যময় নিজ ভ্রমণ কাহিনী গ্রন্থকার কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মঠ ও মিশনের অনেক পুরাতন কথা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্যের নির্ভুল বিবরণ এই পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য। প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত। ডবল ক্রাউন—২৯৮ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ —মূল্য ২৲।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi